দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৫৮ ॥ ১৩ জুন ২০২৪ ॥ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৬ জিলহজ্ব ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ঈদে বর্জ্য অপসারণে ১০ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করবেন : আতিকুল

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদে বর্জ্য অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের ১০ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করবেন এবং ঈদের দিন ৬ ঘণ্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণ করা হবে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বহরে কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২টি ডাম্প ট্রাক এবং ৮টি আধুনিক কম্প্যাক্টর ট্রাক যুক্ত হয়েছে। মেয়র বলেন, এই ট্রাকগুলোর মাধ্যমে কর্পোরেশন প্রতিদিন অতিরিক্ত প্রায় ৩৫০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে পারবে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই যানবাহন যুক্ত করার মাধ্যমে ডিএনসিসির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রমাণ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে সিটি কর্পোরেশনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমরা সেই নির্দেশনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছি।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় পলাতক আসামিদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, তারেক রহমান ওরফে তারেক জিয়াসহ সাজাপ্রাপ্ত ১৫ জন আসামি বর্তমানে পলাতক রয়েছে। বিদেশে পলাতক আসামি মাওলানা তাজউদ্দীন, মোঃ হারিছ চৌধুরী ও রাতুল আহম্মেদ বাবু ওরফে রাতুল বাবুদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি করা আছে। গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে সরকারি দলের সংসদ সদস্য বেগম ফরিদা ইয়াসমিন লিখিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এই তথ্য জানান। সংসদে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার শিরীন শারমিন। সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভায় স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি-জামাত জোটের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে গ্রেনেড হামলা করা হয়। এ ঘটনায় দণ্ডবিধির ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ ধারা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ১৯০৮-এর ৩/৪ ধারায় মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের হয় যার নং-৯৭ তারিখ-২২/৮/২০০৪ খ্রি. প্রধানমন্ত্রী বলেন, মামলাটির কার্যক্রম দীর্ঘতদন্ত শেষে মোট ৫২ জন আসামির বিরুদ্ধে ২টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। রায় ঘোষণার পূর্বে অভিযোগপত্রভুক্ত ৫২ জন আসামির মধ্যে ৩ জন আসামির অন্য মামলায় ফাঁসি কার্যকর হয়। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল *২-এর পাতায় দেখুন*

১৮১২ কোটিপতির ব্যাংকে ২ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : তিন মাসে কোটি টাকার হিসাবধারীর আমানত কমে এখন ৭ লাখ ৪০ হাজার ১৫০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। এ হিসাব চলতি বছরের মার্চ মাসের। ডিসেম্বর শেষে কোটি টাকার একাউন্টে আমানত ছিল ৭ লাখ ৪১ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা। তিন মাসে কমেছে ১ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা। এসব হিসাবধারীর মধ্যে শীর্ষ ১ হাজার ৮১২ কোটিপতির ব্যাংকে আমানত রয়েছে ২ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা। কোটি টাকার আমানতের হিসাবধারী ও হিসাবে স্থীতি সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি ২০২৪ সালের মার্চ শেষে কোটিপতি ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৮৯০টি। তিন মাসে যা ছিল ১ লাখ ১৬ হাজার ৯০৮টি। তথ্য বলছে, কোটি টাকার হিসাবধারীদের মধ্যে ১ থেকে ৫ কোটি টাকার অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৯২,৫১৬টি। এসব অ্যাকাউন্টে ১ লাখ ৯৪ হাজার কোটি টাকা জমা রয়েছে- যা দেশের ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। আর ৫০ কোটি টাকা ও *২-এর পাতায় দেখুন*

মিয়ানমারে সশস্ত্র সংঘর্ষ

দুয়েক সময় আমাদের ট্রলার-টহল বোটে গুলি লেগেছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে নাফ নদীতে মিয়ানমার থেকে কারা বাংলাদেশের নৌযানে গুলি করেছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান। টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে মিয়ানমার থেকে গুলি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আরাকান আর্মি যুদ্ধ করছে। যুদ্ধটা বেশ কিছুদিন ধরে হচ্ছে। আমরা দেখেছি আরাকানের অনেক জায়গায় তারা দখল করে নিয়েছে। এখন আমাদের নাফ নদীর নিচের অংশটায় যুদ্ধ চলছে। *২-এর পাতায় দেখুন*

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে: পরিবেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশ্বকে পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা একীভূত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক কৌশল, উদ্ভাবনী সমাধানে বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। গত মঙ্গলবার তাজিকিস্তানের দুশানবেতে অনুষ্ঠিত 'স্থায়ী উন্নয়নের জন্য পানি' বিষয়ে তৃতীয় উচ্চ-পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনে জল সম্পর্কিত জরুরি সমস্যা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্ব নেতা ও বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়েছেন বলে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা *২-এর পাতায় দেখুন*

ড. ইউনূসের কথা জনগণের জন্য অপমানজনক : আইনমন্ত্রী

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অসত্য বক্তব্য দিয়েছেন বলে ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বলেন, 'তিনি অসত্য এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য অপমানজনক বক্তব্য বলে বেড়াচ্ছেন।'আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল বুধবার সচিবালয়ে ইউরোপিয়ান দুই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, 'ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে দুদক একটি মামলা করেছে। সেই মামলার ব্যাপারে আমি বলেছি, মামলাটি আদালতে চলমান রয়েছে। যে মামলা চলমান থাকে সে মামলা সম্পর্কে আইনমন্ত্রী কোনো কথা বলেন না। সেটিও তাদেরকে (ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিদল) বলেছি।' 'আরেকটি বিষয় আমি বলেছি, তার (ইউনূস) বিরুদ্ধে ট্যাক্স না দেওয়ার মামলা রয়েছে। তার একটি মামলায় তিনি আপিল বিভাগ পর্যন্ত গিয়ে হারার পরে ট্যাক্স দিয়েছেন। অন্যান্য মামলা যেগুলো রয়েছে সেগুলোও ট্যাক্স না দেওয়ার মামলা।'আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্য আসার আগে ড. ইউনূস অভিযোগ করে বলেন, তাকে হয়রানি করা হচ্ছে। বলেন, 'অনেক হয়রানি করা হচ্ছে।

আদালতে শুনানি চলাকালে একজন নিরপরাধ নাগরিকের একটা লোহার খাঁচার ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার বিষয়টি অত্যন্ত অপমানজনক।'ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যেসব বিষয়ে আলাপ হয়েছে, সে প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, তাদের সঙ্গে শ্রম আইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি আইন, ডেটা প্রটেকশন ও সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের নির্বাচন কমিশন থেকে একটি টিম এসেছিল। সেই টিমের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি চিন্তাভাবনা করছি, রোহিঙ্গা ইস্যু এবং সর্বশেষ এন্টি ডিসক্রিমিনেশন বেল সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।' 'তারা জানতে চেয়েছিল আমরা কবে নাগাদ শ্রম আইন পাস করতে যাচ্ছি। বলেছি, আন্তর্জাতিক শ্রম আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে যে নালিশ করা *২-এর পাতায় দেখুন*

গাবতলীতে যাত্রী বেশি হলেই 'বাড়তি ভাড়া আদায়'

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল আজহা আগামী ১৭ জুন। এরই মধ্যে ঈদের ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন দূর-দূরান্তের মানুষ। গতকাল বুধবার সকালে গাবতলী বাস টার্মিনাল এলাকা ঘুরে এমন চিত্র উঠে এসেছে। গাবতলী বাস টার্মিনালে লোকাল বাসের দৌরাত্ম্য যেন দেখার কেউ নেই। ঈদের আগমুহূর্তে ঘরে ফেরা মানুষের কাছে বাড়তি টাকা আদায় করছেন বাসের চালক-হেলপার-সুপারভাইজাররা। কোনো কোনো রুটে দুই গুণ বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যাত্রী বেশি দেখলেই ভাড়া বাড়ানো হচ্ছ। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ যাত্রীরা। গাবতলি বাস টার্মিনাল থেকে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট পর্যন্ত নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র জেলাভিত্তক লোকাল পরিবহন। বিশেষ করে গাবতলী থেকে পাটুরিয়া ঘাটের হয়ে ফরিদপুর, *২-এর পাতায় দেখুন*

বেনজীরের অঢেল সম্পদে হতবাক হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের অঢেল সম্পদ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে হাইকোর্ট বলেছেন, 'কিভাবে এত সম্পদের মালিক হলেন তিনি (বেনজীর আহমেদ)! বিষয়টি আমাদের হতবাক করেছে। 'যশোরে কয়েকটি সেতু নির্মাণে অনিয়মসংক্রান্ত জনস্বার্থের একটি রিট মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এমন মন্তব্য করেন বিচারপতি কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ। যশোরে পাঁচটি নদীর ওপর আটটি সেতু নির্মাণে অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসারে যথাযথ উল্লম্ব-অনুভূমিক জায়গা না রাখার বিষয়ে এক রিটের ধারাবাহিকতায় করা আবেদনের শুনানি নিয়ে গত ২৮ মে হাইকোর্ট আদেশ দেন। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) *২-এর পাতায় দেখুন*

২৪ ঘণ্টায় বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৌনে তিন কোটি টাকার টোল আদায়

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ সামনে রেখে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে বাড়ছে যানবাহনের চাপ। এতে বঙ্গবন্ধু সেতুতে বেড়েছে টোল আদায়ের হার। ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় সেতুতে টোল আদায় হয়েছে পৌনে তিন কোটি টাকা। গতকাল বুধবার বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবীর পাভেল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাত ১২টা থেকে মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে ২৮ হাজার ৪০১টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এ থেকে টোল আদায় হয়েছে ২ কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার ২৫০ টাকা। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব অংশে ১৪ হাজার ২৮০টি যানবাহন পারাপার হয়। এ থেকে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ *২-এর পাতায় দেখুন*

ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ চট্টগ্রামে জিমনেশিয়াম হলে আয়োজিত ভূমিসেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন -পিআইডি

এসিল্যান্ডের কাছে সেবাগ্রহীতারা যেন সম্মান পায় : ভূমিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেছেন, এসিল্যান্ডের কাছে গেলে প্রত্যেক নাগরিককে সম্মান দিয়ে কথা বলবেন। প্রথমে তাকে বসতে দিবেন। এক অফিস থেকে অন্য অফিসে না ঘুরিয়ে জটিল সমস্যা সুন্দর করে সমাধান করবেন। কোনভাবেই নাগরিকদের সঙ্গে অসদাচরণ করা যাবে না। সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন। মনে রাখতে হবে, আপনারা নাগরিকের সেবক। নাগরিকের টাকায় আপনাদের বেতন-ভাতা হয়। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়ামে ভূমি সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত স্মার্ট বাংলাদেশ: স্মার্ট ভূমিসেবা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানী। এ সুন্দর চট্টগ্রামকে *২-এর পাতায় দেখুন*

ঈদে নৌপথে ঢাকা ছাড়বেন ২০ লাখের বেশি মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে ঢাকা থেকে নৌপথে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সংখ্যা ঈদুল ফিতরের তুলনায় বেশি হতে পারে। এবার নৌপথে ঢাকা ছাড়বে ২০ লাখের বেশি মানুষ। ফলে সম্ভাব্য ভিড়, অব্যবস্থাপনা এবং ব্যস্ত ভ্রমণের সময় বিপত্তি দেখা দিতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং নদী পরিবহণের সঙ্গে সম্পৃক্তরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার থেকে রোববার পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলো থেকে ২০ লাখের বেশি মানুষ উপকূলীয় জেলাগুলোতে যাতায়াত করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শিপিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিপোর্টার্স ফোরাম (এসসিআরএফ) জানিয়েছে, ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঢাকা অঞ্চলের সোয়া ২ লাখ মানুষ বৃহত্তর বরিশাল জেলায় যাবেন। কিন্তু এবার ঈদের আগে মাত্র চার দিন সময় পাবেন ঘরমুখো মানুষ, তাই নৌযানে চাপ বেশি পড়বে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এসসিআরএফের সভাপতি আশীষ কুমার দে বলেন, 'পদ্মা সেতুর কারণে নৌপথে যাত্রী সংখ্যা কমে গেছে। কিন্তু তারপরও বিশেষ করে ঈদের সময় যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা অপ্রতুল। মাত্র চার দিনের মধ্যে ৯০টি লঞ্চ এতসংখ্যক একমুখী যাত্রী বহন, অতিরিক্ত ভিড়সহ অব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীদের অস্বস্তির সম্ভাবনা বড় আকার ধারণ করেছে।' আগামী সোমবার (১৭ জুন) সারা দেশে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। ঈদের দিন, তার আগের দিন রোববার এবং পরদিন মঙ্গলবার সরকারি ছুটি থাকবে। তার আগে এই সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস আগামীকাল এবং এরপর শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। যারা নিজ শহরে প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে চান তারা আগামীকাল *২-এর পাতায় দেখুন*

ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঢাকা অঞ্চলের সোয়া ২ লাখ মানুষ বৃহত্তর বরিশাল জেলায় যাবেন

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ জুন ২০২৪ ॥ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

ঈদযাত্রার প্রথম দিনেই ট্রেনে বিলম্ব

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদুল আজহার আর চার দিন বাকি। গতকাল বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায় ট্রেনে ঈদযাত্রা। একই সঙ্গে চলাচল শুরু হয়েছে 'ঈদ স্পেশাল' ট্রেনেরও। তবে প্রথম দিনের যাত্রা স্বস্তিদায়ক হয়নি ঘরমুখো মানুষের জন্য। প্রথম দিনই রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিলম্বে ছেড়ে যাচ্ছে অধিকাংশ ট্রেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। তীব্র গরমের মধ্যেই স্টেশনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সময়। এতে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আবার অনেকেই ঈদের সময় এই বিলম্বকেই 'নিয়ম' ভেবে মেনে নিয়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়। অনেকেই প্ল্যাটফর্মে বসে আছেন, আবার যাদের ট্রেন স্টেশনে এসে পৌঁছেছে, তারা আসনে গিয়ে বসে অপেক্ষা করছেন যাত্রা শুরুর। কিন্তু তাদের ঈদযাত্রা কখন শুরু হবে, তা জানেন না কেউই। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে দিনের প্রথম ট্রেন রাজশাহীগামী ধুমকেতু এক্সপ্রেস (৭৬৯) ভোর ৬টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি স্টেশন ছেড়েছে সকাল ৭টা ২০ মিনিটে। দিনের দ্বিতীয় ট্রেন পর্যটক এক্সপ্রেস (৮১৬) ভোর ৬টা ১৫ মিনিটে ঢাকাস্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি ছেড়েছে ৬টা ৫০ মিনিটে। তৃতীয় ট্রেন সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস (৭০৯) সকাল সাড়ে ৬টায় ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি ঢাকা স্টেশন ছেড়েছে সকাল সাড়ে ৮টায়। সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে কিশোরগঞ্জগামী এগারোসিন্দুর প্রভাতী (৭৩৭) ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি ছেড়ে যায় সকাল ৯টা ১৯ মিনিটে। এছাড়াও মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার (৪৩) সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (সকাল সাড়ে ১১টা) কোনও প্লাটফর্ম পায়নি; চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলী কমিউটার (৪) ৮টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটিও এখন পর্যন্ত কোনও প্লাটফর্ম পায়নি; রংপুরগামী রংপুর এক্সপ্রেস (৭৭১) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ৪০ মিনিট বিলম্বে ট্রেনটি ৯টা ৫৭ মিনিটে ঢাকা স্টেশন ছেড়ে যায়। দিনের প্রথম ঈদ স্পেশাল ট্রেন 'দেওয়ানগঞ্জ ঈদ স্পেশাল' ৯টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি ১ ঘণ্টা বিলম্বে ১০টা ২৫ মিনিটে ঢাকা স্টেশন ছাড়ে। জামালপুরগামী জামালপুর এক্সপ্রেস (৭৯৯) সকাল ১০টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ট্রেনটি কোনও প্লাটফর্ম পায়নি। পঞ্চগড়গ্রামী একতাএক্সপ্রেস (৭০৫) সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ২৫ মিনিট বিলম্বে ১০টা ৪০ মিনিটে ঢাকা স্টেশন ছেড়ে যায়। এগারোসিন্দুর প্রভাতী ট্রেনের যাত্রী রাতুল যাচ্ছিলেন কিশোরগঞ্জ। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তার প্রিয় পোষা বিড়ালটিও। তিনি বলেন, সোয়া ৭টায় ট্রেন ছাড়ার কথা কিন্তু এখন ৯টার ওপর বাজে, ট্রেন ছাড়েনি। কেন ছাড়েনি তা বলতে পারছি না। বাজিতপুর যাবেন

৭-এর পাতায় দেখুন

ভোগান্তিতে যাত্রীরা

ট্রেনে প্রথম দিনের যাত্রা স্বস্তিদায়ক হয়নি ঘরমুখো মানুষের জন্য।তীব্র গরমের মধ্যেই স্টেশনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সময়

বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে ধীরগতি

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে যানবাহনের চাপ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকাল বুধবার বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব চার?লে?নের কাজ চলমান, চালকদের এলোমেলো গাড়ি চালানোর কারণে ১৩ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল করেছে। কোথাও কোথাও যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। গতকাল বুধবার ভোর থে?কে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব মহাসড়কে এমন প?রি?স্থি?তির সৃ?ষ্টি হ?য়ে?ছে। এতে চরম ভোগা?ন্তি?তে পড়েন যাত্রী ও চালকরা। এদিকে কোরবানি ঈদের ছু?টি শুরু না হ?লেও মহাসড়?কে বেড়েছে পরিবহনের সংখ্যা। এতে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধু সেতুতে টোল আদা?য়ের হার বাড়?ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেতুতে ২৮ হাজার ৪০১টি যানবাহন পারাপারের বিপরীতে টোল আদায় হয়েছে দুই কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার ২৫০ টাকা। জানা গে?ছে, গত মঙ্গলবার গভীর রাত থে?কে বঙ্গবন্ধু পূর্বপার থেকে যানজট শুরু হয়। প?রে আস্তে

৭-এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির পশুর বর্জ্য পরিষ্কার করা হবে: তাপস

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির পশুর বর্জ্য পরিষ্কার করা হবে। রাজধানীর পশুর হাটগুলোর বর্জ্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কার করা হবে। গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় ঈদগাহ মাঠ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মেয়র। শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, ৩৫ হাজার মুসল্লির ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য জাতীয় ঈদগাহ প্রস্তুত করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৭টায় ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হবে। শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, ঈদ উপলক্ষে যে কোরবানি করা হয়, সারাদেশ থেকে কোরবানির পশু রাজধানীতে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাত ১টার মধ্যে যেসব অঞ্চলে তীব্র ঝড়, হুঁশিয়ারি সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ছয় অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবাহওয়া অধিদপ্তর। গতকাল বুধবার দিনগত রাত ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য দেওয়া এক পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা ও ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এদিকে আবহাওয়ার পৃথক বার্তায়

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের ২২ জেলার উপর দিয়ে ২২ জেলায় বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ২২ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ, যা অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বিরাজ করতে পারে ভ্যাপসা গরমও। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উত্তরপশ্চিম

বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র মাঝারি অবস্থায় আছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এদিকে ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর,

৭-এর পাতায় দেখুন

আনার হত্যা ৬ নায়িকা-মডেল নজরদারিতে

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনার গেদে সীমান্ত দিয়ে গত ১২ মে ভারতে যান ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস

৭-এর পাতায় দেখুন

খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা অপমানজনক: ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমি সারাক্ষণই খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তি নির্দোষ। নিরপরাধ নাগরিককে কেন খাঁচার ভেতরে দাঁড়াতে হবে? তিনি বলেন, এটি খুবই অপমানজনক। সবাই মিলে

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারের ব্যাংকঋণে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ব্যাহত হবে : সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি পূরণে ব্যাংকিং খাত থেকে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেবে সরকার। এর ফলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাবে বলে মনে করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল বুধবার গুলশানে হোটেল লেকশোরে 'বাজেট সংলাপ ২০২৪'-এ মূল প্রবন্ধে সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন এ সব কথা বলেন। ফাহমিদা খাতুন বলেন, প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটে বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। এই ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। যা মোট ঘাটতির ৫৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে এটি একটি অসামঞ্জস্য প্রাক্কলন। এটি অর্জনযোগ্য নয়। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাজেটে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। এরপর বেসরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যও ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু সরকার ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়ার ফলে বেসরকারি খাতের জন্য ঋণের জায়গা ছোট হয়ে যাবে। বেসরকারি খাত ঋণ পাবে না। এতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যাহত হবে। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে না। সুদের হার বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি খাত এমনিতে চাপের মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুদহার বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; যদিও সুদ হার বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।

৭-এর পাতায় দেখুন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনো। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তর কক্ষে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, কৃষি বিপণনে বৈচিত্রতা আনয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করলে দুদেশই লাভবান হবে বলে এসময় আলোচনা করা হয়। দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের স্বার্থে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ফিস স্টক এসেসমেন্টসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়েও এসময় আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের আলোকে দুদেশ একসঙ্গে কাজ করবে বলে সৌজন্য সাক্ষাতে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

টনে টনে এলাচের স্লিপ বেচে লাপাত্তা দোকানি!

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : প্রতি টন এলাচ ২০-৩০ লাখ টাকা। ভালো মানের এলাচের দাম আরও বেশি। এভাবে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ৫-৬ মাসে অনেক ব্যবসায়ীরা কাছে এলাচের স্লিপ (ডিও) বিক্রি করেছে খাতুনগঞ্জের হাজি সোনামিয়া মার্কেটের মেসার্স নূর ট্রেডিংয়ের মালিক নাজিম উদ্দিন। কিন্তু কোরবানির আগে গরম মসলার বাজার যখন চাঙা তখনি স্লিপ ক্রেতাদের কোটি কোটি টাকা নিয়ে লাপাত্তা নাজিম। পুঁজি হারিয়ে পথে বসা ব্যবসায়ীরা ধন্না দিচ্ছেন খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের কাছে। কয়েকদিন ধরে এ ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে খাতুনগঞ্জে। বিশ্বাস ও আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ওপরও প্রভাব পড়ছে এলাচ কাণ্ডের। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ভুক্তভোগী বাংলানিউজকে বলেন, সোনামিয়া মার্কেটের শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটি কক্ষে এলাচের ডিও বিক্রি করছিলেন নাজিম। আমদানিকারকদের কাছ থেকে বাকিতে এলাচ কিনে স্লিপ বেচে টাকা নগদ করে নেন তিনি। গত ৪ জুন থেকে এলাচের সরবরাহ বন্ধ করে দেন তিনি। এতে সন্দেহ বাড়তে থাকে ভুক্তভোগীদের। নাজিমের দেওয়া চেকও ফেরত আসতে থাকে ব্যাংক থেকে। নাজিম বোনের স্বামীর সঙ্গে যোগসাজশ করে এসব প্রতারণার জাল বিস্তৃত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনে কয়েক দফা বৈঠকও হয়। অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক আলমগীর পারভেজ বাংলানিউজকে বলেন, নূর ট্রেডিংয়ের মালিকের লাপাত্তা হওয়ার ঘটনায় কত জন কী পরিমাণ টাকা পাবেন তার সঠিক হিসাব বা তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। কমিটি কাজ করছে। জানতে চাইলে এলাচ কাণ্ডের ঘটনায় কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ছগির আহমেদ।

৭-এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতি অদক্ষতার ফাঁদে আটকে আছে

— হোসেন জিল্লুর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের সম্ভাবনা অদক্ষতার ফাঁদে আটকা পড়েছে বলে মনে করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাজেট সংলাপ ২০২৪' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই ফাঁদ আমাদেরই তৈরি। এটা বাইরে থেকে আরোপ করা হয়নি। অনুষ্ঠানে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনের উপস্থাপন করা মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোসেন জিল্লুর বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো সমন্বিত চিন্তা থেকে না আসায় অবকাঠামো ও সেবার সমন্বয় হচ্ছে না। তিনি বলেন, শিক্ষায় বরাদ্দের বড় অংশ চলে যাচ্ছে অবকাঠামো খাতে। আবার ৫০০ বেডের হাসপাতাল তৈরি করে সেবা দেওয়া হচ্ছে ৫০ বেড হাসপাতালের। প্রকল্প নির্বাচনে বড় অদক্ষতার কারণেও সরকারের অর্থের অপচয় হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, অনেক প্রকল্প মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫.৭ শতাংশ: বিশ্বব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কম হবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। তাদের হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে হবে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। সেই হিসেবে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমবে। তবে আগামী অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। যদিও আগামী অর্থবছরে সরকার ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট শীর্ষক জুন মাসের প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধির হার খুব একটা বাড়বে না বলে তারা পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। সেটা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে হবে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। যদিও প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আগামী অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস করা হয়েছে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। শুধু তাই নয় সরকার মনে করছে মধ্য মেয়াদে দেশের প্রবৃদ্ধির হার আরও বাড়বে। প্রবৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, বাংলাদেশে আমদানি নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে শিল্প কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তবে সরকারি কেনাকাটা ও বিনিয়োগ থাকার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একভাবে চলে গেছে, কিন্তু উচ্চমূল্যের কারণে মানুষের প্রকৃত মজুরি ও পরিবারের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। এতে ব্যক্তি মানুষের ভোগ অনেকটাই কমে গেছে। এছাড়া উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় সরকার দফায় দফায় নীতি সুদহার বৃদ্ধি করায় ঋণের সুদ আরও বেড়েছে। এতে সমাজের ভোগের চাহিদায় টান পড়েছে।

ব্যাংকিং খাতে যে বিপুল পরিমাণ নিয়ে খেলাপি ঋণ তৈরি হয়েছে তা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমে আসায় ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগ কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক এবং সেই সঙ্গে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সামগ্রিকভাবে বিনিয়োগেও গতি আসবে। এদিকে বিশ্বব্যাংক বলেছে, গত তিন বছরের মধ্যে বিশ্ব

৭-এর পাতায় দেখুন

২ কেজি স্বর্ণসহ দুবাইফেরত যাত্রী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ কেজি ১১১ গ্রাম স্বর্ণসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসআই) সদস্যরা। আটক ব্যক্তির নাম আবদুল রহমান সোহাগ। গতকাল বুধবার একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের ঢাকায় ফেরেন তিনি। তাকে তল্লাশি করে ১১৬ গ্রাম ওজনের স্বর্ণবার ও ১০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার এবং ১ হাজার ৮৯৫ গ্রাম স্বর্ণের পেস্ট পাওয়া যায়। এসব স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ২ কোটি ১১ লাখ ১০ হাজার টাকা। জানা যায়, দুবাই থেকে আসা যাত্রী আবদুল রহমান সোহাগ বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় আটক হন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এনএসআই কর্মকর্তাদের তিনি জানান, তার কাছে শুল্ক প্রদান করা ১১৬ গ্রাম ওজনের ১টি স্বর্ণবার ও ১০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার রয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো স্বর্ণ নেই। তবে তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে পরবর্তীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে আর্চওয়ের মাধ্যমে দেহ

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

দুয়েক সময় আমাদের ট্রলার-টহল

এখানে যখন যুদ্ধ চলছে কখন কোন সময় কার গুলি আসছে। দু-একটা গুলি জেলেদের ট্রলার কিংবা আমাদের টহল বোটে এসে লেগেছে। কে গুলি করেছে সেটি আমরা এখনো নিশ্চিত নই। তাদের (মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তারাও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। মিয়ানমার অস্বীকার করেছে তারা গুলি করেনি, কিন্তু গুলি তো হয়েছে।'সেন্টমার্টিনে নৌযানে পণ্য সরবরাহে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলেও দাবি করেন মন্ত্রী। খুন হওয়া সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সে আসছে, তার আবেগের কথা বলে গেছে। তার বাবা হত হয়েছেন, সে তার বাবার হত্যার বিচার চাইবে এটাই স্বাভাবিক। সেটাই সে বলছে যে কেউ যাতে পার না পেয়ে যায় সে বিষয়টি দেখার জন্য। যেটিই তদন্ত আসবে আমরা সেটিই বিশ্বাস করি। তদন্ত যেভাবে করেছেন তাতে কেউ যাতে পার না পেয়ে যায়-সে বিষয়ে আমাদের অনুরোধ করে গেছেন।' এ বিষয়ে কোনো চাপ আছে কি না জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কে চাপ দেবে আমাদের, কোনো চাপ নেই। সঠিক পদ্ধতিতে তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে আমরা বলতে পারবো কার উদ্দেশ্য কি ছিল।'সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজীরের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আপনার অধীনেই তিনি কাজ করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'তিনি পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন, আমাদের কাছে এমন কিছু আসেনি, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে তাকে আমরা দায়ী করতে পারি। কাগজপত্র সঠিকভাবে আসছে, এখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি করে থাকলে তদন্ত হচ্ছে সেখানে দেখবে। তদন্ত যারা করছেন তারা যদি কিছু প্রমাণ করতে পারেন তখন সেটা দেখা হবে।'

২৪ ঘণ্টায় বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৌনে তিন কোটি টাকার টোল

৭৪ হাজার ৩শ টাকা। আর সিরাজগঞ্জে সেতুর পশ্চিম অংশে ১৪ হাজার ১২১টি যানবাহন থেকে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৪৫ হাজার ৯৫০ টাকা। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবীর পাভেল জানান, ঈদকে সামনে রেখে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেতু পারাপারে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেলক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

বেনজীরের অঢেল সম্পদে

প্রধান প্রকৌশলী বা তার প্রতিনিধি এবং যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ১১ জুন আদালতে হাজির হতে বলা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেন তারা। প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট) মো. কামরুল আহসান ও যশোরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শরিফ উদ্দীন আদালতে হাজির হন। আদালতে তাদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এস এম জহুরুল ইসলাম। রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী এম শামসুল হক ও সাইফুল ইসলাম। আদালত বলেন, ছয় মাস সময় দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে অগ্রগতি জানাবেন। ছয় মাসের মধ্যে যথাযথভাবে না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। ছয় মাস পর পরবর্তী আদেশের জন্য আসবে। আটটি সেতু হচ্ছে: যশোর সদর উপজেলার ভৈরব নদীতে ছাতিয়ানতলা সেতু, রাজারহাট সেতু ও দাইতলা সেতু; অভয়নগর উপজেলার টেকা নদীতে টেকা সেতু; মণিরামপুর উপজেলার মুক্তেশ্বরী নদীতে হাজরাইল সেতু ও শ্রী নদীতে নেহালপুর সেতু এবং শার্শা উপজেলার বেতনা নদীতে কাজীরবের থেকে ইসলামপুর মোড় আরসিসি গার্ডার সেতু ও শেয়ালঘানা গাতিপাড়া আরসিসি গার্ডার সেতু।

নোয়াখালীতে মৃত্যুর ৩৬ দিন পর

(২২) ও কবির (৩০) নামে তিনজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা পাঁচ-ছয়জনকে আসামি করে নোয়াখালীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪ নম্বর আমলি আদালতে সিআর মামলা দায়ের করেন। পরে আদালতে নির্দেশে কবিরহাট থানার পুলিশ হত্যা মামলা রুজু করেন। নিহতের বাবা মহিন উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বাড়ির জায়গা নিয়ে সমস্যা হলে নরোত্তম-পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ উল্যার কাছে বিচার প্রার্থনা করি। এরপর তিনি নিজেই জায়গাটি কিনে নিতে চান। ওই জায়গা নিয়ে বিরোধের জের ধরে গত ০১ মে রাত ৯টার দিকে চেয়ারম্যান সিরাজ আমার ছেলে আলাউদ্দিনকে তার বাড়িতে ডেকে নেন। এরপর সেখানে দুদিন আটকে রেখে তার সহযোগী নিশান ও কবিরসহ তারা আমার ছেলেকে লোহার রড, জিআই পাইপ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মাথা, হাঁটু ও চোখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন। পরে কে বা কারা গুরুতর আহতাবস্থায় আলাউদ্দিনকে কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ছেলের অবস্থার অবনতি হলে ৫ মে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ৬ মে ভোরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। ৭ মে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহিন উদ্দিন আরও বলেন, আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ সিরাজ চেয়ারম্যানের বড় ভাই ডা. জাফর উল্যাহকে জানালে তিনি বিষয়টি বাড়িতে এসে সুরাহা করবেন বলে জানান। এরপর তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে চিকিৎসার কাগজপত্র না দিয়ে শুধুমাত্র আমার ছেলের মৃত্যুর সনদ দিয়ে রিলিজ করে দেন। মামলার ১ নম্বর আসামি চেয়ারম্যান সিরাজের বড় ভাই ডা. জাফরের কালক্ষেপণের কারণে আমাদের মামলা করতে বিলম্ব হয়। তিন বছর আগে এই সিরাজ চেয়ারম্যান আমাকেও তুলে নিয়ে মারধর করেছিলেন। এদিকে অভিযোগের বিষয়টি সত্য নয় জানিয়ে ডা. জাফর উল্যাহ অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার কাছে কোনো কাজে এলাকার কেউ এলে, আমি সহযোগিতা করি। নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান এ কে এম সিরাজ উল্যাও অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, এক সময় তারা জমি বিক্রি করতে চাইলে আমি ক্রয় করিনি। আমি এক একজন জনপ্রতিনিধি, আমার কাজ হচ্ছে মানুষের জানমাল রক্ষা করা। আমি কোনোভাবেই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত না। ইনশাআল্লাহ -একদিন এটা প্রমাণ হবে। কবিরহাট থানার ওসি হুমায়ন কবির জানান, নিহতের মা আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত থানায় মামলাটি রুজু করার নির্দেশ দেন। আদালতের আদেশে তিনজনকে আসামি করে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। একই সঙ্গে আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তের স্বার্থে কবর থেকে ভিকটিমের লাশ উত্তোলন করা হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮ হাজার থেকে দেড় লাখে ছাগল

কোরবানির জন্য ছাগল কিনেছেন বলে দাবি করেন জমির উদ্দিন। জমির উদ্দিন মিয়া বলেন, 'আট হাজার টাকায় কোরবানির ছাগল কিনলাম বাবা। লাখ টাকার গরু কোরবানি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তোমার চাচি অসুস্থ, ছেলেরাও দেখে না। আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিতে হবে, এজন্যই ছাগলটা কিনলাম।' ৮ হাজার থেকে দেড় লাখে ছাগল মিলছে, চাহিদাও ভালো শুধু জমির উদ্দিন নন, অনেক ধনী ব্যক্তিও ছাগল কিনছেন কোরবানির জন্য। গরুর পাশাপাশি ছাগল কোরবানি দেওয়ার রেওয়াজ অনেকের কাছে। তাদেরই একজন গাবতলীর আওলাদ হাজী। এবার চারটা বড় গরু কোরবানি দিচ্ছেন। চারটা বড় গরুর সঙ্গে চারটা বড় ছাগলও কোরবানি দেবেন। গরু আগেই কিনে রেখেছেন, এখন ছাগল কিনতে হাটে এসেছেন তিনি। আওলাদ হাজী বলেন, 'আমি প্রতিবারই গরুর সঙ্গে ছাগল কোরবানি দেই। আমার চার মেয়ে ও দুই ছেলে। দুই ছেলে ও এক মেয়ে গরুর মাংস খায় না। তাদের রেখে তো কিছু করা যাবে না। তাই গরুর পাশাপাশি ছাগল কোরবানি দিয়ে থাকি। এজন্য দুই লাখ ২০ হাজার টাকায় চারটি ছাগল কিনলাম।'
হাট ঘুরে দেখা গেছে, কোরবানির ঈদ উপলক্ষে হাটে ছাগলের সরবরাহ বেড়েছে। সব ছাগলই দেশি। মানিকগঞ্জ, পদ্মার চরবর্তী এলাকা, পাবনা, রাজশাহী, খুলনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ জেলা থেকে হাটে বেশি ছাগল এসেছে। চট্টগ্রামে ফটিকছড়ির ছাগলও হাটে বিক্রি হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের হাটে থেকে ছাগল সংগ্রহ করেও ব্যাপারীরা গাবতলী হাটে বিক্রি করছেন। ব্যাপারীদের দাবি, হাটে আট হাজার টাকায় যেসব ছাগল বিক্রি হচ্ছে সেগুলোর মাংস হবে আনুমানিক সাত কেজি। অন্যদিকে দেড় লাখ টাকার দেশি বড় ছাগলের ১০০ কেজি মাংস হবে। এছাড়া আকার ভেদে নয় হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা দরে ছাগল বিক্রি হচ্ছে। গাবতলী হাটে ছাগলের পুরোনো ব্যাপারী বাবুল মিয়া। তিনি সারাবছর এই হাটে ছাগলের ব্যবসা করেন। জীবনের ৩০ বছর ধরে ছাগল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন বাবুল। এবার হাটে ৪০০ থেকে ৫০০টি ছাগল তুলেছেন তিনি। কোরবানিতে ছাগলের চাহিদা প্রসঙ্গে বাবুল মিয়া বলেন, 'ছাগলের চাহিদা আছে। অনেকের গরু কোরবানির দেওয়ার সামর্থ্য নেই। গরু কিনতে হলে এক লাখ টাকার কমে ভালো গরু মিলবে না। কিন্তু ছাগল কম টাকায় সবাই কোরবানি দিতে পারেন। ধনী, গরিব সবাই ছাগল কোরবানি দিতে পছন্দ করেন। ছাগলের মাংস অনেকে পছন্দ করেন। অনেকে আবার গরুর মাংস পছন্দ করলেও নানান কারণে খেতে পারেন না।' এদিন হাটে বড় ছাগলের দাম হাঁকা হচ্ছে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। রামছাগল বা যমুনাপাড়ি সাদা ছাগল দেখতে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শরীরে হলুদ ছোপ ছোপ দাগ দেওয়া হয়েছে। এতে করে ছাগলটিকে দেখতে হরিণের মতো লাগছে। ছাগলের মালিক শাহিন ব্যাপারী বলেন, 'ছাগলটির ১০০ কেজি মাংস হবে। দেড় লাখ টাকা হলেই ছেড়ে দেবো।'

বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারে ভোগান্তি

ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ডেসকো, ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি ও ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষকে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে বলা হয়, প্রিপেইড বৈদ্যুতিক মিটার চালু সত্ত্বেও ভোক্তারা অতিরিক্ত চার্জ, গোপন চার্জ এবং স্বচ্ছতার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যাগুলো ব্যাপক অসন্তোষ ও আর্থিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে বিলিং প্র্যাকটিস পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা, স্বচ্ছতা, অতিরিক্ত চার্জের রিফান্ড, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নীতি সংস্কার প্রয়োজন। এতে আগামী ২৬ মে'র মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। এর ব্যত্যয় হলে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করেন আইনজীবীরা। তারা জানান, বাংলাদেশে প্রিপেইড বৈদ্যুতিক মিটার চালু করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সব বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীকে এর আওতায় আনা হবে বলে ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু এর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভোক্তারা অতিরিক্ত চার্জ, গোপন চার্জ এবং স্বচ্ছতার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ সমস্যাগুলো ব্যাপক অসন্তোষ ও আর্থিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোটিশের জবাব না পাওয়ায় হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে বলে জানান আইনজীবীরা।

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে চালু

সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে নির্বাচনের কারণে প্রধানমন্ত্রী দীনেশ গুনাবর্ধন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী সাবরি শীর্ষ সম্মেলনে আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; তবে আমি নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ সফরের আশ্বাস দিয়েছি। এদিকে এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রতিরক্ষা বিনিয়োগ, ভারতের 'নেইবর ফার্স্ট' (সবার আগে প্রতিবেশী দেশ) নীতি এবং ত্রিঙ্কোমালিতে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনরায় শুরু করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট।

ঈদে নৌপথে ঢাকা ছাড়বেন

বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকা ছাড়তে শুরু করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার ৯৫ শতাংশ নৌযাত্রী ঢাকা নদীবন্দর (সদরঘাট নদীবন্দর) ব্যবহার করবে। ঈদ স্পেশাল সার্ভিসের আওতায় সদরঘাট টার্মিনাল থেকে মোট ১৮০টি লঞ্চ চলাচল করবে। এসব নৌপরিবহনের মধ্যে ঢাকা ছাড়বে ৯০টি, বিভিন্ন স্থান থেকে ৯০টি ঢাকায় আসবে। কিন্তু চার দিনে ৯০টি লঞ্চ দিয়ে বিপুলসংখ্যক ওয়ানওয়ে যাত্রী নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে না।
জাতীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শহীদ মিয়া বলেন, অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ যেমন রয়েছে, তেমনি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে আরও সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) যুগ্ম পরিচালক (বন্দর ও ট্রাফিক) আলমগীর কবির বলেন, 'ঢাকা থেকে লঞ্চযোগে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ভ্রমণকারীরা যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন, সেজন্য আমরা ইতোমধ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।' এক প্রশ্নের জবাবে আলমগীর কবির বলেন, 'গন্তব্যে যাওয়ার পথে সবগুলো লঞ্চ নদীবন্দরের পাশাপাশি নিকটবর্তী বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই যাত্রার সময় কোনো ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের (লঞ্চ) জানানো হবে।'ঢাকা নদীবন্দরের দায়িত্বে থাকা আলমগীর কবির জানান, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে বিআইডব্লিউটিসির বিশেষ স্টিমার সার্ভিস চালু হবে। এসব স্টিমার ঢাকা নদীবন্দর থেকে ১৩, ১৬ ও ২০ জুন মোরেলগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে এবং ১৪, ১৮ ও ২২ জুন মোরেলগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসবে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপথ যাত্রীবাহী পরিবহন সমিতির (বিআইডব্লিউটিএ) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি বদিউজ্জামান বাদল বলেন, ঈদে ঘরমুখো মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। এবারের ঈদযাত্রায় সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বদিউজ্জামান বাদল বলেন, 'আমাদের লঞ্চগুলো বর্তমান আবহাওয়া অনুযায়ী চলতে সক্ষম। এছাড়া আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার সতর্কতা পাচ্ছি।'ঈদে ঘরমুখো মানুষ ঝামেলামুক্ত ভ্রমণ উপভোগ করতে পারবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক আলমগীর কবির।

এসিল্যান্ডের কাছে সেবাগ্রহীতারা যেন

আরও সুন্দর করে সাজাতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেছেন, দেশে একজন মানুষও ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না। তিনি কথা রেখেছেন, চট্টগ্রামকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করা হয়েছে। নদী, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের বিষয়ে কঠোর বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, নদী সংরক্ষণ করতে হবে। কোনোভাবেই নদী বা নদীর আশপাশ ভরাট করা যাবে না। আমরা এসব বিষয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি। আমাদের পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষি জমির শ্রেণি কোনভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। ফসলি জমি ও কৃষি জমির শ্রেণি পরিবর্তন কঠোরভাবে রোধ করতে হবে। যেভাবে কৃষি জমি চলে যাচ্ছে, ৫০ থেকে ৭০ বছর পর আর কোনও কৃষি জমি থাকবে না। তাই আমাদের সজাগ হতে হবে। কোনোভাবেই যাতে মাটি ভরাট করে কৃষি ও ফসলি জমি নষ্ট করা না হয়। তিনি বলেন, জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না হলে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো না। আমরা সবাই একে অন্যের সমালোচনা করি। কিন্তু নিজের সমালোচনা কেউ করি না। নিজের সমালোচনা নিজে যদি করি তাহলে অনেক কিছুর পরিবর্তন আসবে। বহুতল বিশিষ্ট ভবনে বসবাস করলেই শান্তি আসে না। সবাই মিলে সুষ্ঠু পরিবেশে বসবাস করাটাই শান্তির। আমরা চাই পরিচ্ছন্ন একটি সমাজ ব্যবস্থা। সেখানে সবাই শান্তিতে বসবাস করবে। মন্ত্রী বলেন, ভূমি সংক্রান্ত যে জটিলতা সেগুলো আমরা নিরসন করছি। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে হলে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। আমরা যারা শিক্ষিত তারাও ভূমির অনেক বিষয়ে জানি না। তাই নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে ভূমি সংক্রান্ত বেশকিছু বিষয় রাখা হয়েছে। যাতে অন্তত নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়লেও ভূমি সংক্রান্ত একটি ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ভূমি সপ্তাহ উদযাপন করেই বসে থাকলে চলবে না। সব অফিসেই আমাদের সারাবছর ভূমি সংক্রান্ত ভূমিসেবা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। আমরা জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়েও ভূমি সংক্রান্ত সকল বিষয় হাতে-কলমে শেখাতে চাই। অনলাইনে ভূমি সংক্রান্ত সকল কাজ করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। একজন গ্রাহক ঘরে বসেই ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা নিতে পারবে। 'সিভিল মামলায় গেলে সে পরিবার একেবারেই শেষ। তার বাবা ছেলেকে, ছেলে তার ছেলেকে এ মামলা দিয়ে যায়। এতে কোন সমাধান হয় না। উল্টো টাকা-পয়সা হারিয়ে পথে বসতে হয়। তাই আমাদের ভূমি আইন সম্পর্কে জানতে হবে। জটিল বিষয় সমাধানের দিকে আসতে হবে। এক অপরকে ছাড় দিতে হবে। এ মানসিকতা তৈরি করতে হবে' বলেন ভূমিমন্ত্রী।
বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলাম বলেন, শুধু ভূমি বা জমির মালিক হলেই হবে না। সেটির বৈধ মালিকানা থাকতে হবে। মামলা জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে যে পরিমাণ জমির দাম তার চেয়ে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে জমিটি উদ্ধার করতে। তার কারণে তৈরি হচ্ছে মানসিক অশান্তি। আমাদের ভূমি সংক্রান্ত আইন জানতে হবে এবং সে আইন মানতে হবে। জমি কেনার সময় সমস্ত কাগজপত্র সঠিক কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। যাতে এ জমি কেনার পর কাগজপত্র নিয়ে জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। তিনি আরও বলেন, একটা চক্র সৃষ্টি হয়েছে যারা জটিলতাপূর্ণ জমি ক্রয় করছে কম দামে। পরে সেগুলো বিভিন্নভাবে জমির প্রকৃত মালিককে হয়রানি করে তারা হাতিয়ে নিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা অনলাইনে নিয়ে এসেছেন। 'স্মার্ট ভূমিসেবা নিশ্চিত হয়েছে। ঘরে বসেই এখন ভূমি সংক্রান্ত সকল কাজ করা যাচ্ছে। সেবাগ্রহীতারা হয়রানিমুক্ত ভূমিসেবা পাচ্ছে।

গাবতলীতে যাত্রী বেশি হলেই

রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা পর্যন্ত মানুষ খুব সহজেই চলাচল করতে পারেন। ফেরিঘাট পার হয়ে পাওয়া যায় এসব পরিবহন। তবে ঈদের আগে যাত্রীর চাপ থাকায় সুযোগ বুঝে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। গাবতলী রুট ব্যবহার করে নাটোর-রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিভিন্ন লোকাল বাস সরাসরি সেবা দিয়ে থাকে। এসব জেলাভিত্তিক পরিবহন ঈদের আগে সেবা দিয়ে থাকে। তবে দুই রুটের বাসগুলো এবার ঈদের আগে যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় করছে। পুরো গাবতলী টার্মিনাল ঘুরে যাত্রী অপেক্ষায় গাবতলী পর্বত সিনেমা হল সংলগ্ন ব্রিজের ওপরে অবস্থান করছেন মাজহারুল ইসলাম। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, 'আমি ঢাকায় কাজ করি। ঈদের আগে বাড়ি চলে যাচ্ছি।' মাজহার আরও বলেন, রাজশাহী এর আগে ৩০০ টাকা নিলেও এখন ৬০০ টাকা চাচ্ছেন গাড়িচালকরা। কিছু বললেই উল্টো কথা শোনানো হচ্ছে। কয়েকটি গাড়িতে উঠতে চাইনি যদি পরের গাড়িগুলো ভাড়া কম নেয় এই আশায়। তবে সেই আশা আর নেই, সব লোকাল বাসগুলোতে দ্বিগুণ করে ভাড়া আদায় করছে। প্রথমে ৫০০ টাকা ভাড়া নিলেও এখন সেটা আরও ১০০ টাকা বাড়তি করে ৬০০ টাকা নিচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামে যেতে হবে বলে জানান তিনি। একই অভিযোগ মন্টু, হায়দারসহ আরও কয়েকজনের। গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে সেলফ পরিবহন, পদ্মা পরিবহন সরাসরি যাত্রী বহন করছে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট পর্যন্ত। এর সঙ্গে অন্যান্য বাস রয়েছে সেগুলোও এই দুই বাস সংশ্লিষ্টরা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সকাল পৌনে ৭টার দিকে যাত্রী তুলনামূলক কম থাকায় এ বাসের সুপারভাইজার-হেলফার ১৪০ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে যাত্রী উঠাতে থাকে। তবে সকাল ৭টার পর পর যাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাড়াও বাড়িয়ে দেন তারা। যাত্রী প্রতি ১৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয় ভাড়া। যাত্রীর চাপ কিছু বাড়লে ভাড়া হয়ে যায় ১৮০ টাকা। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাসচালক-সুপারভাইজারের কাছে যেন অসহায় যাত্রীরা। কথা হয় সীমা নামে এক যাত্রীর সাথে। তিনি জাগোনিউজকে বলেন, মায়ের চিকিৎসার জন্য ঢাকা এসেছিলাম। ফেরার সময় আজ বাসের টিকিট কাটতে পারিনি, আজ গ্রামে বাড়িতে যাবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু আগে ভাড়া ১৫০ টাকা চাইছিল। এর ফাঁকে একটু সকালের খাবার খেতে গিয়ে ফিরে আসতে ১০ মিনিটের কম সময় লেগেছে। এর মাঝেই ৩০ টাকা ভাড়া বেড়েছে। বাকি দিনগুলোয় কি হয় আল্লাহই ভালো জানেন। একই অভিযোগ দিলেন হাইজুল। তিনি জাগোনিউজকে বলেন, রাজমিস্ত্রির কাজ শেষে গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ি পাংশায় ফিরে যাবো কিন্তু ভাড়া বেশি চাওয়া হচ্ছে। এর আগে ১২০ টাকায় চলে এসেছি, আজ ১৮০ টাকা চাওয়া হচ্ছে। আমরা দুরপাল্লার গাড়িতে উঠতে পারি না ভাড়া বেশি হওয়ায়, এখানেও দেখি ভাড়া বেশি চাওয়া হচ্ছে। তবে এ নিয়ে কথথা বলে রাজি হয়নি কোন সুপারভাইজার বা হেলফার। তবে সেলফ পরিবহনের চালক শহিদ জাগোনিউজকে বলেন, 'অন্যান্য সময় সাধারণত ১৫০ টাকা ভাড়া থাকে। এখন কিছুটা বেশি নেওয়া হচ্ছে এটা প্রতি ঈদেই হয়।'

ড. ইউনূসের কথা জনগণের জন্য

হয়েছিল সেই নালিশটার আমরা শেষ চাই। তাদের বলেছি শ্রম আইন নিয়ে আমরা যথেষ্ট কাজ করেছি।'আইনমন্ত্রী আরও বলেন, 'তাদের বলেছি, শ্রম আইন সংশোধন নিয়েও কাজ করছি। আমার মনে হয় বিষয়টা শেষ করে দেওয়া উচিত। আগামী নভেম্বরে তাদের যে গভর্নিং বডির মিটিং হবে সেখানে আমাদের সমর্থন করার জন্যও তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

১৮১২ কোটিপতির ব্যাংকে ২ লাখ ৫

তার বেশি জমা আছে, এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১,৮১২টি। এসব অ্যাকাউন্টে মোট আমানতের পরিমাণ ২ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা- যা দেশের মোট আমানতের ১৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ। তবে কোটি টাকার হিসাব মানে সব হিসাবই কোটিপতি নাগরিকের হিসাব নয়। অনেক ব্যক্তিই যেমন ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখেন, তেমনি অনেক প্রতিষ্ঠানও ব্যাংকে কোটি টাকা জমা করে। অর্থাৎ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব বলতে যুগপৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই। তাছাড়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তারও নির্দিষ্ট সীমা নেই। এতে করে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক হিসাবও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নানা সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার

হয়েছে। চলমান জলবায়ু সংকটের দ্বারা সৃষ্ট জটিল চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, হিমবাহ হ্রাস ও গলনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নির্গমন ও তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। বরফ, তুষার এবং স্থায়ী মেরুদেশীয় মাটিসহ হিমবাহ গলনের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলো এখন অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এগুলোর দ্রুত ও স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, হিমবাহের গলে যাওয়া শুধু পানি সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলে না; বরং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করে, যা বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষকে প্রভাবিত করছে। এই জরুরি সমস্যাগুলো মোকাবিলায় জলবায়ু কর্মের জন্য একটি দৃঢ়? প্রতিশ্রুতির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সময় পরিবেশমন্ত্রী পানি ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন। তিনি সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, টেকসই কৃষির প্রচার এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নসহ জলবায়ু অভিযোজনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন।

পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের

নং-০১, ঢাকা'র বিজ্ঞ বিচারক ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে রায় ঘোষণা করেন। বিচারে ৪৯ জন আসামির সাজা হয়, যার মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। সাজাপ্রাপ্ত ৪৯ জন আসামির মধ্যে ৩৪ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে।

বিমানে আমদানি-রপ্তানিতে বেড়েছে পণ্য পরিবহনের ব্যয়

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে বিমানে আমদানি-রপ্তানিতে বেড়েছে পণ্য পরিবহনের ব্যয়। শুধু অতিরিক্ত ভাড়া নেয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো পণ্য পরিবহনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে দিল্লি বিমানবন্দরের দিকে ঝকছে। ফলে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ আয় থেকে, যা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করছে। পাশাপাশি শঙ্কা দেখা দিয়েছে দেশের রপ্তানি মুখ থুবরে পড়ার। আমদানি-রপ্তানি খাত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিমান দিয়ে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে বাড়তি ব্যয় ব্যবসায়ীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দ্রুত পণ্য পেতে বিমানের বিকল্প নেই। কিন্তু বাড়তি ব্যয়ের কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো পণ্য পরিবহনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে দিল্লি বিমানবন্দরকে বেছে নিচ্ছে। কারণ দিল্লি বিমানবন্দরে পণ্য পরিবহন ব্যয় কম। এতে রপ্তানিমুখী ব্যবসায়ীদের মুনাফায় টান পড়েছে। তা সত্ত্বেও বিদেশি ক্রেতা ধরে রাখার স্বার্থে অনেক রপ্তানিকারক কম মুনাফা করছেন এবং কেউ কেউ লোকসানের মুখেও পড়ছেন।
সূত্র জানায়, রপ্তানি পণ্য বিদেশে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম উড়োজাহাজ। এই মাধ্যমে বেশি যাচ্ছে পচনশীল পণ্য। আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শুল্ক এত বেশি যে, ক্রেতারা তাদের পণ্য ট্রাকে করে বেনাপোল ও পেট্রাপোল হয়ে ১ হাজার ৯০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো পণ্য পরিবহনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে দিল্লি বিমানবন্দরকে বেছে নিচ্ছে। কারণ দিল্লি বিমানবন্দর কম শুল্ক আরোপ করে। শুধু দিল্লি নয়; বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তানের রপ্তানিকারকরাও বিদেশে কম খরচে পণ্য পৌঁছাতে পারেন। আর পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় প্রতিযোগীদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। ফলে চড়া দামের কারণে ক্রেতা হারাচ্ছেন তারা। বাড়তি ভাড়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা। কারণ সবজির বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পণ্যগুলোর ধরন একই। তিন দেশের রপ্তানির গন্তব্যও একই। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের ভাড়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বেশি হওয়ার কারণে বিদেশি ক্রেতারা তাদের থেকেই পণ্য কিনছেন বেশি। আর সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা পিছিয়ে পড়ছেন। শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে এক কেজি পোশাক পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে পরিবহন করতে খরচ হয় ৩ ডলার। অথচ একই পরিমাণ পণ্য দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পাঠালে খরচ হয় ১ দশমিক ২ ডলার। মূলত শাহজালাল বিমানবন্দরের উচ্চ শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ও সার্ভিস চার্জ গ্রাহকদের ঢাকা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কারণ এখানে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ৭২ শতাংশ সারচার্জ আরোপ করা হয়। আবার সময়মতো ফি পরিশোধ না করলে ৬০ শতাংশ জরিমানা আদায় করা হয়। অতিরিক্ত চার্জের কারণে স্থানীয় এয়ারলাইন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, কুরিয়ার কোম্পানি, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলারসহ সংশ্লিষ্ট অনেক খাত ব্যবসা হারাচ্ছে। এ ছাড়া শাহজালালের ছোট কার্গো ভিলেজ থেকে পণ্য চুরি, অযত্নে ফেলে রাখা এবং পণ্যের মানের অবনতি হওয়া নিয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ আছে।
সূত্র আরো জানায়, শাহজালাল বিমানবন্দরে শিগগিরই চালু হবে স্বপ্নের তৃতীয় টার্মিনালের কার্যক্রম। এতে বিশ্বমানের সব সুযোগ-সুবিধা এবং যাত্রী পরিষেবার নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে নতুন করে বিভিন্ন দেশ এখান থেকে তাদের এয়ারলাইন্স সেবা চালু করবে। এমনকি বাংলাদেশকে একটি অ্যাভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম মাইলফলক হিসেবে ধরা হচ্ছে। কিন্তু বিমানবন্দর ব্যবহারে উচ্চ শুল্ক ও নানাবিধ ব্যয় এ স্বপ্ন ফিঁকে হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া শাহজালাল বিমানবন্দরের বিমান ওঠা-নামার ক্ষেত্রে একটি রানওয়ে হওয়ায় সময়ক্ষেপণ বা জটও ভাবাচ্ছে। তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে এই সমস্যা আরও বাড়বে। এতে আগামীতে কি সুফল মিলবে এ নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এখন ব্যয় কমাতে দিল্লি বিমানবন্দরের দ্বারস্থ হচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। আর থার্ড টার্মিনাল নিয়ে আগামীতে স্বপ্ন দেখা হলেও বর্তমানেই শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক দিন থেকে বিমানবন্দরের মালয়েশিয়াগামী ফ্লাইটের শিডিউল বিপর্যয় এবং সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে শত শত শ্রমিক টিকিট না পেয়ে বিমানবন্দর এবং এর আশপাশে গত প্রায় ১৫ দিন থেকে অবস্থান করছে। এ ছাড়া ডলার সঙ্কটে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশি এয়ারলাইনসগুলোর বকেয়া প্রদান করতে না পারায় কম দামের টিকিট বাংলাদেশে বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে এয়ারলাইনসগুলো। ফলে বাড়তি দামে টিকিট বিক্রি করছে বিদেশি এয়ারলাইনসগুলো।
এদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার টন কার্গো জাহাজী হয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার টন পোশাক পণ্য এবং ৩০ হাজার টন শাকসবজি, ফল ও অন্যান্য সামগ্রী। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিমানবন্দর দিয়ে ১ লাখ ৬৭ হাজার টন কার্গো বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ১ লাখ ৪২ হাজার টন পোশাক পণ্য এবং ২৪ হাজার টন ফল, শাকসবজিসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ। বর্তমানে ৪০০ টন রপ্তানিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা থাকলেও সাধারণ সময়ে দৈনিক শিপমেন্ট গড়ে ৮০০ টন এবং ব্যস্ত সময়ে ১ হাজার ২০০ টনে পৌঁছে যায়। তাছাড়া শাহজালালের ছোট কার্গো ভিলেজ থেকে পণ্য চুরি, অযত্নে ফেলে রাখা এবং পণ্যের মানের অবনতি হওয়া নিয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ আছে। কয়েক বছর আগেও কাতার ও ইতিহাদ শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ডেডিকেটেড ফ্লাইটে কার্গো পরিবহন করতো। বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে পরিবহন করা পণ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের মাধ্যমে বহন করা হয়, বাকিগুলো কার্গো ফ্লাইটে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কবির আহমেদ জানান, ঢাকা বিমানবন্দরে ফ্রেইট চার্জ অত্যন্ত বেশি। দিল্লি বিমানবন্দর ব্যবহার করতে ঢাকা থেকে ভারতের রাজধানীতে পণ্য পরিবহনের পরও রপ্তানিকারকরা প্রতি কেজিতে ৪০ থেকে ৫০ মার্কিন সেন্ট সাশ্রয় করতে পারেন। এদিকে গত বছর এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে পণ্য পরিবহনের প্রধান সমুদ্রপথ লোহিত সাগরের সুয়েজ খালের ঐতিহ্যবাহী রুট ব্যবহারকারী কার্গোবাহী জাহাজগুলো হুতিদের হামলার শিকার হয়েছে। এরপর থেকে উড়োজাহাজে পণ্য পরিবহন বেড়েছে।

বিপুল বিনিয়োগেও রেলের সেবা না বেড়ে বরং কমছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রেলওয়েতে এক দশকে বিপুল বিনিয়োগ হলেও রেলের সেবায় আশানুরূপ উন্নতি ঘটছে না। সারা দেশকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে নতুন নতুন রেলপথ নির্মাণ, ট্র্যাক সংস্কারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু রেলের সেবা বৃদ্ধির পরিবর্তে বাংলাদেশ রেলওয়ে এখন সংকোচনের পথে হাঁটছে। সর্বশেষ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে একটি চলমান সেবা বন্ধের পাশাপাশি আরো বেশকিছু ট্রেন বন্ধের চিন্তা-ভাবনা করছে রেলওয়ে। নতুন রেললাইন নির্মাণ, সংস্কার ও সেবা বাড়ানোর পরিকল্পনার পরও বেশকিছু পদক্ষেপে রেলের পিছিয়ে পড়ার চিত্র উঠে আসে। ২০১১ সালে দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলেও এক দশকের বেশি সময় ধরে ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথের অন্যতম প্রতিবন্ধক 'কালুরঘাট' রেল সেতু পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ যথাসময়ে নেয়নি রেলওয়ে। পূর্বাঞ্চলের সাতটি সেতুতে ভারী ইঞ্জিন চলাচলের সুযোগ না থাকলেও সেতু সংস্কার বা নির্মাণ না করে আমদানি করায় ইঞ্জিনের ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ফার্স্ট ট্র্যাক প্রকল্প বিবেচনায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট তড়িঘড়ি করে ৫০ কোটি টাকায় সংস্কার করা হয়। তবে ভৈরব পুরাতন, কুশিয়ারা, ঘোড়াশাল (আপ), শম্ভুগঞ্জ, ঘুমঘাট ও ছাতক-সিলেট রুটের ২৮ নম্বর সেতু দিয়ে ভারী ইঞ্জিন চলাচল করতে পারে না। মেরামত সম্পন্ন করতে না পারায় প্রতি ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার গতি দিয়ে চালানো হয় এসব ভারী ইঞ্জিন। বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, প্রতি বছর নতুন রেলপথ নির্মাণের উদ্বোধন ও ট্রেন সেবা শুরু করলেও চাহিদা অনুযায়ী ইঞ্জিন আমদানি করা হয়নি। সংকটের মধ্যেও যথাসময়ে জনবল নিয়োগ না দেয়া, সাধারণ ও অত্যাবশ্যকীয় কর্মীদের পদোন্নতি টানা কয়েক বছর ধরে বন্ধ রাখায় দফায় দফায় ট্রেন সেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে রেলওয়ে। উদ্বোধনের পর দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রেলপথ ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে প্রতিদিন ২০-২২ জোড়া ট্রেনের পরিকল্পনা থাকলেও মাত্র দুটি ট্রেন চলছে ঢাকা থেকে সরাসরি কক্সবাজার। ২৯ মে পর্যন্ত চলাচল করা কক্সবাজার স্পেশাল ট্রেনকে শিডিউল বর্ধিত করে স্থায়ীকরণের প্রস্তাব দেয়া হলেও তা বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টলা ও হাওর এক্সপ্রেসের অবমুক্ত রেক দিয়ে (পিএইচটি টাইপ কোচ) ১৭/৩৪ কম্পোজিশনে ৮১০টি আসন সংবলিত একটি আন্তঃনগর ট্রেন চালানোর প্রস্তাব করা হলেও সেটি বাস্তবায়ন করেনি রেলওয়ে। ২০১৯ সালে কভিড-১৯ কালীন বন্ধের পর অন্তত ১০৫টি মেইল, এক্সপ্রেস, কমিউটার জাতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন বন্ধ (উভয় অঞ্চল) করে দেয় রেলওয়ে। শুধু পূর্বাঞ্চলে ৫৬টি ট্রেন আজও চালু করেনি। এরপর সাময়িকভাবে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৩০টি ইঞ্জিন আমদানি হলেও কয়েক বছরের মধ্যে এসব ইঞ্জিনের অধিকাংশই এখন অকেজো হয়ে বসে আছে। এ ছাড়া আটটি নতুন আমদানি করা ৩০০০ সিরিজের আটটি ইঞ্জিন দীর্ঘদিন ধরে চারটির পরিবর্তে দুটি মোটরে চলাচল করছে। যার কারণে এসব ইঞ্জিনের গতি কমে নেমে এসেছে প্রতি ঘণ্টায় ২০-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে। ফলে নতুন আমদানি ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার না হওয়ায় যাত্রীবাহী ট্রেনের খর্বিত শিডিউল চালু রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রেলের পরিবহন বিভাগ। সূত্র জানায়, পূর্বাঞ্চল রেলে প্রতিদিন ইঞ্জিনের চাহিদা ১১৬টি। প্রকৌশল বিভাগ প্রতিদিন ১০০ (কম বেশি) ইঞ্জিন সরবরাহ করেছে বা করতে পারবে বলে জানালেও প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিন পাওয়া যায় ৮৫টি। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন রেলপথে বুড়িমারী এক্সপ্রেস, ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন সেবা চালুর পর অন্তত পাঁচটি ইঞ্জিন প্রতিদিন এ তিন ট্রেনের জন্য বরাদ্দ দিতে হয়। তাছাড়া কয়েক মাস আগের দুর্ঘটনায় চারটি ইঞ্জিন কার্যত অকেজো হয়ে গেছে। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ইঞ্জিনের মধ্যে ৩০০০ সিরিজের দুটি ইঞ্জিন আগামী এক বছরের মধ্যে মেরামতের আশা থাকলেও বাকি দুটি ইঞ্জিন (২৯০০ ও ২৬০০ সিরিজের ইঞ্জিন) মেরামতের অযোগ্য বলে জানিয়েছে যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগ। সব মিলিয়ে নতুন ট্রেনের জন্য পাঁচটি ইঞ্জিন ও দুর্ঘটনায় চারটি ইঞ্জিনের এ ঘাটতি রেলওয়ের স্বাভাবিক ট্রেন অপারেশন কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এজন্য আরো কয়েকটি ট্রেন বন্ধ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে শিগগিরই বৈঠকে বসবে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। রেল সংশ্লিষ্টদের মতে, আমরা চরম ইঞ্জিন সংকটে ভুগছি। প্রায় এক দশক আগে ৭০টি ইঞ্জিন ক্রয়ের একটি প্রকল্প দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর বাতিল হয়ে যাওয়ায় রেলওয়ের স্বাভাবিক শিডিউল চালু রাখতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে নতুন ট্রেন চালানোর মতো কোনো অবস্থা রেলের নেই। এর পরও নতুন রেলপথ উদ্বোধনের পর প্রকল্প ব্যয়কে জাস্টিফাই করার জন্য অন্তত একটি বা দুটি ট্রেন সেবা চালানো হচ্ছে। মূলত পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য বরাদ্দ ইঞ্জিন সরিয়ে (চাহিদা ১৬টি হলেও পণ্যবাহী ট্রেনে দেয়া হয় ১০-১২টি) নতুন ট্রেন চালানো হচ্ছে। যার কারণে বর্তমানে পণ্য পরিবহনে ইঞ্জিনের সংখ্যা নেমে এসেছে ছয়-সাতটিতে। আন্তঃনগর ট্রেনের মতো সেবাও মারাত্মক শিডিউল বিপর্যয়ের কবলে পড়ছে প্রতিদিন। এদিকে বিপুল বিনিয়োগের পরও রেল সেবা সংকোচনের বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার শাহাদাত আলী জানান, রেলের ইঞ্জিনগুলো দীর্ঘদিনের পুরনো। ৩০-৪০টি ছাড়া সব ইঞ্জিনই মেয়াদোত্তীর্ণ। সময়মতো ও যথাসময়ে নতুন করে ইঞ্জিন আমদানি হয়নি। সর্বশেষ আমদানি হওয়া ২০-৩০টি ইঞ্জিনসহ অধিকাংশ পুরনো ইঞ্জিনের ওপর নির্ভর করে সেবা পরিচালনা করতে হচ্ছে আমাদের। কভিড-১৯ সময়ে কিছু অপ্রচলিত ও অজনপ্রিয় ট্রেনের সেবা কমানো হলেও এখন কোনো ট্রেনের সেবা কমানোর পরিকল্পনা নেই। কক্সবাজার স্পেশাল ট্রেনটি রেলের রেগুলার শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত নয়। ঈদের আগে যাত্রীচাপের সময় বাড়তি সুবিধা ও সেবা দিতে হলে পুরনো ইঞ্জিন ও কোচগুলো ওভারহোলিং, মেরামতসহ নানা কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এজন্য কক্সবাজার স্পেশাল ট্রেনটি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী ঈদুল ফিতরের সময়ে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে এটি আবার যাত্রী পরিবহন করবে।

টানা ৮ দিন বন্ধ থাকবে সোনামসজিদ স্থলবন্দর

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে টানা আটদিন বন্ধ থাকবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর। ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও বন্ধ থাকবে। সোনামসজিদ আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি কাজী শাহাবুদ্দিন বিষয়টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ১৭ জুন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হবে। সেহেতু ১৫ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত মোট আটদিন সোনামসজিদ শুল্ক স্থলবন্দরের সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২২ জুন থেকে বন্দরে পুনরায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু হবে। তবে ঈদুল আযহার ছুটি উপলক্ষে বন্দরে কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ইমিগ্রেশন বিভাগ খোলা থাকবে। বাংলাদেশ ও ভারতের পাসপোর্টধারী যাত্রীরা এই বন্দর ব্যবহার করে উভয় দেশে যাতায়াত করতে পারবেন।

আত্মসমর্পণকারী ২৮৪ জলদস্যুকে ঈদ উপহার দিল র‍্যাব

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনে আত্মসমর্পণকারী ২৮৪ জন জলদস্যুর মধ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিভিন্ন স্থানে জলদস্যুর মধ্যে এসব ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন র‍্যাব-৮ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী যুবায়ের আলম শোভন। খুলনা জেলার জিরো পয়েন্টে ২৬ জন, চুকনগর বাজারে একজন, তালা বাজারে তিনজন, শিববাড়ীতে দুইজন, আকড়ঘাটায় দুইজন এবং কয়রা উপজেলায় ১৪ জনকে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী যুবায়ের আলম শোভন এবং মেজর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ঈদ উপহার তুলে দেন। সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে ৫৫ জন, সদরকোর্টে সাতজনকে ঈদ উপহার দেন এএসপি মো. রেজাউল করিম। এছাড়াও বাগেরহাটের সাইনবোর্ডে ৩০ জন, ভাগায় ৮১ জন, মোংলায় ৬২ জনকে র‍্যাব-৮ এর পক্ষ থেকে ঈদ উপহার দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ৩১ মে থেকে চলমান অপারেশন সুন্দরবনে সর্বমোট ২৭টি বাহিনীর ২৮৪ জন সদস্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সমাপ্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করেন। বর্তমানে আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুরা পুনর্বাসিত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণকারী সব জলদস্যু/বনদস্যুদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত চাঞ্চল্যকর ও গুরুতর অপরাধের (হত্যা ও ধর্ষণ) মামলা ব্যতীত অন্যান্য সব সাধারণ মামলা সহানুভূতি সহকারে বিবেচনার বিষয়টি চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আত্মসমর্পণের পর ২৮৪ জন জলদস্যুর ভেতর ৮৬ জন সদস্যকে ঘর, ৭৬ জন সদস্যকে মুদি দোকান, ১০৫ জন সদস্যকে গরু এবং ১৬ জন সদস্যকে নৌকা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতেও র‍্যাব-৮ এর এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বরিশালে বাবা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল নগরের কাউনিয়া এলাকার একটি বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট থেকে নাঈম ও রোজা নামে বাবা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, ঘটনাটি রহস্যজনক। পরিবারের দাবি, বিচ্ছেদের পরেও নিহতের স্ত্রীর নানা চাপের মুখে হতাশ হয়ে নাঈম প্রথমে তার মেয়েকে হত্যা করেন। পরে নিজে 'আত্মহত্যা' করেন। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে না দেখার আগ পর্যন্ত ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলতে রাজি নয়। গতকাল বুধবার সকালে বরিশাল নগরীর কাউনিয়া প্রধান সড়ক পানির ট্যাংকি সংলগ্ন স্বপ্ন বিলাস ভবনের চারতলার একটি ফ্ল্যাট থেকে পাঁচ বছর বয়সী রাবেয়া বশরি রোজা ও তার বাবা নাইম হাওলাদারের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটি শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

রাত ১টার মধ্যে যেসব অঞ্চলে তীব্র

বলা হয়, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের দুয়েক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারি বর্ষণও হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে ধীরগতি

আস্তে যানজট গি?য়ে পৌঁছায় টাঙ্গাইলের রাবনা বাইপাস পর্যন্ত প্রায় ২৩ কিলোমিটার সড়?কে। ত?বে ঢাকাগামী প?রিবহনগু?লো সেতু পার হ?য়ে ভুঞাপুর-এলেঙ্গা আঞ্চ?লিক সড়ক ব্যবহার করায় সকাল থেকে কম?তে থাকে যানজ?ট। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মীর মো. সাজেদুর রহমান জানান, এলেঙ্গা থেকে সেতু পর্যন্ত মহাসড়কে চার লেনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া রা?তের বেলায় প?রিবহন চালকদের বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ত?বে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানজট কমে যাবে। যদিও গত ঈদুল ফিতরের মতো উত্তরাঞ্চলে এবার কোরবানির ঈদযাত্রাও নির্ঝঞ্ঝাট হবে বলে আশা করছে হাইওয়ে ও ট্রাফিক পুলশ। বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে জেলার সবগুলো রুট স্বাভাবিক থাকায় এবার যানজট ও দুর্ভোগের আশঙ্কা অনেকটাই কম বলে দাবি তাদের। এদিকে দুদিন ধরে মহাসড়কে গাড়ির চাপ বেড়েছে। তবে গাড়ির গতি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ হাজারেরও বেশি যানবাহন পারাপার হয়েছে। সাকেক্স-২ প্রকল্পের আওতায় এসব রুট চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ দিকে। এ কারণে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচল করছে। সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. জাফর উল্লাহ বলেন, জেলার সব রুটে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তাই আশা করছি, এবার কোনো যানজট বা দুর্ভোগ হবে না। ঈদে ঘরে ফেরা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রায় পৌনে ৮০০ পুলিশ মহাসড়কে দায়িত্বরত থাকবে। ঈদযাত্রার শুরুর দিন থেকেই মহাসড়ক মনিটরিংয়ের জন্য ওড়ানো হবে ড্রোন ক্যামেরা। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ঘরে ফেরা মানুষের চাপ বাড়বে। পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে মহাসড়কের সার্বিক পরিস্থিতিতি মোকাবিলার জন্য। হাইওয়ে পুলিশ বগুড়া রিজিওনের পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান বলেন, আশা করছি, এবারের ঈদযাত্রা নির্ঝঞ্ঝাট হবে। আমরা আগেই প্রস্তুতি নিয়েছি। বৃহস্পতিবার হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকা থেকে ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে মহাসড়ক মনিটর করা হবে। এদিকে বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবির পাভেল বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে ২৮ হাজার ৪০১টি যানবাহন চলাচল করেছে। টোল আদায় হয়েছে ২ কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার ২৫০ টাকা।

দেশের ২২ জেলার উপর দিয়ে ২২

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ভোলা জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি অব্যাহত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার (১৪ জুন) সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি অব্যাহত থাকতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার (১৫ জুন) সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ময়মন-সিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি অব্যাহত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৬ নায়িকা-মডেল

নামে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন। সেখানে ১৩ মে তাকে হত্যা করে মরদেহ টুকরো টুকরো করে গুম করা হয়েছে বলে জানায় ডিবি। এদিকে এমপি আনার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নজরদারিতে আছেন দেশের ছয়জন নায়িকা ও মডেল। খুব শিগগিরই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে। কলকাতার পুলিশের বরাত দিয়ে ডিবি জানতে পেরেছে, কলকাতার পঞ্চলা ও গৌরবতীর ফ্ল্যাটে বাংলাদেশের ছয়জন নায়িকা ও মডেলকে শাহীন নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে আনার এক চিত্রনায়িকার সঙ্গে সময়ও কাটিয়েছিলেন। ওই নায়িকা কলকাতার একাধিক ছবিতে অভিনয় করে সুনামও কুড়িয়েছেন। নায়িকার বয়স ৩০ এর কোটায়, বাংলাদেশি ওই নায়িকা চলনে-বলনে স্মার্ট বলে পরিচিত। এদিকে এমপি আনার হত্যাকাণ্ডের খুনের অন্যতম হোতা সিয়াম এখন ভারতের সিআইডির হেফাজতে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি বাংলাদেশের ডিবি পুলিশকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে। গত ২২ মে শেরেবাংলা নগর থানায় নিহত সংসদ সদস্যের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন বাদী হয়ে অপহরণ মামলাটি দায়ের করেন। এ মামলায় গ্রেপ্তারের পর গত ২৪ মে আসামি শিমুল ভূঁইয়া, তানভীর ভূঁইয়া ও শিলাস্তি রহমানের ৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে গত ৩১ মে দ্বিতীয় দফায় তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে তারা দোষ স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন। বর্তমানে তারা কারাগারে আটক রয়েছেন। এ ছাড়া এ মামলায় গ্রেপ্তার ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা কাজী কামাল আহমেদ বাবু সাত দিনের রিমান্ডে রয়েছেন। এমপি আনার হত্যাকাণ্ডে নতুন নতুন ঘটনা বেরিয়ে আসছে। মঙ্গলবার (১১ জুন) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ জানিয়েছেন, সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনায় ঝিনাইদহের কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এদিন আনার হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়। তার রিমান্ড চলমান।

খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা

আওয়াজ তুলুন, একটি সভ্য দেশে কেন এমন হবে? যারা আইনজ্ঞ, তারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন, এমনটি চলবে, নাকি সারা দুনিয়ায় সভ্য দেশে যেভাবে চলে সেভাবে চলবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪। পরে আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুহাম্মদ ইউনূস। মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তাকে গভীর হয়রানি করা হচ্ছে। কেন হয়রানি করা হচ্ছে- সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে। সারা জীবন তো মানুষের সেবাতেই কাটিয়েছি। অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য আসিনি, নিজেদের অর্থ ব্যয় করে এসেছি। এটিই আমাদের ইতিহাস। তারপরও কেন করা হচ্ছে, তা আমাদের কাছে বা আইনজ্ঞদের কাছে বোধগম্য নয়। বোধগম্য না হওয়াটাই হয়রানি। হয়রানির কারণ হিসেবে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এত বছর পর কেন রাজনীতির প্রসঙ্গ আসছে। আমি তো বারবার বলেছি, রাজনীতি আমার বিষয় নয়। তারপরও প্রতি বছর নতুন নতুন কাহিনি আমার নামে রচনা করা হচ্ছে। হয়তো দেব-দেবীরা তার ওপর ক্ষুব্ধ বলে মন্তব্য করেন দেশের একমাত্র নোবেলজয়ী। তবে সেই দেব-দেবী কারা, জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেন। আগামী ১৫ জুলাই সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেন আদালত। এর আগে, দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মোশাররফ হোসেন কাজল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনালে আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চান। এরপর আদালত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন। এদিন ইউনূসসহ অন্য আসামিরা হাজির ছিলেন। দুদকের পক্ষে আইনজীবী মোশার-রফ হোসেন কাজল এবং ইউনূসের পক্ষে ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন, অ্যাডভোকেট শাহিনুর ইসলাম শুনানি করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুলসহ বেশ কয়েকজন দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তবে তারা বিচার নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। একপর্যায়ে সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ নিয়ে দুই পক্ষের আইনজীবীরা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে আদালত আগামী ১১ জুলাই সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেন। তবে অভিযোগ গঠনের আদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যাবেন জানিয়ে দুই মাসের সময় চান ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ সময় মোশাররফ হোসেন কাজল বলেন, দিন ধার্য হয়ে গেছে, যা বলার সেদিন বলবেন। শুনানিতে বাধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যারিস্টার মামুন দুদক কৌঁসুলিকে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না, কোর্টকে বলছি। তখন মোশাররফ হোসেন কাজল বলেন, হোয়াই আর ইউ শাউটিং (আপনি চিৎকার করছেন কেন)? তখন ব্যারিস্টার মামুন বলেন, আপনারা ন্যায়বিচার চান, নাকি সাজা দিতে চান? যদি তাকে জেলে নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখনই নিয়ে যান। তখন বিচারক তাদের থামিয়ে দেন। এরপর ইউনূসের আইনজীবী বলেন, অলিম্পিকসহ বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক ইভেন্টে মুহাম্মদ ইউনূস আগামী মাসে দেশের বাইরে থাকবেন। আর আমরা অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাব। যেহেতু ঈদের ছুটি হয়ে যাচ্ছে, হাইকোর্টও ছুটিতে যাবেন ৩০ তারিখ পর্যন্ত, আমরাও উৎসবে ব্যস্ত থাকব, তাই আদালতে একটু সময় দিন, যাতে ছুটি শেষে সার্টিফায়েড কপি পেয়ে নথিটা পর্যালোচনা করে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সময় পাই। আর আগামী মাসে মুহাম্মদ ইউনূস যেহেতু দেশের বাইরে থাকবেন, তিনিও ফিরে আসুন। এর বিরোধিতা করেন দুদক কৌঁসুলি মোশাররফ হোসেন কাজল। তিনি বলেন, আসামি না থাকলে সাক্ষ্যগ্রহণের প্রসিডিউর আছে। আইনজীবীর উপস্থিতিতেও সাক্ষ্য নেওয়ার বিধান দুদক আইন ও বিধিমালায় আছে। তখন ব্যারিস্টার মামুন বলেন, এটি তো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নয়। অন্য মামলার মতো স্বাভাবিকভাবে তারিখ যাতে পড়ে, সেই দাবি জানাচ্ছি। এরপর আদালত সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১৫ জুলাই দিন ধার্য করলে উভয়পক্ষের আইনজীবী ও আসামিরা এজলাস ছাড়েন। গত ২ জুন একই আদালতে এ মামলার অভিযোগের শুনানি শেষ হয়। এরপর আদেশের জন্য আদালত ১২ জুন দিন ধার্য করেন। এ মামলায় গত ১ ফেব্রুয়ারি ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, আসামিরা ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও অবৈধভাবে রূপান্তর করায় মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঈদযাত্রায় বাড়তি ভাড়া আদায় করলে

বেশি আদায় করা হচ্ছে কি না, অথবা বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না, এসব দেখভালের জন্য সার্ভিলেন্স টিম আছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত থাকেন। অযাচিতভাবে ভাড়া আদায় করা হয়, এমন অভিযোগ এলে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে সার্ভিলেন্স টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ঈদের সময় লোকাল বাসগুলো যাত্রী নিয়ে ঢাকার বাইরে যাচ্ছে, এ বিষয়ে পুলিশ কী ব্যবস্থা নেবে- এমন প্রশ্নের জবাবে ডিএমপির এ অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, ঈদের সময় কোনো লোকাল বাস যাত্রী নিয়ে ঢাকার বাইরে গেলে তাদের বিরুদ্ধে ভিডিও মামলা হবে। এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রুট পারমিট ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি শনাক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মো. মুনিবুর রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরে বাস টার্মিনাল ও আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ছাড়া সড়কে কোনো স্থান থেকে দূরপাল্লার পরিবহনগুলো যাত্রী তুলতে বা নামাতে পারবে না। টার্মিনালের ভেতরেই অবস্থান করে যাত্রীরা বাসের আসন পূর্ণ করবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা একাধিক বৈঠক করে তাদের সঠিক নির্দেশনা মেনে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছি। তিনি বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া দূরপাল্লার বাসগুলোতে অতিরিক্ত যাত্রী ও অতিরিক্ত মালামাল বহন করা যাবে না। রাজধানীর ভেতর থেকে দূরপাল্লার ফিটনেসবিহীন, অনুমোদিত কোনো বাস যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে না। পরিবহনসংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে এ নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো বাসের ছাদে যাত্রী বহন করা যাবে না, এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ কর্মকর্তা বলেন, যারা মোটরসাইকেল চালিয়ে দূর-দূরান্তে যাবেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাবেন, তাদের সার্বক্ষণিক হেলমেট পরার অনুরোধ করব। একইসঙ্গে সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে গতিসীমা অবশ্যই মেনে চলার জন্য অনুরোধ করছি। আর লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে যাত্রীদের যেন ভোগান্তি না হয়, সে বিষয়ে ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগ সতর্ক রয়েছে। মুনিবুর রহমান বলেন, রাজধানীর এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্টগুলোতে যাতে কোন ধরনের যানজট সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে ট্রাফিক বিভাগ মনিটরিং করছে। পয়েন্টগুলোর মধ্যে হাইওয়ে পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং ডিএমপি সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

কোরবানির পশুবাহী গাড়ির জন্য নির্দেশনা: মুনিবুর রহমান বলেন, কোরবানির পশুবাহী গাড়িগুলোকে অবশ্যই সিটি করপোরেশনের অনুমোদিত হাটে যেতে হবে এবং অবশ্যই হাটের ভেতরে পশু লোড-আনলোড করতে হবে। কোন ক্রমেই তারা সড়কে লোড-আনলোড করতে পারবে না। কোরবানির পশুবাহী যানবাহনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পশুবাহী ট্রাক বা গাড়িকে কোনো প্রকার হয়রানি করা যাবে না। অবশ্যই পশুবাহী ট্রাকের সামনে নির্ধারিত হাটে যাওয়ার স্টিকার ব্যানার লাগাতে হবে। যদি কেউ আগেই পশুবাহী গাড়ি থামিয়ে অন্য হাটে প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহলে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব। বাস টার্মিনাল ও পশুর হাটকেন্দ্রিক নজরদারি অতীতেও ছিল এবারও থাকবে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, গাবতলী-মহাখালী পশুর হাট ছাড়াও সব পশুর হাটে আমাদের ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে আমরা সার্বিক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখব। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের কাজ ঈদের সাত দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। হাটকেন্দ্রিক এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ট্রাফিক বিভাগ কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে ৪ বছরের শিশুর

এন২ ধরনে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ এপ্রিল মেক্সিকোতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বার্ড ফ্লুর এই ধরনে আক্রান্ত হয়ে কোনো মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, বিক্ষিপ্তভাবে বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আরও অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পোল্ট্রিতে ভাইরাসটির উপস্থিতি রয়েছে।

পরিবেশবান্ধব সনদ পেল আরও দুই

কটন ক্লাউট ৭১ পয়েন্ট অর্জন করে গোল্ড সনদ পেয়েছে। বিজিএমইএ তথ্যানুযায়ী, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা বেড়ে হয়েছে ২২০। তার মধ্যে ৮৪টিই লিড প্লাটিনাম সনদধারী। এ ছাড়া ১২২টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০ পরিবেশবান্ধব কারখানার ৯টিই বাংলাদেশে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি লাভ করেছে গাজীপুরের কোনাবাড়ীর এসএম সোর্সিং। ১১০ নম্বরের মধ্যে কারখানাটি ১০৬ পেয়েছে। দেশের অন্য শীর্ষস্থানীয় পরিবেশবান্ধব কারখানাগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহের গ্রিন টেক্সটাইল, গাজীপুরের নিট এশিয়া ও ইন্টিগ্রা ড্রেসেস, নারায়ণগঞ্জের রেমি হোল্ডিংস ও ফতুল্লা অ্যাপারেলস, গাজীপুরের লিডা টেক্সটাইল অ্যান্ড ডাইং ও লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মানিকগঞ্জের তারাসিমা অ্যাপারেলস। পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা সাজ্জাদুর রহমান মৃধার হাত ধরে ২০১২ সালে দেশে পরিবেশবান্ধব কারখানার যাত্রা শুরু হয়।

আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি

অর্থনীতি এবারই প্রথম স্থিতিশীল হবে। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হবে ২ দশমিক ৬ শতাংশ আর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ২ দশমিক ৭ শতাংশ।

২ কেজি স্বর্ণসহ দুবাইফেরত যাত্রী

তল্লাশি করা হয়। এ সময় তার মলাশয়ে স্বর্ণের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এরপর তাকে ওয়াশরুমে নিয়ে মলাশয় থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো প্রায় ৩১৬ গ্রাম ওজনের ৬টি (১৮৯৬ গ্রাম) ডিম্বাকৃতির স্বর্ণের পিণ্ড উদ্ধার করা হয়। কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান, উদ্ধারকৃত স্বর্ণসহ আবদুল রহমান সোহাগ বর্তমানে কাস্টমসের হেফাজতে রয়েছেন। আরও স্বর্ণের উপস্থিতি আছে কি না তা নিশ্চিত হতে জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে এক্স-রে করানো হবে। আটক আবদুল রহমান সোহাগের নামে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অর্থনীতি অদক্ষতার ফাঁদে আটকে

অদক্ষতাকে মহামারির সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, অনেক মন্ত্রণালয় বছরের শুরুতে বড় বরাদ্দ নিয়ে বছর শেষে বাস্তবায়ন অদক্ষতার কারণে বরাদ্দ ফেরত দিয়ে থাকে। এই ধরনের অদক্ষতার ফাঁদ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন দক্ষতা, গভর্নেস ও উন্নয়ন কৌশলের সমস্যাগুলো দূর করার তাগিদ দেন তিনি। গত চার পাঁচ দশক ধরে পোশাক শিল্প ও রেমিট্যান্সে ভর করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতের জন্য নতুন প্রবৃদ্ধি চালক অনুসন্ধান করতে হবে। দেশের উদ্যোক্তা শ্রেণি ও শ্রমিকদের সোনার ডিম পাড়া হাঁস আখ্যায়িত করে হোসেন জিল্লুর বলেন, সেই সোনার হাঁসকে লালন না করে প্রতি বছর জবাই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বিনিয়োগের পরিবেশের উন্নতির তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, ঋণের সুবিধার চাইতে উদ্যোক্তাদের বেশি প্রয়োজন ব্যবসার পরিবেশ। তিনি বলেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এখনও ব্যবসায় বড় বাঁধা হয়ে আছে। ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের কথা বলা হলেও বাস্তবে চালু হয়েছে চার-পাঁচটা বলে জানান তিনি। এ সব সমস্যার সমাধান অর্থনীতিতে নেই দাবি করে তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক অর্থনীতির মাধ্যমেই এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেশের পুরো সম্ভাবনা রাজনৈতিক অর্থনীতির লৌহত্রিভুজে আটকে আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, জবাবদিহিতার অভাব, কৌশলগত দক্ষতার ঘাটতি আর দুর্নীতির সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এই ত্রিভুজ ভাঙতে হবে।

সরকারের ব্যাংকঋণে বেসরকারি

আবার সরকার ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে সুদের হার আরও বাড়বে। এতে সরকারের ঋণের বোঝা আরও বাড়বে। অনুষ্ঠানে বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বলেন, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা সচরাচর বাজেট নিয়ে কথা বলেন। এবার তারা একটু নার্ভাস। ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিয়ে গেলে তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যাবে। তারা চিন্তিত ব্যাংক থেকে সরকার টাকা তুলে নিয়ে গেলে তারা কিভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাবে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির পশুর

বিক্রির জন্য আনা হয়। এ কারণে পশুর হাট দিনে দিনে বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। প্রতিটি হাটে আমাদের অভিযোগ কেন্দ্র রয়েছে। মোবাইল কোর্ট দায়িত্ব পালন করছে। কোরবানির ঈদের আগের দিন থেকে তিনদিন সিটি করপোরেশনের সব কর্মকর্তাকে কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত করা হয়েছে। তারা তদারকি করবেন। মেয়র বলেন, আমরা আশাবাদী স্বাচ্ছন্দ্যে পশুর হাটগুলো পরিচালিত হবে এবং রাজধানীবাসী নিরাপদে পশু কিনতে পারবেন। কেউ বিড়ম্বনায় পড়বেন না। তারপরও কেউ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে হাটগুলোতে থাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানালে আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব।

ঈদযাত্রার প্রথম দিনেই ট্রেনে বিলম্ব

আব্দুল বাছেদ। তিনিও উঠেছেন এগারোসিন্দুর প্রভাতী ট্রেনে। তিনি বলেন, 'আমি ৬টা ৪০ মিনিটে স্টেশনে এসেছি, সোয়া ৭টায় ট্রেন ছাড়ার কথা। এখন সোয়া ৯টা বেজে গেলো, কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না। কিছু বলছেও না কখন ছাড়বে। ঠিক সময়ে ছাড়লে আমি এতক্ষণে পৌঁছে যেতাম। প্লাটফর্মে কথা হয় ট্রেনের আরেকযাত্রী ডা. সোহেল রানা রিপন, যাবেন রংপুর। সাড়ে ৮টায় তিনি ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে এসেছেন। তিনি বলেন, '৯টা ১০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার কথা। কিন্তু এখন সাড়ে ৯টা বেজে গেছে। কিন্তু ট্রেনই আসেনি প্ল্যাটফর্মে। কখন ট্রেন আসবে, কখন ছাড়বে বলা যাচ্ছে না।' রংপুর এক্সপ্রেসের আরেক যাত্রী সাজ্জাদ হোসেন রিয়াদ। তিনি বলেন,' আমি যাবো কুড়িগ্রাম, সাড়ে ৮টায় এসেছি। ট্রেন ছাড়ার কথা ৯টা ১০ মিনিটে। এখন পৌনে ১০টা বাজে, কিন্তু ট্রেন ছাড়েনি। এসময় ট্রেনের এই বিলম্ব নিয়ে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, 'ট্রেনের এরকম লেট আর নতুন কিছু না। রোজার ঈদে যাত্রায় সময়মতো যেতে পারলেও ঢাকায় ফেরার সময় প্রায় দুইঘণ্টা দেরিতে ট্রেন ছেড়েছিল।' রেলওয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ঈদযাত্রার প্রথম দিন হিসাবে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু শুরুর দিকের দুইটি ট্রেনের কোচ সংযোজন ভুল হওয়ায় সেগুলো সংশোধন করতে আরও ঘণ্টাখানেক বেশি সময় লেগেছে। ফলে এই ট্রেনগুলোর বিলম্বের জের অন্য ট্রেনগুলোতেও টানতে হচ্ছে। ফলে ২০-৩০ মিনিট দেরি হচ্ছে।

সময় মতো যেতে পারেনি 'স্পেশাল' ট্রেনও বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ বুধবার থেকে ১০ জোড়া (২০টি) ঈদ স্পেশাল ট্রেন চলাচল শুরু করছে। ঈদযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দিনে চলাচল করবে এসব ট্রেন। আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ঘরমুখো মানুষের ট্রেন যাত্রার সুবিধার্থে এই ঈদ স্পেশাল ট্রেন চলাচলের সিদ্ধান্ত নেয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রথম স্পেশাল ট্রেনটিই যেতে পারেনি সময়মতো, ঢাকা ছাড়তে হয়েছে ১ ঘণ্টা দেরিতে। রেলওয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ঈদুল আজহায় চাঁদপুর ঈদ স্পেশাল (১, ২, ৩ ও ৪) চট্টগ্রাম-চাঁদপুর-চট্টগ্রাম; দেওয়ানগঞ্জ ঈদ স্পেশাল (৫ ও ৬) ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ-ঢাকা; ময়মনসিংহ ঈদ স্পেশাল (৭ ও ৮) চট্টগ্রাম-ময়মন-সিংহ-চট্টগ্রাম; কক্সবাজার ঈদ স্পেশাল (৮ ও ৯) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রুটে ১২ জুন থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত ও ঈদের পরে সাত দিন চলাচল করবে। এছাড়া পার্বতীপুর ঈদ স্পেশাল (১৫ ও ১৬) জয়দেবপুর-পার্বতীপুর-জয়দেবপুর রুটে আগামী ১৩-১৫ জুন (৩ দিন) ও ঈদের পরে ২১-২৩ জুন (৩ দিন) চলাচল করবে। অন্যদিকে শোলাকিয়া ঈদ স্পেশাল (১১ ও ১২) ভৈরব বাজার-কিশোরগঞ্জ-ভৈরব বাজার; শোলাকিয়া ঈদ স্পেশাল (১৩ ও ১৪) ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ; গোর-এ-শহীদ ঈদ স্পেশাল (১৭ ও ১৮) পার্বতীপুর-দিনাজপুর-পার্বতীপুর; গোর-এ-শহীদ ঈদ স্পেশাল (১৯ ও ২০) ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও রুটে শুধু ঈদের দিন চলাচল করবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুদ সারওয়ার বলেন, ঢাকায় আসার পর ট্রেনগুলো আবার ছেড়ে যায়। এখন ওইদিক থেকে যদি কোনও ট্রেন দেরিতে আসে তাহলে ট্রেনগুলো এইখান থেকেও দেরিতে ছেড়ে যায়। কারণ ট্রেনগুলো ঢাকায় আসার পরে ক্লিনিং, ওয়াটারিং করা হয়। এর জন্য প্রত্যেকটা ট্রেনে অন্তত এক ঘণ্টা সময় লাগে। তিনি আরও বলেন, আজ থেকে ট্রেনে ঈদ যাত্রা শুরু। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেনগুলো ১০-২০ মিনিট দেরিতে ছাড়তে হতে পারে। এদিকে গত ঈদুল ফিতরের মতো এবারও প্ল্যাটফর্ম এলাকায় যেন কোনও টিকিটবিহীন ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে ঢাকা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় অবাঞ্ছিত কোনও মানুষকে দেখা যায়নি। ঈদযাত্রায় ট্রেনের যাত্রীদের যেন কোনও ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সেজন্য প্লাটফর্ম এলাকায় প্রবেশমুখে র‌্যাব, পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) কন্ট্রোলরুম স্থাপন করেছে। প্লাটফর্মে প্রবেশের মুখে ট্রাভেলিং টিকিট এক্সামিনারদের (টিটিই) দেখা গেছে, যাত্রীদের টিকিট চেক করতে, তবে এনআইডি মিলিয়ে দেখতে দেখা যায়নি এবার। যাদের টিকিট নেই, তারা ১-৬ নম্বর কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার টিকিট সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। তারপর যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম হয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের ট্রেনে উঠছেন।

নেত্রকোনায় কাঁচা ঘাস খেয়ে ২৬ গরুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় কাঁচা ঘাস খেয়ে একে একে ২৬টি গরুর মারা গেছে। গত রবি ও সোমবার দুদিনে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিম পাড়া গ্রামের তাহাযীদ অ্যাগ্রো ফার্মে গরুগুলো মারা যায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি গরু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফলে মারা যাওয়া গরুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় এই খামারি। খামারের মালিক জাহেরুল ইসলাম জানান, শনিবার সন্ধ্যার দিকে নেপিয়ার কাঁচা সবুজ ঘাস খাওয়ানোর পরই তার গরুগুলো একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শনিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত ২৬টি ষাঁড় গরু মারা গেছে। এতে আনুমানিক ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গরুগুলো আসন্ন কোরবানি সময় বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পূর্বধলা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এমএমএ আউয়াল তালুকদার জানান, বৃষ্টির সময় কচি ঘাসে নাইট্রোজেনের মাত্রা বেশি থাকে। নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় গরুগুলো মারা যেতে পারে। তারা ঘাসের নমুনা সংগ্রহ করছেন। পরীক্ষার পর আরও বিস্তারিত জানা যাবে। এ ব্যাপারে খামারির সঙ্গে আমাদের মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা দেওয়াসহ খোঁজখবর রাখছে।

স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার : ফেনীর সোনাগাজীতে আলী আক্কাস রনি নামে এক যুবক তার স্ত্রী সিনথিয়া ইসলাম খুসবুকে হত্যা করে থানায় হাজির হয়েছেন। সেখানে গিয়ে তিনি বলেছেন ' আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। গতকাল বুধবার ভোরে হত্যা করার পরে সকাল ৮টার দিকে থানায় গিয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। সোনাগাজী থানার ওসি সুদ্বীপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি জানান, ফেনীর সোনাগাজী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শিউলির বাসায় ভাড়া থাকতেন রনি ও খুসবু। বিগত দুই বছর আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে তাদের পারিবারিক নানা অভাব অনটন ও কলহ চলছিল। গত মঙ্গলবার রাতে ঘরে তরকারি আনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে কলহ শুরু হয়। তারা সারারাত ঝগড়া করেন। ঝগড়ার একপর্যায়ে ভোরে খুশবুকে গলায় বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন রনি। ওসি আরও জানান, গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে থানার সামনে এসে রনি থানার এক পুলিশ সদস্যকে বলেন তিনি তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। ওই পুলিশ সদস্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিষয়টি জানান। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ঘটনাটি শুনে রনিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি দেখেন। এরপর পুলিশ খুসবুর লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল করে। খুশবুর হাতে গলায় কানে কোপের চিহ্ন ছিল। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় মামলা হয়নি। খুশবুর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

উখিয়ায় পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়, রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারে উখিয়ার ঘোনারপাড়া ১৯ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে দুই রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপ ও পুলিশের গুলি বিনিময়ে আবদুল মোনাফ (২৬) নামে এক রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ক্যাম্পের এ-৪ ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। আবদুল মোনাফ ওই ক্যাম্পের আজিম উল্লাহ'র ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, আবদুল মোনাফ একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও অস্ত্রসহ একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। ৮ এপিবিএন এর অধিনায়ক অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক (এডিআইজি) মো. আমির জাফর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সকালে উখিয়ার ঘোনারপাড়া ১৯ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এ-৪ ব্লকে মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে এপিবিএন পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আরসা সন্ত্রাসীরা অতর্কিত গুলি ছুড়তে থাকেন। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়ে। ত্রিমুখী গুলি বিনিময়ের একপর্যায়ে আরসা সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে একজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এ সময় ঘটনাস্থলের আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিদেশি একটি পিস্তল। পরে গুলিবিদ্ধ যুবককে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এডিআইজি আমির জাফর বলেন, কি কারণে আরসা সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ তা নিশ্চিত নয়। এ ব্যাপারে পুলিশ খোঁজ-খবর নিচ্ছে। নিহত আবদুল মোনাফের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান আমির জাফর।

মেঘনা টোল প্লাজা এলাকায় চলন্ত বাসে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তিশা পরিবহন নামের এক যাত্রী-বাহী চলন্ত বাসে হঠ্যাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে মহাসড়কের সোনারগাঁয়ের মেঘনা টোলপ্লাজা এলাকার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী লেনে এ আগুনের ঘটনা ঘটে। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টিআই) আবু নাইম বলেন, মেঘনা টোল প্লাজায় দুপুরের দিকে তিশা পরিবহনের বাসটি যাত্রী নিয়ে কুমিল্লা থেকে শিমরাইল মোড় এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় বাসটি মেঘনা টোলপ্লাজা এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ করে বাস থেকে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সকল যাত্রী বাস থেকে নেমে যান। এতে কেউ হতাহত হননি। ধারণা করা হচ্ছে, যাত্রী নিয়ে নিয়মিত চলাচল করার কারণে প্রচণ্ড গরমের কারণে ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়। এ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে এ সময় ফায়ার সার্ভিস, টোলপ্লাজা কর্তৃপক্ষ, চালক ও সহকারীসহ স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। বাসটি মহাসড়কের পাশেই পার্কিং করে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মহাসড়কে কোনো যানজট হয়নি।

বান্দরবানে যৌথবাহিনীর অভিযান পাহাড়ে মিলল এক ব্যক্তির লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রুমা উপজেলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার বান্দরবানের রুমা উপজেলার বিভিন্ন দুর্গম পাহাড়ে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। পরে বিকেলে যৌথবাহিনীর সদস্যরা একটি লাশ দেখে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ গিয়ে রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের জুরভাং পাড়া থেকে লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে স্থানীয়দের ধারণা, লাশটি কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্যের। এদিকে রুমা থেকে উদ্ধার করা লাশ গতকাল বুধবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য বান্দরবান সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোছাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী জানান, রুমা উপজেলা থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম পরিচয় সনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। তিনি আরও জানান, রুমা ও থানচিতে ব্যাংক ডাকাতির পর যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছে। চলমান এ অভিযানে এ পর্যন্ত ২১টি মামলায় বান্দরবানের বিভিন্ন থেকে ৯৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর ১২টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলে সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ১৫

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের বাসাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার স্থলবল্লা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম মনোয়ারা বেগম (৬০)। তিনি ওই গ্রামের শওকত আলীর স্ত্রী। আহতদের টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বাসাইল উপজেলার স্থল বল্লা গ্রামে একটি জমিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থল বল্লা দক্ষিণ পাড়ার বেলাল হোসেন, জালাল হোসেনদের সঙ্গে স্থল বল্লা উত্তর পাড়ার আনোয়ার ও রাসেলদের বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে একাধিক মামলাও রয়েছে আদালতে। এরই জের ধরে সকালে এ জমি দখল করাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দা, ফালা, টেঁটাসহ দেশিও অস্ত্র নিয়ে তারা একে অপরের ওপর হামলা করে। এতে ঘটনাস্থলেই মনোয়ারা বেগম মারা যান। বাসাইল থানার ওসি মাজহার আমিন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

রিমান্ড শেষে ফের কারাগারে কেএনএফের ৫ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় সোনালী ও কৃষি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) ৫ সদস্যকে দুদিনের রিমান্ড শেষে আদালতে তোলা হলে শুনানি শেষে তাদের ফের কারাগারে পাঠিয়েছেন বিচারক। গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আসামিদের কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে বান্দরবান চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালতের বিচারক সি-নয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. নুরুল হক। বান্দরবান আদালতের জিআরও বিশ্বজিৎ সিংহ বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তার ৫ জন আসামি জোহান বম (৪৫), লাল হোম লিওন বম (৩৭), লাল রাম লিয়াং বম (৪০) এবং রেমথাং লিয়ান বম (৩৭), সানজু খুম বমকে (৩৮) দুদিনের রিমান্ড শেষে দুপুরে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আসামিদের ফের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত ২ এপ্রিল রাতে বান্দরবানের রুমা সোনালী ব্যাংকে হামলা, পুলিশ-আনসারের অস্ত্র লুট এবং পরে ৩ এপ্রিল দুপুরে থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতি, হামলা ও টাকা লুটের ঘটনা ঘটে। এদিকে এসব ঘটনায় আসামিদের ধরতে বান্দরবানে শুরু হয়েছে যৌথবাহিনীর অভিযান। অভিযানে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), আনসারের সঙ্গে সঙ্গে অংশ নিয়েছে সেনাবাহিনী। এদিকে ঘটনার পর রুমা থানায় ১৩টি, থানচি থানায় চারটি, বান্দরবান সদর থানায় একটি এবং রোয়াংছড়ি থানায় তিনটিসহ মোট ২১টি মামলা হয়। চলমান এ অভিযানে এ পর্যন্ত কেএনএফের ৯৬ জন সদস্য ও সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী।

কুমিল্লায় গরুবাহী ট্রাক উল্টে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় গরুবাহী ট্রাক উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মঞ্জুরুল আলম। তিনি জানান, ঢাকা থেকে ১৭টি গরু নিয়ে লাকসামের কোরবানির পশুর হাটে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। পথে ইলিয়টগঞ্জ এলাকায় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দিয়ে উল্টে যায়। এ সময় ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আশপাশে ছিটকে পড়ে ট্রাকে থাকা গরুগুলো। ট্রাকটি উল্টে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। তাদের মধ্যে রাসেল নামের একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি গরু ব্যবসায়ী। অন্যজনের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও জানান, এ দুর্ঘটনায় দুটি গরুও মারা গেছে। বাকি ১৫টি গরু স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে।

রাজশাহীতে অপপ্রচারের দায়ে একজনের ১৩ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গবন্ধু, প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি কর্মকর্তাদের নামে অপপ্রচার ও মানহানিকর তথ্যের দায়ে কথিত 'বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী দল' (বাসবিদ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখার স্থানীয় এক সংগঠকের ১৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে রাজশাহীর সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জিয়াউর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম হারুন অর রশীদ (৬৮)। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার রানীহাটি গ্রামের বাসিন্দা। মামলায় আরও তিনজন আসামি ছিল। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালতের বিচারক তাদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় অন্য তিন আসামি হাজির ছিলেন। তবে দণ্ডিত হারুন অর রশিদ গ্রেপ্তারের পর জামিন নিয়েই গা ঢাকা দেন। তিনি এখনও পলাতক। রায় ঘোষণার পর রাজশাহীর সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইসমত আরা বেগম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরে হঠাৎ করেই টানিয়ে রাখা একটি ব্যানার পুলিশের নজরে আসে। ওই ব্যানারে লেখা ছিল বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী দল (বাসবিদ)। আরও লেখা ছিল, দলটিতে যোগ দিলে কোনো ধরনের কর দেওয়া লাগবে না। পাশাপাশি ব্যানারটিতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের নামে মানহানিকর কথা লেখা ছিল। পুলিশ এসব ব্যানার একটি ফেসবুক পেজে গিয়েও দেখতে পায়। পরে জানতে পারে চাঁপাইনবাবগঞ্জে কথিত এ সংগঠনের সংগঠক হিসেবে হারুন অর রশিদসহ কয়েকজন অপপ্রচার করছেন। এরপর তদন্ত করে তাদের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে পুলিশ। অ্যাডভোকেট ইসমত আরও বলেন, এ মামলায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হারুন অর রশিদকে তিনটি ধারায় ১৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক। তিন ধারায় তাকে এক লাখ করে মোট তিন লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানার প্রতি এক লাখ টাকা অনাদায়ে আরও তিন মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিন আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কক্সবাজারে ৫০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার জেলার টেকনাফেরর সাবরাং জিন্নাহখাল এলাকা থেকে ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে টেকনাফ ২ বিজিবির অধীনস্থ সাবরাং বিওপির সদস্যরা এ অভিযান চালান। টেকনাফ ২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি জানায়, মাদকের একটি চালান জিন্নাখাল এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হতে পারে এমন গোপন তথ্য পেয়ে সাবরাং বিওপির একটি চোরাচালান প্রতিরোধ টহলদল সেখানে অভিযান চালায়। রাত প্রায় ১০টার দিকে বিজিবি টহলদল দুই ব্যক্তিকে নাফ নদী পার হয়ে আসতে দেখে।

চট্টগ্রামে খালে ভাসমান অবস্থায় মিললো নিখোঁজ শিশুর লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে খালে গোসল করতে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘ সময় পর একজনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল বুধবার সকালে রাজাখালি খালের ১৪ নম্বর গলির মুখে লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। পরে তারা লাশটি উদ্ধার করে। উদ্ধার শিশুটির পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ অপর শিশুটিকে উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে খালে ককশিট নিয়ে খেলা করার সময় দুই শিশু ডুবে যায়। ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস শিশুদের উদ্ধারে কাজ।

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ের শঙ্কা
পাহাড়খেকোদের থামান

চট্টগ্রামে দুই যুগ আগেও যেসব পাহাড় দেখা যেত, তার অনেকগুলো হারিয়ে গেছে। সড়ক নির্মাণ বা সরকারি উন্নয়ন বাস্তবায়নেও পাহাড় কাটা থেমে নেই। ফলে প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতারা আরও বেশি মদদ পাচ্ছেন পাহাড় কাটায়। প্রশাসন ও মামলা করেও তাদের থামানো যাচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, চট্টগ্রাম কি অচিরেই পাহাড়শূন্য হয়ে যাবে? একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে চট্টগ্রামে পাহাড় কাটা এলাকার পরিমাণ ছিল ৬৭৯ হেক্টর। আর ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ২৯৫ হেক্টরে। এরপর পাহাড় কাটা নিয়ে আর গবেষণা না হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ধারণা করছেন, প্রতিবছর যে হারে পাহাড়নিধন চলছে, তাতে চট্টগ্রাম শহরে পাহাড় কাটা এলাকা বেড়ে এখন দুই হাজার হেক্টর হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রামে গত এক বছরে পাহাড় কাটার অভিযোগে ১২টি মামলা করেছে। আগের বছরে এ সংখ্যা ছিল ২২। ২০ বছরে মামলা হয়েছে শতাধিক। আবার অধিদপ্তরের অগোচরে রয়ে যায় অনেক পাহাড় কাটার ঘটনা। বায়েজিদ ও আকবরশাহ এলাকায় বেশি পাহাড় কাটার ঘটনা ঘটছে। প্রায় ৮০ শতাংশ মামলা হয়েছে এ দুটি এলাকায়। এলাকা দুটিতে পাহাড় কাটার ঘটনা বিগত বছরগুলোতে অসংখ্যবার সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। পরিবেশবিদেরা সেখানে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে গেলেও পাহাড়খেকোদের আক্রমণের শিকার হন। এখনো আকবরশাহ ও বায়েজিদ এলাকায় পাহাড় কাটা চলছে। জানা যায়, আকবরশাহ এলাকায় এখন পাহাড় কাটার মূল হোতা একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পাহাড় কাটার অভিযোগে যাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে পরিবেশের যে ভয়াবহ ক্ষতি তিনি করে যাচ্ছেন, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ দুই থানায় পাহাড় কাটায় যাঁদের নাম উচ্চারিত হয়, তাঁরাও স্থানীয় নেতা। এটি পরিষ্কার যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ও ক্ষমতাচর্চা করে চট্টগ্রামকে পাহাড়শূন্য করে ফেলা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, চট্টগ্রামের ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা ও স্থানীয় সংসদ সদস্যরা কেন দলের অভিযুক্ত নেতাদের থামাতে সচেষ্ট হচ্ছেন না? চট্টগ্রামের চিহ্নিত পাহাড়খেকোদের কেন থামানো যাচ্ছে না, তাঁদেরকে কারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন? স্থানীয় প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে শুধু মামলা দিয়েই ক্ষান্ত হলে হবে না, প্রয়োজনে আরও বেশি কঠোর হতে হবে। চট্টগ্রামে পাহাড়গুলোকে এই দুর্বৃত্তদের থেকে বাঁচান, তা নাহলে অচিরেই বড় কোনো পরিবেশ বিপর্যয়ের দুঃসংবাদ পেতে হবে।

কর ফাঁকি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা শুল্ক, কর ফাঁকি। নানা পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও কর ফাঁকির প্রবণতা বন্ধ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইনের যেমন দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি আছে আইন প্রয়োগে প্রশাসনের উদাসীনতা। গত বছর বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি বলেছে কর ফাঁকির কারণে এনবিআরের কর ক্ষতির পরিমাণ ২ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। নিশ্চয়ই এ পরিমাণ এখন অনেক বেশি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় কর ফাঁকি বা অনীহা বলতে কিছু নেই। দেশে রাতারাতি কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, আর সেইসঙ্গে কর দিতে সক্ষম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু তারা কর দিচ্ছেন না। কর প্রদানে মিথ্যা ঘোষণা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় করের ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে অনেক ব্যবসায়ী তাদের বিক্রয় ও লাভের পরিমাণ কম দেখায়। আবার আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণায় এবং ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দেয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু তা-ই নয়, বিদেশে অর্থ পাচারের একটা বড় অংশ যায় আমদানি-রফতানি দ্রব্যমূল্যের ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে। ব্যবসাভিত্তিক অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআর নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং ধরা পড়লে উচ্চহারে করারোপ ও জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাতেও এটি বন্ধ হচ্ছে না। কারণ আইনের প্রয়োগ স্বচ্ছ নয়। কাস্টমস আইন ও কর আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করার জন্য কয়েক বছর ধরে কাজ চলছে। বর্তমানে কাস্টমস আইন, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিংয়ের জন্য পরীক্ষাধীন রয়েছে। নতুন কর আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। উভয় আইন বলবৎ হলে ব্যবসা, কর সংগ্রহ ও রাজস্ব প্রশাসনে সুশাসন ফিরে আসতে পারে। বর্তমান সরকার অবশ্য কর ফাঁকি বন্ধ ও সক্ষম ব্যক্তিদের কর দিতে বাধ্য করার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তাতে যে সুফল মেলেনি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতিনির্ধারকরা সবাই মনে করেন দেশের যে পরিমাণ মানুষের আয়কর দেয়ার কথা, এর সামান্য অংশই কর দেয়। আয়করদাতাদের একটি বড় অংশ আবার নানাভাবে কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে। কর ফাঁকি দিতে অনেকে নিজের টাকাকে অন্যের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ধার বা ঋণ হিসেবে উল্লেখ করে। কর ফাঁকির পেছনে প্রশাসনিক অদক্ষতা বা দুর্নীতি মূল বাধা। দুর্নীতি তো আইন সংস্কার করে কমানো বা বন্ধ করা যাবে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে অটোমেশন, কিন্তু অটোমেশন হলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তা-ও না। ই-জিপি দেখলে সেটাই বোঝা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্নীতি বন্ধের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বিত্তবানদের কর ফাঁকি বন্ধ করা সম্ভব।

আবার আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণায় এবং ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দেয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু তা-ই নয়, বিদেশে অর্থ পাচারের একটা বড় অংশ যায় আমদানি-রফতানি দ্রব্যমূল্যের ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে

সড়কে শিক্ষার্থীদের মৃত্যুহার বাড়ছে! ব্যবস্থায় কঠোর হোন

সড়ক নিরাপত্তায় হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, শত শত সুপারিশ, টাস্কফোর্স- কিছুই কাজে আসছে না। সরকারি হিসাবেই আগের বছরের প্রথম তিন মাসের চেয়ে এ বছর দুর্ঘটনা ৪৪ শতাংশ এবং প্রাণহানি ৩০ শতাংশ বেড়েছে। প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনার পর গাড়ি কিংবা সড়কের ত্রুটি সামনে আসছে। সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ), হাইওয়ে পুলিশসহ সরকারের নানা সংস্থা অনিয়ম রোধে থাকলেও আগেভাগে ত্রুটি ধরা পড়ে না। দেশে গত ৪ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। তবে শুধু রাজধানী ঢাকার হিসাব বিবেচনায় নিলে এই হার ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছর রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা গেছেন, তার ৪০ শতাংশই ছিলেন শিক্ষার্থী। সরকারের নীতিনির্ধারকদের মনোযোগও মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। এরপরও রাজধানীতে কেন সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর হার আগের চেয়ে বেড়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গত ৪ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৪৭ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ গত চার মাসে দিনে গড়ে তিনজন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে সড়কে। অন্যদিকে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে রাজধানীতে ১২৪টি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৯৩ জন। এর মধ্যে শিক্ষার্থী ২৭ জন। রাস্তা পার হতে গিয়ে ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ঘটনা বেশি। ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটি ১৭টি নির্দেশনা দিয়েছিল। এসব নির্দেশনার বেশির ভাগ সড়কের শৃঙ্খলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। কিন্তু ওগুলো কাগজে-কলমেই আটকে আছে, বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে সড়ক নিরাপদ করার কথা সরকার মুখে যতবার বলছে, বাস্তবে সে রকম কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। নিরাপদ সড়ক করতে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি গুলো বাস্তবায়ন করা খুব দ্রুত প্রয়োজন। কেননা শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। তাদের দ্বারা দেশ চলবে, দেশ উন্নত সমৃদ্ধশীল হবে। কিন্তু এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রাণ হারানো আগামীতে দেশ গড়ার কারিগর হারা হবে। এ রকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আর কোনো শিক্ষার্থী অকাল মৃত্যুর মুখে না পড়ার আগেই সরকার উক্ত বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। যেসব কারণে এমন দুর্ঘটনা গুলো ঘটে থাকে সেসব কারণ গুলো চিহ্নিত করে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হোক। যারা আইনের অপব্যবহার করে তাদের ব্যাপারে কঠোর হোন। বিনিময়ে মায়ের সন্তানকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিন, দেশকে এগিয়ে নিন।

মানবসভ্যতা এবং জীবিকার জন্যই সমুদ্র টিকিয়ে রাখতে হবে

শফিকুল ইসলাম খোকন

সাগর-সমুদ্র এ দুইয়ের সাথে আমরা খুবই পরিচিত। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে কতশত সম্পদ রয়েছে তা হয়তো অনেকেই জানে না। আমরা জানি যে কোন সম্পদ মানুষের কল্যাণের জন্য, দুনিয়াতে যারাই সম্পদ অর্জন করে নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। আর সেই সম্পদ রক্ষা করতে আমরা কথা কিছুই না করে থাকি। এই সম্পদের জন্য ভাই ভাইও অসম্পরক হয়ে থাকে এমনকি হত্যার মতো জঘন্য কাজও হয়ে থাকে। কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ এবং কৌতুক মনে হচ্ছে তা হলো সমুদ্র আমাদের সম্পদ, এই সমুদ্রের কতশত যে সম্পদ রয়েছে তা অনেকেই জানে না। কিন্তু এই সমুদ্রে এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সমুদ্র রক্ষা না করে বরং ধ্বংস করি। শুধু তাই না প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলে ধ্বংস লিলায় মেতে উঠি। গত ৮ জুন ছিলো বিশ্ব সমুদ্র দিবস। জোয়ার পরিবর্তনে স্পন্দন হারাচ্ছে সমুদ্র, আবার প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারের কারণে সমুদ্র দুষিত হচ্ছে, শুধু তাই না এর ফলে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ যেমন প্রজনন ক্ষমতা হারাচ্ছে তেমনি সমুদ্রের তলদেশে সম্পদগুলো দিনদিন বিলুপ্ত হচ্ছে। দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো, সাগর- মহাসাগর সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে প্রতি বছর ৮ জুন বিশ্ব সমুদ্র দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে বছরই প্রথম বারের মতো দিবসটি পালন করা হয়। এরপর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব সমুদ্র দিবসের পালনের বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। সাগর-মহাসাগরকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। আমাদের অক্সিজেনের সবচেয়ে বড় জোগানদাতা হলো এসব সাগর আর মহাসাগর। সমুদ্রের এই অবদান, আবেদন, প্রয়োজনীয়তা আর উপকারীতাকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বের সবার সামনে তুলে ধরতে প্রতি বছর ৮ জুন পালন করা হয় বিশ্ব সমুদ্র দিবস। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে বঙ্গোপসাগরের ওপর বাংলাদেশের প্রায় একচ্ছত্র অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এ খাতে তেমন অগ্রগতি নেই বললেই চলে। বঙ্গোপসাগর একটি সুবিশাল মাছ ও জলজ প্রাণীর ভান্ডার। প্রায় পাঁচ শ' প্রজাতির সুস্বাদু মাছ রয়েছে এখানে, যার অধিকাংশই অনারোহিত। সমুদ্র তলদেশও মূল্যবান তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদের অফুরান ভান্ডার। ভারত ও মিয়ানমার এ দুটো ক্ষেত্রে সমুদ্র সম্পদ আহরণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে অনেকাংশে। জরিপ ও গবেষণার কাজটিও প্রায় স্থবির, গতিহীন। দক্ষ জনবলের অভাবও প্রকট। তদুপরি ১৯৭৪ সালের 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার এণ্ড মেরিন জোন এ্যাক্ট' আইনটিও সংস্কার ও সংশোধন করা হয়নি অদ্যাবধি। সুবিশাল বঙ্গপোসাগরের বিপুল মৎস্য সম্পদ আহরণে টেকসই মৎস্য মজুদ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা এবং উপকূলীয় প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে ১৮৯২ কোটি টাকার 'সাসটেন্যাবল কোস্টাল এণ্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট', যা বাস্তবায়িত হবে চার ধাপে। ২০২৩ সালের জুন নাগাদ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হলে তা হবে বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতির একটি বড় অগ্রগতি। বাংলাদেশের সমুদ্র গর্ভের সম্পদ এখন পর্যন্ত প্রায় অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত। সীমিত পর্যায়ে কিছু পরিমাণ তেল-গ্যাস এবং মৎস্য সম্পদ আহরণ করা হলেও, এর পরিমাণ বঙ্গোপসাগরের অফুরান সম্পদের তুলনায় খুব নগণ্য। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ভারত এবং ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকায় (টেরিটোরিয়াল সি) অধিকার লাভে সফল হয়। ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ ও অন্যান্য সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। অথচ এই বিশাল অঞ্চলে কি পরিমাণ মৎস্য ও খনিজ সম্পদ রয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। বিদ্যুত, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ব্লু ইকোনমি সেল। গভীর সমুদ্র এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বহুমুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় ৯৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেনা হবে অত্যাধুনিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি জাহাজ। বাকি ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে অবকাঠামো উন্নয়নসহ গবেষণার কাজে। জরিপ জাহাজের মাধ্যমে সুবিস্তৃত ও সুবিশাল বঙ্গোপসাগরের বুকে ও তলদেশে যাবতীয় মৎস্য, জলজ সম্পদ ও তেল-গ্যাসসহ মূল্যবান খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং এসবের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা জানা সম্ভব হবে। প্রাপ্তিসাপেক্ষে এসব মূল্যবান খনিজ উত্তোলন ও আহরণ সম্ভব হলে আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে সুনিশ্চিত। কিন্তু এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন সমুদ্র সম্পদকে নিজেদের স্বার্থের জন্য রক্ষা করতে পারছি না? অথচ দিন দিন সমুদ্র নষ্ট হচ্ছে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস রিসার্চের প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, সমুদ্রে পাওয়া সমস্ত প্লাস্টিকের ৮০ শতাংশ আসে এশিয়া থেকে। মহাসাগরে সমস্ত প্লাস্টিক বর্জ্যের এক তৃতীয়াংশের বেশি (৩৬.৪ শতাংশ) ফিলিপাইন থেকে আসে বলে বলে মনে করা হয়। তালিকায় এরপরেই আছে ভারত (১২.৯ শতাংশ), মালয়েশিয়া (৭.৫ শতাংশ), চীন (২.৭ শতাংশ) এবং ইন্দোনেশিয়া (৫.৮ শতাংশ)। এই পরিমাণগুলোতে বিদেশে রপ্তানি করা বর্জ্য অন্তর্ভুক্ত নয়, যা সমুদ্রে প্রবেশের উচ্চঝুঁকিতে থাকতে পারে। ওই প্রতিবেদনে প্লাস্টিক পরিবেশের জন্য এত বিপজ্জনক কেন? তাও উল্লেখ করেছেন। প্লাস্টিকের প্রধান সমস্যা হলো, এগুলো সহজেই বায়বীয় হয় না। এর ফলে এগুলো শত শত বছর ধরে পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এবং মারাত্মক দূষণসমস্যা সৃষ্টি করে। সমুদ্রে নির্গত প্লাস্টিকগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাসমান থাকে। অবশেষে এগুলো তলদেশে ডুবে যায়। মহাসগরে যত প্লাস্টিক, এর ৯৯ শতাংশই ভূপৃষ্ঠের নিচে মাইক্রোপ্লাস্টিক আকার ধারণ করে আছে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়। এর প্রায় অর্ধেকই শপিং ব্যাগ, কাপ এবং প্যাকেজিং উপাদানের মতো এককভাবে ব্যবহারের পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই প্লাস্টিকগুলোর মধ্যে প্রতি বছর আনুমানিক ৮ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন টন নানাভাবে সাগর-মহাসাগরে নির্গত হয়। সময়ের পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ। সময়টা এখন প্লাস্টিক পণ্যের এবং বর্তমানে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হলো প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে নানাভাবে এর বিশাল একটা অংশ চলে যাচ্ছে সমুদ্রে, যা খুব সহজেই বিপন্ন করছে সেখানকার জীববৈচিত্র্যকে। প্লাস্টিক এখন মহাসাগরের গভীর তলদেশে ছড়িয়ে গেছে, ঢুকে পড়েছে তিমির মতো নানা প্রাণীর পেটে এবং মানুষের খাবারে।

গবেষকদের এক হিসাবে দেখা গেছে, সমুদ্রের প্রতি এক বর্গকিলোমিটার এলাকাতে ১০০ গ্রাম করে এ ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য ভাসছে। সে অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে, গোটা বিশ্বের সমুদ্র এলাকাতে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ এখন মোট ৪০ হাজার টনের বেশি। আর এসব বর্জ্যের জন্য খুব সহজেই বিপন্ন হয়ে উঠছে পরিবেশ এবং সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য। আগেই বলেছি সম্পদ যার, যে সম্পদ অর্জন করে তার দায়িত্ব সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার তার। আর প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু মানব কুলের জন্য তাই এটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বেও মানব কুলের। এজন্য আমাদের সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং সচেতন ও হতে হবে। দেশে এ মুহূর্তে নীল অর্থনীতি নিয়ে আরো বেশি সচেতনতা তৈরি করা দরকার। সামুদ্রিক সম্পদ কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আমাদের দিগন্ত আরো বিস্তৃত করা দরকার। দেশের মানুষের জীবনে আর্থসামাজিক পরিবর্তন আনতে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য নীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। বিভিন্ন সামুদ্রিক শিল্পে সুপ্রশিক্ষিত, দক্ষ ও শিক্ষিত মানবসম্পদ না থাকলে টেকসই ও গতিশীল নীল অর্থনীতিতে কোনো দেশের পক্ষেই সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। সরকারি-বেসরকারি কাঠামোগত সহযোগিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নীল অর্থনীতিতে সাফল্যের জন্য সরকারের ভবিষ্যতের নীতি-কাঠামো হাতে নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি সমুদ্রগামী জাহাজ, মাছ ধরা ট্রলারসহ জেলেদের সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার। পরিশেষে বলতে চাই- পরিবারের প্রধান যেমন সম্পদ অর্জন করে সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টিকর্তাও মানব কল্যাণের জন্য অনেক সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু এই সম্পদ যেমন আমাদের ব্যাবহারের জন্য তেমনি আমাদের জীবন-জীবিকার জন্যও। তাই অন্যান্য সম্পদের মতো সমুদ্র সম্পদও আমাদের রক্ষা করতে হবে, টিকিয়ে রাখতে হবে, দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি ব্যক্তি উদ্যোগেও। তাহলেই মানব সভ্যতা যেমন টিকে থাকবে তেমনি সমুদ্র ও রক্ষা হবে। (লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট)

দুদকের জাল যেন ছিঁড়ে না যায়

মোস্তফা হোসেইন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ। প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, এমন সন্দেহ শুরু থেকেই ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসার আগে এমন অনেক প্রতিশ্রুতিই দেয়, কিন্তু ক্ষমতালাভের পর বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় কিংবা প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। এই যে বেগমপাড়ার কথা বলা হচ্ছে, তাদের নাড়ি-নক্ষত্র বের করে প্রকাশ করা কি অসম্ভব? এমন প্রশ্ন শতেক হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রোগমুক্তির উপায়টা কি? বিশ্লেষকদের প্রায় সবার কাছ থেকে প্রথম যে পরামর্শটি আসে, তা হচ্ছে প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দুদককে শক্তিশালী ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ব্যক্তির সততা। এজন্য শাস্তি এবং পুরস্কার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এবারও প্রতিশ্রুতি শুনে মানুষ ভিন্নতর কিছু ভেবেছে এমনটা মনে করার কারণ নেই। তবে প্রতিশ্রুতি দানকারী এবং প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত এই দুই শ্রেণির মধ্যে এক জায়গায় ঐকমত্য আছে- তা হচ্ছে, দুর্নীতি নির্মূল সম্ভব নয়। সহনীয় পর্যায়ে আনাটাই উভয়পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই দুর্নীতির ধারাবাহিকতা এতই শক্তিশালী ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহটা থেকেই যায়। সমালোচনা হয়েছে, আইওয়াশ কিংবা লোক দেখানো এমন বিশেষণ যুক্ত করে। দুর্নীতির প্রসঙ্গ এলে বরাবরই আলোচনা হতো রাঘবদের কথা। রাঘবরা নিরাপদ থাকে, তাদের ধরা হয় না কিংবা তাদের ধরার সাহস রাখে না- সরকার, ইত্যকার নানা মুখরোচক কথা তো ছিলই। বিরোধী দলগুলো ক্ষমতার বাইরে থেকে নিত্য দুর্নীতির অভিযোগ আনে, এটাও সেই রুটিন ওয়ার্ক যেন। মোট কথা সবই চলে সমান্তরালে। এরমধ্যে পুলিশের সাবেক আইজি, জাদরেল অফিসার বেনজীর আহমেদ দৃশ্যপটে এসেছেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। গণমাধ্যমগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দুর্নীতির খোঁজ নিতে। একের পর এক বেরিয়ে আসছে অবাক করা দুর্নীতির তথ্য। কী বলছে এসব, এমনতর প্রশ্নই শোনা যায় এর সূত্র ধরে। বেনজীরকে অভিযুক্ত করার পর অন্তত এটুকু বলা যায়-রাঘবরাও ধরা খায়। প্রশ্ন এসেছে শুধু বেনজীরই কি নজির স্থাপনকারী দুর্নীতিবাজ? আশার কথা, জবাব পাওয়া যাচ্ছে দুদকের কর্মকাণ্ড দেখে। সংবাদ হয়েছে, দুদকের জালের আওতায় ইতোমধ্যে অর্ধশতাধিক পুলিশ সদস্য এসে গেছেন। যাদের অবস্থান কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিআইজি পর্যন্ত। আছে বর্তমান ও সাবেকও। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী দুদকের অনুসন্ধানের তালিকায় এখনও সাবেক ও বর্তমান অতিরিক্ত আইজিপি ছাড়াও ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, এসপি, অ্যাডিশনাল এসপি, এএসপি, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবলসহ প্রায় সব পদের পুলিশ সদস্য রয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুস বাণিজ্য, সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয়, আইন অমান্য করাসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ বাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়া ডিআইজি মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় দেশের আদালত তাকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেন। অভিযোগ ছিল তিনি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। ডিআইজি মিজানুর রহমানকে ২০২৩ সালের ২১ জুন ১৪ বছরের সাজা দেন নিম্ন আদালত। ডিআইজি মিজানের আপিলের পর সেই সাজা বহাল রেখে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) আদেশ দেন উচ্চ আদালত। বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ বিচারিক আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা মিজানুর রহমানের আপিল খারিজ করে দেন। (সূত্র বাংলা ট্রিবিউন,২ জুন ২০২৪) পুলিশ বাহিনীর ২ লাখ ১২ হাজার সদস্যের মধ্যে অর্ধশতাধিক এই সংখ্যাটা খুবই সামান্য মনে হতে পারে। তবে ২ লাখ ১২ হাজার পুলিশের শতভাগই যে বেনজীর আহমেদ নয় তাও স্বীকার করতে হবে। এটাও বলতে হবে, দুই লক্ষাধিক পুলিশের মধ্যে ৫/১০ হাজার দুর্নীতিগ্রস্ত এটাও সাধারণ ধারণা। তবে এই পদক্ষেপ এর পর সন্তোষ প্রকাশ করা যায়- রাঘবদেরও ধরা হচ্ছে। দুর্নীতি কি শুধু পুলিশেই ঘাপটি মেরে বসে আছে? তাইলে দুর্নীতিবাজদের হাতে হাতকড়া লাগায় কে? পুলিশের সবাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। অনেকেই যুক্ত এটাও প্রচারিত। বছর দুই আগে প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় বাংলাদেশে সর্বাধিক দুর্নীতি হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে। মনে করা যেতে পারে, সরকার হয়তো সর্বাধিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। যে সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাধিক দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়েছিলো তখনই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভকারী হিসেবে দেখানো হয়েছিল পাসপোর্ট ও বিআরটিকে। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূত্র অনুযায়ী বিচারিক সেবা খাতে দুর্নীতির হিস্যা ছিল ৫৬.৮%, স্বাস্থ্য খাতে ৪৮.৭%, স্থানীয় সরকার-এ ৪৬.৬ এবং ভূমি সেবায় ৪৬.৩%। সুতরাং এটা বলার সুযোগ নেই যে শুধু পুলিশ বাহিনীতেই দুর্নীতিবাজরা ঢুকে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি এবং তাদের এই দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের চিত্র প্রায়ই সংবাদে আসে। সেগুলো দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দুদক। এই দুদকও শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত নয় এমন সংবাদও আমাদের চোখে পড়ে। সরিষাক্ষেতে ভূত মনে হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও ১০/২০তম স্থানে পৌঁছায়নি। তাই এখনও মানুষ ভরসা করতে চায়, দুর্নীতির গলা টিপে ধরতে পারে এই প্রতিষ্ঠানটি। এই দুদককে নখদন্তহীন বাঘ আখ্যায়িত করতে দেখা গেছে, একসময়কার কমিশন চেয়ারম্যানকে। এই বাঘের দাঁত গজানোর ব্যবস্থা কি ওইভাবে করা হচ্ছে? তাদের সক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো কি? তাদের কাজের মূল্যায়নও বা কি? যত বড় প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, এ সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার আছে। দুদকের শক্তিমত্তা নিয়ে আলোচনার প্রথমেই আসবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টি। যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা কার্যকর হয়, তাহলে এই দুদকই ধীরে ধীরে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের জাল ছড়িয়ে দিতে পারে। সেখানে হয়তো বেনজীর, ক্যাসিনো সম্রাট জাতীয় রাঘবরা সবসময় ধরা পড়বে না। তবে বড় মাঝারি কিংবা ছোটরা যদি নিয়মিত ধরা খেতে থাকে, তাহলে এর প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়তে পারে। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, এটা কীভাবে সম্ভব? হুন্ডিকে আয়ত্বে আনার সুযোগ কম এমন বলা হয়। কিন্তু তারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকবে এটাও কি বিশ্বাস করতে হবে? এই যে বেগমপাড়ার কথা বলা হচ্ছে, তাদের নাড়ি-নক্ষত্র বের করে প্রকাশ করা কি অসম্ভব? এমন প্রশ্ন শতেক হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রোগমুক্তির উপায়টা কি? বিশ্লেষকদের প্রায় সবার কাছ থেকে প্রথম যে পরামর্শটি আসে, তা হচ্ছে প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দুদককে শক্তিশালী ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ব্যক্তির সততা। এজন্য শাস্তি এবং পুরস্কার নিশ্চিত করা যেতে পারে। লেখক : সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

বেসরকারি স্কুল-কলেজ পরিচালনা পর্ষদের নৈরাজ্য

মাসুদুর রহমান

২০০৯ সালের প্রবিধানমালা অনুযায়ী বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়ে আসছিল যেখানে স্থানীয় সংসদ সদস্য অথবা তার মনোনীত কোনো বেসরকারি প্রতিনিধিবর্গ সংশ্লিষ্ট থাকতো। বিস্ময়কর বিষয় হলো, তখন নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উক্ত মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ বাছাইকরণে কোনো রূপ শিক্ষাগত বা অন্য কোনো যোগ্যতার শর্ত ছিল না। অথচ, শিক্ষক- কর্মচারী নিয়োগ, প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সরকারি নির্দেশনা, বিধি-প্রবিধি বাস্তবায়নসহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নীতিনির্ধারণী নির্বাহী কার্যাদি সম্পাদনের একচ্ছত্র ক্ষমতা কার্যত এই কমিটির ওপরই ন্যস্ত থাকে। ২০১৬ সালে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের বাদ রেখে শুধু তাদের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা কমিটি গঠিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহসহ শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের মহতী দায়দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো এমন স্পর্শকাতর স্থল পরিচালনায় কোনো রূপ যোগ্যতার মানদ- ছাড়াই কমিটি নির্ধারণ দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক সমালোচিত হয়ে আসছিল। ২০১৯ সাল থেকে সরকারি প্রাথমিক ও বেসরকারি স্নাতক-স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ডিগ্রি পাশ করা হয়েছে। অবশেষে, অতিসম্প্রতি গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধান মালা-২০২৪ এর আলোকে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতির যোগ্যতা এইচএসসি পাশ করা হয়েছে যদিও প্রাথমিক স্কুলের চেয়ে যোগ্যতাটি কম হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি বেশ সমালোচিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৩৫ হাজারের বেশি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ (কারিগরি ও মাদ্রাসা সমেত) আছে। এগুলোর মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থাৎ, দেশের নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাস্তরের প্রায় ৯৭ ভাগই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে। মূলত বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্র সেবায় নিয়োজিত শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবলের অধিকাংশই এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। এসব বাস্তবতার নিরিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের তাবৎ শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর উইং বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই এটার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর যত্নশীল বা সতর্ক হওয়া অপরিহার্য বলে মনে করি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার যথেষ্ট উদাসীন। বলাবাহুল্য, দেশে বেসরকারি শিক্ষকদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সন্দেহাতীত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক, সামাজিক ও পেশাভিত্তিক ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট অবমূল্যায়িত যা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বৈকি। শিক্ষকদের মতো সর্বোচ্চ একাডেমিক ডিগ্রিধারী পেশাজীবীদের পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত এমন কম শিক্ষাগত যোগ্যতার সভাপতি নিয়োগ দান কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে না মর্মে সচেতন মহলে শুরু থেকেই সমালোচনার ঝড় বইছে। এছাড়া, শিক্ষাগত যোগ্যতার বাইরে সামাজিক যোগ্যতার মানদ- কেন রাখা হয়নি- এটাও একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন। উল্লেখ্য- শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো এমন পরম সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পরিচালনায় সাধারণত রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটি নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু যাদের নিয়োগ দেয়া হয় তাদের অধিকাংশেরও বেশি সমাজে ধিকৃত, বিতর্কিত এবং আইনের দৃষ্টিতে কালো তালিকাভুক্ত। অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রে আন্ডারওয়ার্ল্ড সন্ত্রাসী, খুনি, মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি, মাদক কারবারি, মাদকাসক্ত, নারী কেলেংকারিসহ অন্যান্য জঘন্য অপরাধে জড়িতদেরকেও পরিচালনা কমিটিতে রাখা হয় যা সত্যিই এক ঘৃণিত বিস্ময় বটে! তারা যখন প্রাতিষ্ঠানিক সভায় উপস্থিত হন তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক কে সোজা দ-ায়মান হয়ে সামরিক ভঙ্গিমায় সম্ভাষণ জানাতে হয়। এই সম্ভাষণ জানাতে উনিশ-বিশ হলে শিক্ষককে কমিটির রোষানলে পরার এমনকি অপমানিত হওয়ারও ঘৃণ্য উদাহরণ আছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ সহ সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত থাকলেও তারা সেগুলো যথাযথ পালন তো করেই না বরং উল্টো প্রতিষ্ঠানের গচ্ছিত তহবিল আত্মসাতেই জড়িত থাকে যা অসংখ্য ঘৃণ্য উদাহরণে জর্জরিত। শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা তাদের ওপরেই ন্যস্ত; এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগই তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। সরকারি নিরীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরে তাদের বহুমাত্রিক দুর্নীতি প্রমাণিত হয়ে আসছে। এদের দুর্নীতির বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাপক সমালোচনা চললেও কমিটির গঠননীতি সংস্কারের ব্যাপারে কখনোই উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় অবশেষে ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব করা হয়। বর্তমানে এন্ট্রি লেভেল শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি কমিটির করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করে মন্ত্রণালয়ের এনটিআরসি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেই নিয়োগেও কর্তৃপক্ষের সরাসরি সুপারিশ থাকলেও কমিটি দুর্নীতি চরিতার্থে যথেষ্ট গড়িমসি করত। হয়রানির হাত থেকে বাঁচতে সুপারিশ প্রাপ্ত অনেক প্রার্থীরা বাধ্য হয়ে গোপনে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। কোনো প্রার্থী কমিটিকে ঘুষ প্রদানে ব্যর্থ হলে তার নিয়োগ বন্ধ রাখা হতো- এমন অনেক অভিযোগও মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই সুপারিশ পাওয়ার পরেও ঘুষের অর্থ জোগাড় করতে না পেরে যোগদানে বিরত থেকেছেন। আবার এমপিওভুক্তির অনুমোদনও স্থগিত রাখা হতো। খোদ সরকারের এনটিআরসিএ থেকে এহেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেমে থাকেনি। এমনকি নিয়োগ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঘুষের অর্থ প্রদানে অপারগ শিক্ষকের নাম মাসিক বেতন-ভাতা বিলের (এমপিও শিট) তালিকা থেকে বাদ দেয়ারও হুমকি প্রদান করা হতো। অবশেষে এনটিআরসি কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন এনে নির্বাচিত প্রার্থীদের পিএসসির আদলে চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি, তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) এমপিও সুপারিশ করে নিয়োগ সম্পন্নের বিধি চালু করেছেন। এতে করে এ পর্যায়ে কমিটির দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে ঠিকই কিন্তু অধ্যক্ষ, প্রধান/সহ-প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপক ক্ষমতা আগের মতোই তাদের হাতে রয়ে গেছে। এসব পদগুলোতে আগের মতোই মোটা অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। প্রার্থী সর্বসাকুল্যে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সবিশেষ ঘুষ চুক্তিতে যোগ্য না হলে তার সব যোগ্যতা অযোগ্যতায় পরিণত হয়। নিয়োগ কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও অনেক সময় এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকেন। শুধু নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই নয়, সব শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়োগ পরবর্তী প্রতি মাসের বেতন ভাতায় অনুমোদনসহ চাকরির সার্বিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার সার্বিক ক্ষমতা এই কমিটির ওপর ন্যস্ত আছে। ফলে শিকারগ্রস্ত শিক্ষক-কর্মচারী ভয়ে কখনোই কমিটির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেন না। অনেক সময়ই কমিটির সদস্যরা শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানার শ্রমিকদের মতো আচরণ করে থাকে। এমনকি চরম ঘৃণ্য অশালীন আচরণেরও অসংখ্য রেকর্ড (শিক্ষক গোষ্ঠীর জন্য মর্যাদা হানিকর বলে উল্লেখ না করা সমীচীন) আছে। কার্যত প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সবাইই এদের কাছে এক প্রকার জিম্মি থাকেন। কিন্তু কোনো শিক্ষক কর্মচারীই তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পান না। কেননা, আইনগত ভাবে কমিটিকে ব্যাপক নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকেও এতটা প্রদান করা হয়নি। অডিটে কমিটির দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তাদের শাস্তির আওতায় আনার উদাহরণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন না, তারা দ্বিবার্ষিক মেয়াদে ক্ষমতায়িত হন এবং পরিশেষে সব ঝুঁকি-ঝামেলা কমিটির সদস্যসচিব হিসাবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই বহন করতে হয়। শুধু তা-ই নয়, তাদের ব্যক্তিগত ও হীন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি চরিতার্থে অনেক সময় কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকেও তারা অপব্যবহার করে থাকেন। অবস্থাদৃষ্টে এটা প্রমাণিত যে, যে হিতার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি নিয়োগ দেয়া হয় অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার ন্যূনতম লক্ষ্যটুকুও পরিপূরণ হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তারা সেবার পরিবর্তে বহুমাত্রিক আর্থিক দুর্নীতি চরিতার্থের নিরাপদ স্থল বলে মনে করেন। মূলত এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি থেকেই তারা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য জোর প্রতিযোগিতা ও লবিং-গ্রুপিং চালায়। এমনকি এমন মধুলেহ কমিটিতে আসার জন্য খুনোখুনি পর্যন্ত ঘটে থাকে। কমিটি বা পর্ষদে সদস্য সচিব ও শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও একজন শিক্ষক থাকলেও সভাপতিসহ বহিরাগত অন্যান্য সদস্যদের রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তারা সাধারণত অসহায় থাকেন। রেজুলেশনে কোনো অনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুমোদনে বিরোধিতা করলে তাদেরকে বেশ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যার নজিরও কম নয়। বাস্তবতা হলো, যদি তাদেরকে এসব ব্যাপক ভিত্তিক নির্বাহী ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে শুধু স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব দেয়া হয় তবে হয়তো এদের কাউকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের মতো এমন অনিয়ম অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় না। কেননা, অন্যদের বেসরকারি পর্ষদের মতো এতটা ক্ষমতায়ন করা হয়নি; উপরন্তু, অন্যদের সার্বিক যোগ্যতার মানও এসব পর্ষদের চেয়ে সাধারণত উন্নততর থাকে। সম্প্রতি মাউশির ডিজি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আজকাল আলুর ব্যাপারিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়। ইতোমধ্যে, বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০২৪ গেজেটেড হয়েছে। সে অনুযায়ী কমিটির বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিটি বাতিলের ক্ষমতা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগের ভাষ্য অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধানের আলোকে কমিটিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে এবং এতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম কমবে। কিন্তু নিরেট বাস্তবতায়, তাদেরকে প্রদেয় ক্ষমতার এতটুকুও কমানো হয়নি। উল্লেখ্য, প্রণীত প্রবিধান ও উপ-প্রবিধানঃ ৭১,৭১(১),৭২(৫),৭৩ এবং ৭৩(৫) এর মধ্যে বা অন্য কোনো বিধি-উপবিধিতে তাদের কৃত অপকর্মের জন্য কোনো ফৌজদারি শাস্তির কথা বলা হয়নি। উল্টো ৭৩(৫) এর উপ-প্রবিধানে অভিযুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দ- হিসাবে চাকরিচ্যুতির কথা বলা হয়েছে। এটা একপেশে ও পক্ষপাতমূলক বৈকি। দ-স্বরূপ শুধু কমিটি বাতিলের মাধ্যমে কার্যত তাদের কৃত অপকর্মের সেফগার্ড তথা দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এতে করে তারা আরও বোপরোয়া হয়ে উঠবে বলে সচেতন মহল মনে করেন। অর্থাৎ, বস্তুত পরিবর্তিত প্রবিধানমালায় কিছুটা আঙ্গিক সংস্কার হলেও কোনো গুণগত সংস্কার হয়নি যা রূপক অর্থে- নতুন বোতলে পুরনো মদ রাখার সামিল। বলাবাহুল্য, বিগত দিনে (এনটিআরসিএ এর পূর্বে) কমিটি কর্তৃক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের ধারাবাহিক ফিরিস্তি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়োগ বোর্ডে কমিটির সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য কর্তারাও সংশ্লিষ্ট থাকতেন। কিন্তু সে সব কর্তাদের কখনোই দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়নি। এমনকি সদ্য প্রণীত প্রবিধানেও এ জাতীয় ভবিষ্যৎ কর্তাদের জবাবদিহিতার বিষয়ে বলা হয়নি। এ নিয়ে অতীতের মতো সমালোচনা বইছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, শিক্ষকদের বিষণ্ন ও অপ্রসন্ন রেখে আর যাই হোক শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে এগিয়ে নেয়া যায় না। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারি শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রচলিত রীতিবিধি যুগোপযোগী নয়। এতে করে শিক্ষকদের যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক হচ্ছে। সর্বশেষ, এনটিআরসিএ (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ) এর ৫ম গণবিজ্ঞপ্তিতে ৯৬ হাজার শূন্যপদের চাহিদার বিপরীতে মাত্র ২৩ হাজার প্রার্থীর আবেদন জমা পড়েছে যা নজিরবিহীন। অর্থাৎ, বেসরকারি শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীরা অনেকটা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যা শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে রীতিমতো হতাশার। বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি আর্থিক ও সামাজিক চরম অবহেলার পাশাপাশি অপরিকল্পিত ও অনাদর্শিক পরিচালনা পর্ষদের সংস্কৃতিও এ পরিস্থিতির জন্য অনেকটা দায়ী। এ জরাজীর্ণতার উত্তরণ ঘটাতে হলে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের সরকার শতভাগ বেতন ও কিছু অংশ ভাতাদি দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরও নানাবিধ শিক্ষা সহায়তা সরকারই প্রদান করছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নও সরকার দেখছে। অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংশ্লেষের ন্যূনতমও এখন কমিটির ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে কমিটিকে কেন এত ক্ষমতায়ন করা হয়েছে? কেন শিক্ষকদের পরিচালনা পর্ষদের নামে অযোগ্য ও অপ্রশিক্ষিত সিন্ডিকেটের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে? এগুলো এখন সচেতন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্যা নিরসনে হয় সরকারই সরাসরি নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করুক অথবা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে সরকার আরও স্বচ্ছ ও যত্নশীল হোক। পর্ষদ গঠনে সমাজের সুধীজন তথা সর্বজন স্বীকৃত সৎ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত ও নির্বাচিত করা হোক। ধিকৃত রাজনৈতিক, অসৎ ও অসামাজিক বক্তিদের সর্বাগ্রে পরিহার করা হোক; এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ইনটেলিজেন্স বিভাগের নির্মোহ অনুসন্ধানী ও পর্যবেক্ষণী সহায়তা নেয়া হোক। তা নাহলে, আগামী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত প্রজন্ম ও জাতিগঠনে যে যুগোপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। ভূলুণ্ঠিত হতে পারে সোনার বাংলা গড়নের চিরায়ত স্বপ্ন। [লেখক : প্রাবন্ধিক]

সম্পর্ক জোরদারে পদক্ষেপ নেবে চীন-পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে আরো পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন চীন ও পাকিস্তান উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। শুক্রবার দুই দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। খবর জিও নিউজের। সম্প্রতি চীন সফরে যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। রাজধানী বেইজিংয়ের গ্রেট হলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে সম্পর্ক আরো গভীর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। বন্ধুপ্রতীম দেশ দুইটির নেতারা দীর্ঘদিনের অল-ওয়েদার স্ট্র্যাটেজিক কো-অপারেটিভ পার্টনারশিপের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন। এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ চীনের প্রেসিডেন্টে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পারমাণবিক অস্ত্রের মোতায়েন বাড়াতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য প্রতিপক্ষের থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকি রোধে আরও বেশি সংখ্যক কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা প্রণয় ভাদ্দি এই তথ্য জানিয়েছেন। গত শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে অস্ত্রাগার সীমাবদ্ধতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় চীন ও রাশিয়ার উপর আরও কার্যকর চাপ প্রয়োগে নতুন নীতি প্রণয়ন করার বিষয়ে বক্তৃব্য দেন প্রণয় ভাদ্দি। সেখানেই তিনি জানান যে মার্কিন প্রশাসন আরও বেশি কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে। তিনি বলেন, আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের অস্ত্রাগারে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাই আমরা নিজেরাই আগামী বছরগুলোতে নিজেদের অস্ত্র মোতায়েনে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন বোধ করেছি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তা কার্যকর করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।

যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করি, তাহলে বুঝতে হবে যে 'শত্রুদের' ঠেকাতে ও মার্কিন জনগণের জনগণ, মিত্র ও অংশীদারদের রক্ষা করার জন্য আমাদের আরও পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োজন। রাশিয়ার সঙ্গে ২০১০ সালে সম্পাদিত 'নিউ স্টার্ট' চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫৫০টি কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করতে পারে।

মুম্বাই বিমানবন্দরে একই রানওয়েতে দুটি বিমান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতে অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোর দুইটি বিমান। শনিবার মুম্বাই বিমানবন্দরে একই রানওয়েতে চলে এসেছিল বিমান দুইটি। মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এই ঘটনার ভিডিও। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, শনিবার ইন্ডিগোর একটি বিমান অবতরণ করছিল। আর ঠিক সেই সময় ওই একই রানওয়ে থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান আকাশে উঠে যাচ্ছিলো। ইন্ডিগোর বিমানটি রানওয়ে ছুঁয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি তখনও রানওয়ে ছেড়ে যেতে পারেনি। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ইন্ডিগোর বিমানটি। কিন্তু তার আগেই রানওয়ে ছেড়ে উড়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। ফলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায় বিমান দুটি।

'১৯৭১ সম্পর্কিত টুইট' অনুমোদনের দায় স্বীকার ইমরান খানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে টুইটের বিষয়টি অনুমোদন দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন। শনিবার ডন তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পিটিআইর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ওই টুইটে পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ১৯৭১ সালে ঢাকায় তাদের যে বিপর্যয় তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভিডিও সম্বলিত পোস্টটি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়েন ইমরান খান ও তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। জানা যায়, পিটিআইয়ের সোশ্যাল মিডিয়া টিম ইমরান খানের অ্যাকাউন্টগুলো পরিচালনা করে থাকে। এই অবস্থায় ১৯৭১ সম্পর্কিত টুইটটি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি এর দায় স্বীকার করেন। তবে তার এক্স অ্যাকাউন্টে (সাবেক টুইটার) ওই টুইটের সঙ্গে যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন। ইমরান বলেন, ওই ভিডিওর বিষয়বস্তু কী, তা তিনি জানেন না বলে এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।

'২৩৬ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে' যেভাবে চার জিম্মিকে উদ্ধার করল ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী মধ্য গাজা থেকে শনিবার চারজন জিম্মিকে উদ্ধার করেছে। কয়েক সপ্তাহব্যাপী পরিকল্পনার পর অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়। তবে সেই অভিযানে শিশুসহ অন্তত ২৩৬ ফিলিস্তিনি মারা গেছে বলে জানা যাচ্ছে। ইসরায়েলিদের জন্য এ অভিযান স্বস্তি নিয়ে আসলেও ফিলিস্তিনিদের জন্য সেটা আরও দুর্ভোগ তৈরি করেছে। গাজার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, ঘনবসতিপূর্ণ নুসেইরাত ক্যাম্পে অভিযানে শিশুসহ কয়েক ডজন লোক মারা গেছে। "সীডস অব সামার" নামে অভিহিত এই অভিযান অস্বাভাবিকভাবে দিনের বেলায় পরিচালনা করা হয়েছিল। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে আরো বেশি চমকে দিয়েছে। সকালের মাঝামাঝি সময়ে সাধারণত রাস্তাগুলো ব্যস্ত থাকে। লোকজন নিকটবর্তী দোকানে কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে। ওই এলাকায় ঢুকে অভিযান চালানো ইসরায়েলি স্পেশাল ফোর্সের জন্য শুধু যে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা নয়, বিশেষ করে বের হওয়াটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। স্পেশাল ফোর্সের একজন কর্মকর্তা আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গেছেন বলে ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে।১৯৭৬ সালে উগান্ডা থেকে একশজন জিম্মিকে ইসরায়েলের উদ্ধারের কথা উল্লেখ করে আইডিএফ এর প্রধান মুখপাত্র রিয়ার এডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, " এটা এনটেবিতে যে রকম অভিযান ছিল সেরকমই একটা"। তিনি বলেছেন, স্পেশাল কমান্ডোরা একইসাথে নুসেইরাত ক্যাম্পের দুইটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়েছিল যেখানে জিম্মিদের রাখা হয়েছে। একটা অ্যাপার্টমেন্টে ২৬ বছর বয়সী একজন জিম্মি নোয়া আরগামানি ছিল। অন্যটিতে ৪১ বছর বয়সী শ্লোমি জিভ, ২৭ বছর বয়সী আন্দ্রে কজলভ এবং ২২ বছর বয়সী আলমগ মির জেন ছিল। হাগারি বলেন তারা খাঁচায় আটকা ছিল না কিন্তু রুমে তালাবদ্ধ ছিল যেখানে তাদের রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছিল। তিনি বলেন, ইসরায়েলি কমান্ডোরা সেখানে

অভিযান চালিয়ে নিজেদের শরীর দিয়ে জিম্মিদের ঘিরে রাখে। বাইরে থাকা সামরিক গাড়িতে ওঠানোর আগে পর্যন্ত এভাবে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হয়। চলে যাওয়ার সময় তারা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছিল।

হাগারি বলেন, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী নিখুঁতভাবে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। এমনকি প্রশিক্ষণের জন্য অ্যাপার্টমেন্টের নমুনাও তৈরি করেছিল। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া মোবাইল ফোনের ভিডিওতে দেখা যায় ক্ষেপণাস্ত্রের বাঁশি এবং গোলাগুলির শব্দ শুনলে লোকজন আত্মরক্ষার জন্য নিচু হয়ে পড়ছে। পরের ফুটেজে রাস্তায় মরদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।

ইসরায়েলের কাছে কয়লা বিক্রি করবে না কলম্বিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধের নামে অসংখ্য বেসামারিক নাগরিককে হত্যার দায়ে ইসরায়েলে কয়লা রপ্তানি বন্ধ করল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো শনিবার এ ঘোষণা দেন। বোগোটায় ইসরায়েলি দূতাবাস বলেছে, মে মাসে পেট্রোর সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও কয়লা রপ্তানি চালু ছিল। কলম্বিয়া ২০২৩ সালে ইসরায়েলে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের কয়লা রপ্তানি করেছে, কলম্বিয়া ইসরায়েলের প্রধান কয়লা সরবরাহকারী। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচক, কলম্বিয়ার প্রথম বামপন্থী প্রেসিডেন্ট পেট্রো শনিবার এক্স-এ বলেছেন, 'গাজায় গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত' ইসরায়েলে কয়লা রপ্তানি স্থগিত থাকবে। একটি সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) জারি করা অস্থায়ী ব্যবস্থার আদেশ সম্পূণরূপে মেনে না চলা পর্যন্ত' নিষেধাজ্ঞাগুলো জারি থাকবে। মে মাসের শেষের দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার আনা একটি মুলতুবি মামলার অংশ হিসাবে, আইসিজে ইসরায়েলকে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে তার আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়, পাশাপাশি জিম্মিদের মুক্তি এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবিক সাহায্যের 'নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের বিধান' মেনে চলার নির্দেশ দেয়। কলম্বিয়ান সরকারের ঘোষণায়, কয়লা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ দিন পরে কার্যকর হবে এবং ইতোমধ্যে চালানের জন্য অনুমোদিত পণ্যগুলোকে প্রভাবিত করবে না। বোগোটা কয়লার ভূমিকাকে 'অস্ত্র তৈরি, সৈন্য সংগঠিত করা এবং সামরিক অভিযানের জন্য একটি কৌশলগত সম্পদ' হিসাবে উল্লেখ করেছে। পেট্রো আরও বলেছেন, কলম্বিয়া ইসরায়েলের তৈরি অস্ত্র কেনা বন্ধ করবে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ইসরায়েল।

গাজায় হামলা নিয়ে জরুরি বৈঠকে নিরাপত্তা পরিষদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজার শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলার ঘটনায় জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। গতকাল রোববার ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের অনুরোধে জরুরি এ বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফার কার্যালয়। সূত্র: আল জাজিরা ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, ওই অভিযানে অন্তত ২১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস। নুসেইরাত শরণার্থী শিবির থেকেই চার জিম্মিজকে উদ্ধার করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। দুটি ঘটনা একই অভিযানের অংশ কিনা,তা এখনও পরিষ্কার নয়। ওয়াফা নিউজ আরও জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশনের ডাক দিতে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে জানানো হয়েছে, পূর্ব জেরুজালেমসহ গাজা এবং পশ্চিম তীরে মানবিক বিপর্যয় বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজন। এ ছাড়া গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ ও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলো কার্যকর করতেও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। প্রায় আট মাস ধরে চলা যুদ্ধে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেখানে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের অভাবও তীব্র। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ইসরায়েলকে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। সেই সাথে রাফাহ শহরে অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। তারপরও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী শহরটিতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, যোখানে অন্তত ১০ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন।

বিনোদন

চঞ্চলের পদাতিক-এ গান গাইলেন সোনু-অরিজিৎ

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের বায়োপিকে সৃজিত মুখার্জির পরিচালনায় অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। 'পদাতিক' নামের ছবিটির প্রথম গান অবমুক্ত হলো। এর শিরোনাম 'তু জিন্দা হ্যায়'। চমকপ্রদ ঘটনা হলো, এটি গেয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী সনু নিগাম ও অরিজিৎ সিং। এবারই প্রথম কোনো গানে এই দুই জনের গায়কী শোনা গেলো। ভারতীয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জি মিউজিক 'তু জিন্দা হ্যায়' গানটি মুক্তি দিয়েছে। এর কথা লিখেছেন শৈলেন্দ্র, সুর করেছেন সলিল চৌধুরী। প্রয়াত এই দুই জনের সৃষ্টির সঙ্গে সনু নিগাম ও অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠের সম্মিলনে ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি গান হয়েছে বলে ইউটিউবে অনেকে মন্তব্য করেছেন। গত শনিবার কলকাতার নবীনা সিনেমাহলে গানটির প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সৃজিত মুখার্জির পাশাপাশি ছিলেন 'পদাতিক' ছবির অভিনেত্রী মনামী ঘোষ, প্রযোজক ফিরদাউসুল হাসান, সংগীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র, অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। মৃণাল সেনের 'কান্দাহার' মুক্তির ৪০ বছর পূর্তি হয়েছে গত শনিবার। সেজন্যই এই দিনে গানটি প্রকাশিত হয়েছে। শাবানা আজমি ও নাসিরুদ্দিন শাহ অভিনীত ছবিটি ১৯৮৪ সালে ৩৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের আঁ সাঁর্তে রিগা বিভাগে নির্বাচিত হয়। কয়েকদিন আগে নিউইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়েছে 'পদাতিক'।

সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : 'ফেসবুকে ঈদের দিনে ছবি দিয়েছি, সেটাও নিউজ। জন্মদিনের ছবি প্রকাশ করেছি, সেটাও নিউজ...প্রতিটা সংবাদের মাঝে আমার ওজন কমানোর গল্প। আমি কিন্তু বাংলাদেশের একটি পত্রিকা বা চ্যানেলের সঙ্গেও কথা বলি না, আপনারা আপনাদের প্রয়োজনে নিউজ বানিয়েছেন। ভাইরাল হওয়া আপনাদের প্রয়োজন; চ্যানেলের প্রয়োজন, পত্রিকার প্রয়োজন। অভিনেতার প্রয়োজন নয়।'- সম্প্রতি ঢাকা ফ্যাশন শো'তে হাজির হয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এভাবেই নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী রুনা খান।' সংবাদ মাধ্যমঅনুযায়ী গত শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত 'ঢাকা ফ্যাশন ডে-২০২৪' অনুষ্ঠানে রুনা বলেন, 'গত এক বছরে এমন কোনো টিভি চ্যানেল নেই যেখান থেকে আমাকে প্রতি মাসে ফোন করা হয়নি। তারা ফোন দিয়েই বলেছে, 'আপু আপনার সঙ্গে কথা বলতেই চাই।' আমি যখনই জানতে চেয়েছি কি বিষয়ে, তারা বলেছেন এমনি। কিংবা লাইফস্টাইল, ওজন কমানো সম্পর্কে। আমি এসব বিষয়ে কথা বলতে চাইনি। আমি চাই আমাকে নিয়ে আলোচনা হোক কাজের জন্য। ছবি প্রকাশ কিংবা ওজন কমানোর জন্য নয়।' অভিনেত্রী বলেন, 'আমি ২০05 সালে অভিনয় শুরু করেছি। বর্তমানে মেহজাবীন, তাসনিয়া ফারিণ...আমার পরের প্রজন্মের অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করছি। তবুও যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে যাই, তাদের আলোচনার বিষয় কাজ থাকে না। আমার ফটোশুট, লাইফস্টাইল, ওজন কমানো এসব নিয়েই থাকে। দেখা যায়, আমার ওজন কমানোর একটা নিউজ থেকে ১ হাজার নিউজ হয়েছে।' টেলিভিশন নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রুনা খানের কর্মজীবন শুরু হয়। 'হালদা' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। এছাড়া গহীন 'বালুচর' ও 'ছিটকিনি' ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। ছিটকিনি ছবিতে কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর জন্য মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার অর্জন করেন রুনা।

যে নিশ্চয়তা পেলে এফডিসিতে কোরবানি দেবেন পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : চিত্রনায়িকা পরীমণি ২০১৬ সাল থেকে টানা পাঁচ বছর কোরবানির ঈদে অনন্য নজির দেখিয়েছেন। চলচ্চিত্রের অসচ্ছল সহশিল্পীদের জন্য এফডিসিতে কোরবানি দিতেন তিনি। ২০২১ সালে এফডিসি কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা দেয় এফডিসির ভেতর কোরবানি দেওয়া যাবে না। পরে বাধ্য হয়ে সে (২০২১) বছর এফডিসির বাইরে সড়কের ওপর ৬টি গরু কোরবানি দেন পরীমণি। যথারীতি মাংস বিলিয়ে দেন সিনেমা সংশ্লিষ্ট শিল্পী-কুশলীদের মাঝে।এরপর পরীর ঘোষিত ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। সেটিতে ছেদ পড়ে। তারপর আর এফডিসিতে কোরবানি দেয়নি কেউই। যার ফলে অনেকটাই বিপাকে পড়েন নিম্ন আয়ের শিল্পী-রা। আসন্ন ঈদে শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে কোরবানি দেবেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল। তিনটি গরু কোরবানি দেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন এই অভিনেতা। ডিপজলের কোরবানি দেওয়ার খবরে অভিমান ভুলে সুখবর দিলেন পরীমণিও। জানালেন, উৎসবমুখর পরিবেশের নিশ্চয়তা পেলে এফডিসিতে আবার কোরবানি দেবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে পরীমণি বলেন, এবারও কোরবানি দিতে চাই। আমার দেওয়া বিগত কোরবানিগুলো সবাই মিলে আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে দিয়েছি। তবে সবশেষ দেওয়া কোরবানি নিয়ে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই আমি এফডিসিতে কোরবানি দেওয়া থেকে সরে এসেছি। এফডিসিকে নিজের পরিবার অভিহিত করে পরীমণি বলেন, আমার পরিবারের সঙ্গে আমি আনন্দ উল্লাস করে কোরবানি দিতে চাই। যদি এফডিসির কেউ ভেতরে আনন্দময় পরিবেশে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে কোরবানি দেওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে তবে কোরবানি দেব। এদিকে পরীমণি মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে শোবিজে আবারও সরব হয়েছেন। দেশের শীর্ষ অডিও-ভিডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জি-সিরিজ প্রযোজিত 'ডোডোর গল্প' সিনেমার মাধ্যমে দুই বছর বিরতির পর প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।

দূরত্ব কমিয়ে এক হলেন মিম-পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেতা শরিফুল রাজকে নিয়ে দুই নায়িকা পরীমণি ও বিদ্যা সিনহা মিমের মনোমালিন্যের কথা সবারই জানা। একটা সময় পরীর অভিযোগ ছিল, মিম ও রাজ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। পরীর সে অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুধু মিম-রাজের জুটিটাই ভেঙে যায়নি, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন মিম। 'ঢাকা ফ্যাশন ডে' অনুষ্ঠানের মঞ্চেই কৃতকর্মের জন্য মিমের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পরীমণি। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, গত শুক্রবার 'ঢাকা ফ্যাশন ডে' অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যে কজন জনপ্রিয় তারকা উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের একটি আলাদা কক্ষে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মিমকে পেয়ে পরীমণি তাকে জড়িয়ে ধরে তার পূর্বের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান। এ সময় সেখানে অন্য তারকা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরীর এমন কর্মকাণ্ডে মিম শুরুতে একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কি বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে পরীর সঙ্গে হাসিমুখেই কথা বলেন। এই ঘটনার পরই অনুষ্ঠানের মঞ্চেও দুই নায়িকাকে হাস্যজ্জ্বলভঙ্গিতে ক্যামেরাবন্দী হতে দেখা যায়। পরী মিমকে আহ্লাদের সঙ্গে জড়িয়েও ধরেন! 'দামাল' সিনেমার প্রচারণার সময় রাজ-পরী ও মিমকে নিয়ে তৈরী হয়।

ঢাকায় ফ্যাশন শো মাতালেন অর্জুন রামপাল

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড তারকা অর্জুন রামপাল দীর্ঘ সময় পর ১৪ বছর পরে ঢাকায় এলেন। অংশ নিলেন 'ঢাকা ফ্যাশন ডে-২০২৪'-এর জমকালো আয়েজনে। সংবাদ মাধ্যমঅনুযায়ী গত শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত 'ঢাকা ফ্যাশন ডে-২০২৪'-এ শো-স্টপার ছিলেন অর্জুন রামপাল।

এতে আপ্লুত অর্জুন কথা বলেছেন এ দেশের মানুষদের নিয়েও। অর্জুন রামপাল বলেন, ?'আমাকে আনার জন্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশে আসার পর থেকেই ভালোবাসা পেয়ে যাচ্ছি। আর এই টিমের জন্য শুভেচ্ছা রইল। পৃথিবীর মঙ্গল হোক।' অনুষ্ঠানটির মূল বিষয়বস্তু ছিল টেকসই ফ্যাশন। এ প্রসঙ্গে 'দিল চাহতা হ্যায়'খ্যাত অভিনেতা বললেন, 'এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেকসই ফ্যাশন।

শাকিব খানের সঙ্গে দূরত্ব কমলো পূজার

বিনোদন ডেস্ক : গলুই সিনেমা দিয়ে দুজনের বয়সের ব্যবধান কমে যায়। পর্দায় হয়েছিলেন একে অপরের সঙ্গী। শোনা যায় ঘনিষ্ঠতার কথা। শোবিজপাড়ায় শাকিব-পূজার প্রেমের নতুন গল্প শোনা যেতে থাকে। এরপর পরই বুবলীকে বিয়ে করার ঘটনাটি সামনে আসে। পূজা ও শাকিবের দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। পূজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে জাজ মাল্টিমিডিয়ায় ফিরে যান, এ নিয়ে ফেসবুকে পোস্টও দেন। শাকিব পূজার মাঝে ব্যবধান দীর্ঘ হয়ে যায়। কিন্তু সে ব্যবধান যেন আকস্মিকভাবেই কমে এলো। শাকিব খান অভিনয়ের পাশাপাশি ইতোমধ্যেই ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি। গত শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত 'ঢাকা ফ্যাশন ডে-২০২৪' অনুষ্ঠানে ভিন্ন লুকে হাজির হন এই নায়ক। আর সেখানেই তার সঙ্গে র‌্যাম্পে হেঁটেছেন ঢালিউডের পঞ্চকন্যা বিদ্যা সিনহা মিম, পরীমনি, পূজা চেরী, সাবি-লা নূর ও তানজিন তিশা। তাদের সঙ্গে ছিলেম নায়ক ইমনও। এই অনুষ্ঠানে শাকিব খানের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গেছে চিত্রনায়িকা পূজা চেরীকে। র?্যাম্পের মঞ্চে শাকিব খানের সঙ্গে পূজার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছে। একাধিক নায়িকা থাকলেও পূজা চেরীকে একপাশে রাখেন শাকিব। পূজাও শাকিব খানের বাহু ধরে ছিলেন। শাকিব ও পূজার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় দুই বছর পর শাকিব খানের সঙ্গে পূজা চেরীর ঘনিষ্ঠতা আলাদাভাবে নজরে আসে অনেকের। মঞ্চে দুজনকে আলাপ করতেও দেখা গেছে। অনেক দিন পর শাকিবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াতে কেউ কেউ ধারণা করছেন, শাকিব-পূজার এই নতুন দেখাসাক্ষাৎ নিয়ে নতুন করে গুঞ্জন উঠতে পারে। এ দৃশ্য স্পষ্ট করে যে শাকিব পূজার মাঝে যে ব্যবধান ছিল সেটা আর নেই। নেটিজেনরা এই দৃশ্য দেখে বলছেন শাকিব পূজা জুটিকে ফের দেখা যাবে। অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে পূজা বোঝাতে চাইলেন, একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক হয় বন্ধুর মতো। অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'আমরা যারা নায়ক-নায়িকা, সহশিল্পীদের মধ্যে সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। শাকিব খানের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব, তেমনি সিয়াম, রোশানসহ যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, সবাই আমরা বন্ধুর মতো।

আমাকে নিয়ে আমি তৃপ্ত: মিম মানতাশা

বিনোদন ডেস্ক : আসছে ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে লাক্সতারকা মিম মানতাশার ওয়েব সিরিজ 'বাজি', যেখানে তাকে দেখা যাবে তাহসান খানের স্ত্রী চরিত্রে। সিরিজটিতে শীলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি, যিনি একজন সুপারস্টার ক্রিকেটারের স্ত্রী। কাজটি প্রসঙ্গে দেশ রূপান্তরকে মিম মানতাশা বলেন, 'সিরিজটি নির্মিত হয়েছে একজন ক্রিকেটারের জীবনকে ঘিরে। একজন সুপারস্টারের ব্যক্তিগত জীবনে কী ঘটে, সেসবই এখানে দেখানো হবে। আমাকে দেখা যাবে সুপারস্টারের স্ত্রী চরিত্রে। এখানে গল্পটাও সুন্দর, আমার চরিত্রটারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সেজন্যই কাজটি করা।' আপনার পরে এসে অনেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। কখনো কী মনে হয় যে, আপনি অনেক পিছিয়ে গিয়েছেন কিংবা নিজেকে আলোচনায় রাখা উচিত, এমন প্রশ্নে লাক্সতারকার স্পষ্ট উত্তর, 'মানুষের আলোচনাটা আমার কাছে একদমই ইফেক্ট করে না। আলোচনায় থাকতে চাইলে তো অনেকভাবেই থাকা যায় কিন্তু আমার সেসব ইচ্ছে নেই। কেউ হয়তো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় কেউ বা ভাইরাল হওয়ার জন্য নানাবিধ কাজ করছেন যেগুলো রুচিশীল না। আমি নিজে যে কাজগুলো দেখতে পছন্দ করি ঠিক সেরকম কাজই করি। অনেক ভক্ত লাগবে কিংবা ভাইরাল হতে হবে, এমন চাওয়া আমার কখনোই ছিল না। আমার চাওয়া ছিল, রুচিশীল কাজ করা। আমি নিজেকে কখনোই কারও সঙ্গে তুলনা করি না। এটা করলে হয়তো বাঁচতেই পারতাম না। তুলনা করে কখনোই হ্যাপি থাকা যায় না। আমার মোটিভই হচ্ছে নিজে হ্যাপি থাকা। আজকের এই দিনটা পর্যন্ত আমি নিজেকে কতটা হ্যাপি রাখতে পেরেছি, আমার পরিবারকে কতটা হ্যাপি রাখতে পেরেছি এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

কাউখালী শিয়ালকাঠি ব্রিজ ভাঙ্গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৯ গ্রামের মানুষ

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : 'মোগো এই ভোগান্তির শেষ হবে কবে ভালো ব্রিজটা ভাইঙ্গা, নতুন ব্রিজ করার লাইগা ৫ বছর ধইরা হালায় রাখছে, দিছিলে একটা চার বন্যায় হেডাও ভাইঙ্গা গেছে, এখন ছোটকালের মতো আবার নৌকায় পার হইতে হয়। মোগোই দুর্ভোগ যে কবে শেষ হবে' আক্ষেপ করে এ কথা বলছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ আঃ সোরাফ হাওলাদার। পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার ৫ নং শিয়ালকাটি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ৯টি গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম জন গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি নির্মাণ কাজ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ফেলে রেখেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। চলাচলের জন্য ঠিকাদার ও স্থানীয় জনগণ সহায়তায় একটি সাঁকো দিয়ে এতদিন পারাপার করলেও ঘূর্ণিঝড় রিমেলের আঘাতে সে সাঁকোটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই এলাকার দুই পাড়ের প্রায় ২২ হাজার মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ, ভূমি অফিস, সমাজসেবা অফিস, এনজিও, জোলাগাতী মুসলিম আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জোলাগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফলোইবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঐতিহ্যবাহী জোলাগাতী ফাজিল মাদ্রাসা, সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। দুই পাড়ের নয়টি গ্রাম শিয়ালকাঠি, জোলাগাতি, ফলোইবুনিয়া, মোল্লারহাট, শাপলাজা, শংকরপুর, পাংগাসিয়া, পার্শ্ববর্তী ভান্ডারিয়ার ভিটাবাড়ি, রাজাপুরের একটি অংশের মানুষের একমাত্র চলাচলের মাধ্যমে এই সেতুটি নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার পরেও তারা সাঁকো দিয়ে পারাপার করতো। ঘূর্ণিঝড়ের সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫ দিন ধরে এসব গ্রামের মানুষের চলাচলের এই মাধ্যমটি বন্ধ থাকায় প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার ঘুরে তাদের চলাচল করতে হয়েছে। ঠিকাদার একটি খেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেও টাকা না দেওয়ায় গত দুইদিন পর তা বন্ধ হয়ে গেলে স্থানীয় লোকজন আবার একটি নৌকা এনে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করে চলাচলের ব্যবস্থা করছে এখন তাদের এই ঝুঁকিপূর্ণ খেয়ায় একমাত্র ভরসা। জানাগেছে, উপজেলার শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের পরিষদের সামনে পাঙ্গাশিয়া খালের উপর প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় আরসিসি গার্ডার সেতুটি পাঁচ বছর আগে সেতুর কার্যাদেশ পেয়ে দুই বছরের অধিক সময় ধরে সেতুটি ভেঙে নির্মাণ কাজ শুরু করলেও ১০% নির্মাণ কাজও শেষ করতে পারেনি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর ৫ কোটি ৭৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৭ মিটার আরসি গাডার ব্রিজের টেন্ডার হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে এক বছরের চুক্তিতে নির্মাণ কাজটি শেষ করার কথা থাকলেও দফায় দফায় সময় বৃদ্ধি করে পাঁচ বছরেও কাজটি শেষ করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য খালের উপর থাকা পূর্বের লোহার সেতুটি অপসারণ করে নতুন সেতু নির্মাণ করার জন্য পাইলিং এর কাজ শেষ করে ফেলে রাখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। যার ফলে স্থানীয় মানুষের চলাচলে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। সরজমিনে গেলে এ সময় শতশত এলাকাবাসী ক্ষোভের সাথে বলেন, প্রতিদিন এখান থেকে কয়েক হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী, অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা এই সেতুটি।

সিঙ্গাশোলপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইল সদর উপজেলার সিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান উজ্জ্বল শেখের (৩৭) মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকাবাসীর উদ্যোগে রোববার বেলা ১১টার দিকে গোবরা চৌরাস্তা এলাকায় এসব কর্মসূচীতে বিভিন্ন পেশার অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বক্তব্য দেন-হাফেজ মাওলানা আরেফ বিল্লাহ, খলিল শেখ, নুরুজ্জামান, শাহিনা আকতার, নাজমা খাতুনসহ অনেকে। এ সময় বক্তারা বলেন, গত ৩ জুন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান উজ্জ্বল শেখের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। গোবরা গ্রামের নিউটন গাজীর প্রাইভেটকার নিজেরা পুড়িয়ে উজ্জ্বলসহ ১৫ জনের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। আমরা উজ্জ্বল শেখের মুক্তি চাই। এ ছাড়া উজ্জ্বল শেখের সমর্থকদের নানা ভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন প্রতিপক্ষরা। এদিকে ভুক্তভোগী গোবরা গ্রামের নিউটন গাজী জানান, গত ২১ মে অনুষ্ঠিত নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার জের ধরে গত ২ জুন রাত ১২টার দিকে তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে প্রাইভেটকার পুড়িয়ে দেয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান উজ্জ্বল শেখসহ প্রতিপক্ষরা। এ ছাড়া নিউটন গাজীর বয়োবৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী, শিশুপুত্রসহ পাঁচজনকে মারধরে আহত করার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় উজ্জ্বল শেখকে প্রধান আসামি করে গত ৩ জুন সদর থানায় ১৫ জনের নামে মামলা দায়ের করেন নিউটন গাজী। মামলার পরদিন উজ্জ্বল শেখ (৩৭) ও আবদুর রাজ্জাককে (৩৯) গ্রেপ্তার করে সদর থানা পুলিশ। ভুক্তভোগীরা আরো জানান, সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনারস প্রতীকের বিজয়ী প্রার্থী আজিজুর রহমান ভূঁইয়ার পক্ষে কাজ করেন নিউটন গাজী। এ ছাড়া উজ্জ্বল শেখ পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী তোফায়েল মাহমুদ তুফানের পক্ষে কাজ করেন।

বসুরহাট পৌরভার বাজেট ঘোষনা

কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৪১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৯৪টাকার বাজেট ঘোষনা করেন মেয়র আবদুল কাদের মির্জা। রোববার সকাল ৯টায় বসুরহাট পৌরসভার নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেটে রাজস্ব আয় প্রস্তাব করা হয়েছে ১৫ কোটি ৯০লক্ষ ৯৯হাজার ১৫৬ টাকা, উন্নয়ন অনুদান ৩৮ কোটি ২২লক্ষ ৬৮হাজার ২৩৭ টাকা, মুলধন হিসাব ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৭১১ টাকা ও প্রারম্ভিক জের ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬১হাজার ৪৮৩ টাকা। এছাড়াও ব্যয় খাতে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯০হাজার ৫৫৮ টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ৯৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪০০টাকা, মুলধন ব্যয় ৮৫ লক্ষ টাকা ও সমাপনি জের ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৩৬ টাকা। মেয়র আবদুল কাদের মির্জা বাজেটকে জনকল্যাণমূখী আখ্যায়িত করে বলেন, এ বাজেট বাস্তবায়িত হলে বসুরহাট পৌরসভা একটি অত্যাধুনিক পৌরসভা হিসেবে উন্নীত হবে। এ ছাড়া মান সম্মত শিক্ষা, মাদক মুক্ত, কিশোর গ্যাং মুক্ত, ইভটিজিং মুক্ত বসুরহাট পৌরসভা গড়ার লক্ষে আমরা বদ্ধ পরিকর। তিনি আরও বলেন, জলাবদ্ধতা ও যানজট নিরসনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বসুরহাট পৌরসভার সচিব হালিম উল্যাহ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ বুলবুল, পৌরসভার বাজার পরিদর্শক করিমুল হক সাথী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বসুরহাট পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ।

ফসলি জমিতে বসতবাড়ী নির্মাণ করায় কৃষকদের মাঝে ক্ষোভ

ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : চারপাশে বিস্তীর্ন ফসলি জমি। আর এরই মাঝখানে জমি কিনে মাটি ভরাট করে বসতবাড়ী নির্মাণ করছেন জনৈক হাফিজা খাতুন। এটি ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার চকরাধাকানাই গ্রামের ইচাইল বিলের চিত্র। এ ঘটনায় স্থানীয় কৃষকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও কৃষি জমিতে বসতবাড়ী নির্মাণ বন্ধে ভোক্তভোগী কৃষকেরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার ৩নং কুশমাইল ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের চকরাধাকানাই গ্রামের (পূর্বপাড়া) চকরাধাকানাই মৌজার ফসলি জমির মাঝখানে হাফিজা আরাইকাটা জমি ক্রয় করে দীর্ঘদিন চাষাবাদ করছিল। হঠাৎ করে রাতারাতি কাঠ ইট মাটি ভরাট করে বাড়ী নির্মাণ কাজ শুরু করে। হাফিজা খাতুন বলেন, আমার বাড়ি জায়গা নাই, জমি ক্রয় করে বাড়ি নির্মাণ করছি। কৃষক আশরাফ আলী বলেন, স্থানীয় মেম্বার সহ এলাকার সকল কৃষি জমির মালিকগণ ফসলি জমিতে বাড়ি নির্মাণ করলে ফসলি জমির ক্ষতি হবে, বাড়ি নির্মাণ না করার জন্য অনুরুধ করেন। সকলের কথা অগ্রাহ্য করে।

সিলেট নগরীর কদমতলী ফলের আড়তে ট্রাকে করে আনা হয়েছে কাঁঠাল। এখানে পাইকারি ও খুচরা দরে বিক্রি হয় কাঁঠাল। সিলেট।

কালীগঞ্জে চাহিদার চেয়ে দ্বিগুণ কোরবানির পশু প্রস্তুত

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জ চাহিদার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পশু প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন খামারিরা। এ উপজেলায় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পশু পাঠাচ্ছেন বলে জানান তারা। আসন্ন কোরবানির ঈদে চাহিদা রয়েছে কোরবানির পশুর। তবে খামার গুলোতে অনেক পশু। কালীগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে ৫৩ হাজার পশু। ফলে চাহিদার চেয়ে কালীগঞ্জ উপজেলায় দ্বিগুণ পশু বেশি রয়েছে। তাই খামারিরা বাড়তি পশু দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির হাটে ইতোমধ্যে পাঠানো শুরু করেছেন। প্রানী সম্পদ কার্যালয় জানায়, কালীগঞ্জে এবার ৫৩ হাজার পশু কোরবানি দেবার জন্য মজুত রয়েছে।

কালীগঞ্জ উপজেলার খামারিরা বলছেন খামারে গরু, ছাগল পালন করি। এবার কোরবানিতে বেশ কয়েকটি ছাগল বিক্রি করবে তারা। নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের খামারি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ মিল্টন খামারে ৪৫টি গরু রয়েছে যার মধ্যে ২৫টি বিক্রির উপযোগী। গরুর খাদ্যের দাম বাড়তি, তাই উৎপাদন খরচ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তিনি ধারনা করছেন এবার কোরবানির হাটে ভালো দাম পাবেন। ঢাকা গাবতলী থেকে গরু কিনতে আসা আসাদুল ইসলাম নামে এক ব্যাপারী বলেন, কয়েক দিন ধরে গরু কিনে ট্রাক লোড করে ঢাকায় পাঠাচ্ছে। এ বছর এলাকা থেকে গরু বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। গরুরর মালিকরা বিগত বছরের মত এবার সে দামে বিক্রি করতে চাচ্ছে না। তারা বড় আকারে দাম হাকাচ্ছে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কালীগঞ্জে বিক্রির জন্য হাটে তোলা শুরু হয়েছে কোরবানির পশু। তবে এখনো জমে ওঠেনি বেচাকেনা। শেষ মুহূর্তে তীব্র গরমে গরুর হজম সমস্যা ও হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে খাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে প্রানি সম্পদ বিভাগ। তবে গরু পালনে খরচ বেশি হয়েছে বলে জানান খামারিরা।

প্রানি সম্পদ বিভাগের তথ্যমতে, চলতি বছর জেলায় ২৩ হাজার ১২৬টি খামারে এক লাখ ১১ হাজার ৮৪৮টি গরু প্রস্তুত করা হয়েছে, যা গতবছরের তুলনায় ১৪ হাজার ৮৭টি বেশি। তবে এসব খামারের মধ্যে ৯০ শতাংশই পারিবারিক ক্ষুদ্র ও ছোট খামার। জেলায় কোরবানির গরুর চাহিদা রয়েছে প্রায় ৬৬ হাজার। এবার জেলায় ২৬টি পশুহাট বসছে। এরমধ্যে স্থায়ী হাট ২২টি ও অস্থায়ী চারটি। খামারের শ্রমিক আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, আমাদের খামারে ২৫টি গরু আছে। যার মধ্যে ২০টি বিক্রির উপযোগী। একেকটির দাম হবে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। বাজার ভালো হলে দামও ভালো পাবো। ধানহাড়িয়া এলাকার খামারি পিলুয়ার রহমান বলেন, এক বছর আগে খামারে বড় আকারের একটি ও ছোট আকারের একটি গরু পালন করেছিলাম। বাড়িতে দাম বলেছিল যথাক্রমে দুই লাখ ১০ হাজার ও এক লাখ ৩০ হাজার টাকা। ভালো লাভের আশায় ঢাকার গাবতলী হাটে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই গরু বিক্রি করতে হয়েছিল এক লাখ ৭০ ও এক লাখ ১৮ হাজার টাকায়। খরচের টাকাও ওঠেনি। তাই এবার ছোট সাইজের তিনটি গরু পালন করেছি। আশা করছি দাম ভালো হলে লাভ করতে পারবো। কালীগঞ্জ শহরে পশুহাট,বারোবাজার, গাজির বাজার পশুহাট ঘুরে দেখা যায়, বাজারে গরুর সরবরাহ তুলনামূলক কম। ক্রেতাদের বেশির ভাগই আসছেন গরু দেখতে ও বাজার সম্পর্কে ধারণা নিতে। তবে ঈদের এক সপ্তাহ আগে বেচাবিক্রি পুরোদমে জমে উঠবে বলছেন তারা বিক্রেতারা। ব্যবসায়ী মোহাম্মদ কৌশিক বলেন, ঈদের এখনো বেশ কয়েকদিন বাকি।

স্বরূপকাঠি বরিশাল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় নিহত ২

নেছারাবাদও স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর প্রতিনিধি : নেছারাবাদে 'শুভেচ্ছা' বরিশাল-ব ০৫-০০৮১ নামে একটি যাত্রীবাহি বাসের ধাক্কায় দুইজন মটরসাইকেল আরোহির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে স্বরূপকাঠি বরিশাল মহাসড়কের কুনিয়ারি বেইলি ব্রীজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার জগন্নাথকাঠি গ্রামের মো: সাকিল (২৬), মো: সাইফুল (৩৭)। সাকিল ওই গ্রামের মো: সহিদুল ইসলামের ছেলে। এ ছাড়া সাইফুল একই গ্রামের ফজলুল করিমের ছেলে। সাকিল ও সাইফুল মটরসাইকেল করে বরিশালের উদ্দেশে যাচ্ছিল। তারা কুনিয়ারি বেইলি ব্রীজের উপর উঠলে সামনে থেকে একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহি বাস স্বজোড়ে ধাক্কা দিয়ে মটরসাইকেল সহ তাদের পিসে দেয়। পুলিশ বাসের ড্রাইভারকে আটক করে বাসটি জব্দ করেছে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী মো: বাদশা মিয়া বলেন, মটরসাইকেলটি বাসটি দেখে ধীরগতিতে চালিয়ে ব্রীজের উপর উঠে। এ সময় সামনে থেকে যাত্রীবাহি বাসটি দ্রুতগতিতে চালিয়ে এসে তাদের চাপা দেয়। আমরা স্থানীয়রা মিলে শত হাত ইসারা দিয়ে ড্রাইভারকে থামতে বললেও ড্রাইভার তা না শুনে তাদেরকে পিসে ব্রীজের ডাল থেকে অনেকদূর নিয়ে যায়। এ সময় আহতদের উদ্ধার করে নেছারাবাদ হাসপাতালে পাঠিয়েছি। প্রত্যক্ষদর্শী মো: শহর আলী বলেন, বাসটি দ্রুতগতিতে এসে চলন্ত মটরসাইকেল আরোহীদের চাপা দেয়। মোটকথা বাসের বেপরোয়া গতির কারণে মটরসাইকেল আরোহি দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। স্থানীয় সান্টু সিকদার বলেন, স্বরূপকাঠি বরিশাল লাইনের বেশিরভাগ বাসগুলো বরিশাল থেকে আসার সময় যাত্রী পাওয়ার আশায় পথে সময় নষ্টকরে। পরে টাইম রক্ষার জন্য স্বরূপকাঠির কাছাকাছি এসে বেপরোয়াগতিতে বাস চালায়।

মোল্লাহাটে তমিজউদ্দিন মোল্লা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে তমিজউদ্দিন মোল্লা স্মৃতি চার দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার কাহালপুর তেঁতুল বাড়ি এম এম ওবায়দুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শনিবার বিকালে এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এম এম ওবায়দুর রহমান ফাউন্ডেশনের আয়োজনে চারদলীয় এ ফুটবল টুর্নামেন্টে শেষ পর্বে কাহালপুর মাদ্রাসা পাড়া দল বনাম কাহালপুর তেঁতুল বাড়ি দলের অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় টাই-ব্রেকার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১-২ গোলের ব্যবধানে কাহালপুর মাদ্রাসা পাড়া দল চ্যাম্পিয়ন হয়।এম এম ওবায়দুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আবুল কাশেম কালিমের সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে।

বাংলাদেশে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরে গেলেন ৪ ভারতীয় নাগরিক

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : বাংলাদেশে তিন বছর কারাভোগ শেষে দেশে ফিরে গেলেন ৪ ভারতীয় নাগরিক। রোববার দুপুর ২ টার সময় বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ। ভারত ফেরত নাগরিকরা হলেন, সামন্তপুর জেলার বসরাঘাট থানার বেগুছড়া এলাকার বর্মাজি নানার ছেলে সুনীল কুমার সানি (৪৭), পিলিবিট জেলার গেজের আউলা থানার রামনগরিয়া গ্রামের কালু পালের ছেলে রাম পাল (৫০), পশ্চিমবঙ্গ জেলা সদরের পালরি গ্রামের বিক্রম পাঞ্জাবির ছেলে রাজকুমার (৫২) ও বিহার রাজ্যের পূর্ব চ্যাম্পারান জেলার মুসা ঘরোয়া এলাকার জগন্নাথ দাসের ছেলে মাহেন্দ্র দাস (৪৮)। ইমিগ্রেশন পুলিশ জানায়, ২০২১ সালে।

খেত থেকে কচু সংগ্রহের পর রিকশায় করে বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক বিক্রেতা। শিবগঞ্জ এলাকা, সিলেট নগর।

সাতক্ষীরা উপকূলজুড়ে সুপেয় পানির সংকট: মানবন্ধন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সুপেয় পানির আঁধার এখন ধুঁকছে। লবণাক্ততার প্রভাব পড়েছে উপকূলজুড়ে। সুপেয় পানির সঙ্কটে ভুগছে উপকূলের শিশুসহ সব বয়সের মানুষ। বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিকতা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলের মানুষ দিশেহারা। উপকূলে সুপেয় পানির উৎসগুলো দিন দিন লবণাক্ত হয়ে উঠছে। উপকূলজুড়ে সুপেয় পানির সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কোনো না কোনোভাবে লবণাক্ত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে এ জনপদের মানুষ। লবণপানি পান করার কারণে শিশুরা নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। লবণাক্ততা ফসল উৎপাদনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। গবেষকরা বলছেন, সাতক্ষীরা ও খুলনার কিছুকিছু এলাকায় পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ১০ পিপিটি (লবণাক্ততা পরিমাপক মাত্রা) পর্যন্ত। এক এলাকার লবণাক্ততা আশপাশের অন্য এলাকায় মাটির ওপরও প্রভাব বিস্তার করছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, উপকূলের ৩ শতাংশ শিশু মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে মারা যায়। লবণাক্ততার প্রভাব উপকূলের কৃষি, অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকার ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। লবণাক্ততাসহ জলবায়ুগত বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উপকূলের মানুষ এলাকা ছাড়ছে। উদ্বাস্তু শিশুরা উপকূল ছেড়ে অন্য স্থানে গেলেও সেখানেও যে বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে সে নিশ্চয়তা নেই। উপকূলের অধিকাংশ গ্রামে বিশুদ্ধ পানির একমাত্র ভরসা 'গভীর নলকূপ'। গভীর নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভ থেকে প্রতিদিন একেকটি গ্রাম পর্যায়ে হাজার হাজার লিটার পানি ওঠানো হচ্ছে। উপকূলের হাজার হাজার গ্রামের প্রায় সব পরিবারে এখন টাকা দিয়ে বিশুদ্ধ পানি কিনতে হচ্ছে। যেসব পরিবার বিশুদ্ধ পানির জন্য অর্থ ব্যয় করছে তাদের হয়তো কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু যেসব পরিবার বিশুদ্ধ পানি কিনছে না তাদের লবণপানি পান করে জীবন চালাতে হচ্ছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করা শিশুদের অধিকাংশই লবণপানি পান করছে এবং কোনো না কোনোভাবে পান করতে বাধ্য হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার শিশুরা স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উপকূলের শিশুদের এগিয়ে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা লবণাক্ততা। চারিদিকে পানি থৈ থৈ করছে অথচ খাবার পানি নেই। উপকূলজুড়ে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট। সুপেয় পানির সংকট নিরসনের দাবিতে খালি কলস মাটিতে উপুড় করে দিয়ে 'লবণ জলে, জীবন জ্বলে' শীর্ষক মানববন্ধনও করেছেন স্থানীয় নারীরা। শনিবার (৮ জুন) বিকালে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় পার্টিসিপেটারি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক ।

তিস্তা ভাঙ্গন কবলিতদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি

রংপুর প্রতিনিধি : তিস্তা নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রংপুরে আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মার্কেট ফর চরস-এমফোরসি প্রকল্পের উদ্যোগে রোববার সকালে গঙ্গাচড়া উপজেলার গজগন্টা ইউনয়নের রাজবল্লভ উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মধুসূদন বণিক। এমফোরসি প্রকল্পের গভর্নমেন্ট রিলেশন্স অ্যাডভাইজার ও আইএফআইসি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক সুধাংশু শেখর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, এমফোরসি প্রকল্পের টিম লিডার আবদুল আউয়াল। অনুষ্ঠানে চরাঞ্চলের মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে ফসল আবাদ বৃদ্ধিসহ জীবন মান উন্নয়নে নানা কলাকৌশল তুলে ধরেন বক্তারা। সেই সাথে চরের উৎপাদিত ফসল বিক্রি, ঋণ পরিশোধ ও ক্রমান্বয়ে বড় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় উদ্যোক্তা তৈরীতে ব্যাংকের নানা কার্যক্রম ও সহযোগিতার কথা তুলে ধরা হয়। এ সময় চরের প্রত্যেক কৃষককে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে চরের কৃষক, উদ্যোক্তা ও কৃষি সেবাদানকারীরা অংশ নেন। মার্কেট ফর চরস-এমফোরসি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও সুইজারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে রংপুরের গঙ্গাচড়ায় চরের মানুষের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও তা বাজারজাতকরণ নিয়ে কাজ করছে সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া।

দিঘলিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ১০ টায় দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন, দিঘলিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি দেবাংশু বিশ্বাস, দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বাবুল আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

রংপুরে নতুন ঘরে ঈদ করবে আরও এক হাজার ৪৯ জন পরিবার

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরে নতুন ঘরে ঈদ করবে আরও এক হাজার ৪৯ জন ভূমিহীন গৃহহীন পরিবার। ঈদের আগে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পঞ্চম ধাপে রংপুরের পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও সদর উপজেলার ৬৬০টি ঘর ও ৩৮৯টি পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যারাকের স্থলে নির্মিত ঘর ভূমিহীন-গৃহহীনদের হস্তান্তর করা হবে। ১১ জুন ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার (৯ জুন) দুপুরে রংপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামীকাল মঙ্গলবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন ঘর হস্তান্তরসহ জেলার পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। পূর্বে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত চারটি উপজেলায় নতুন তালিকাভূক্ত ২১১টি পরিবারের মধ্যে ২০১ টি পরিবারের মাঝে ঘরসহ জমি হস্তান্তর করা হবে।

এ ছাড়া অবশিষ্ট ১০টি ঘর রংপুর সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন রয়েছে। রংপুর পীরগাছা উপজেলার তালিকাভূক্ত ৩২০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে উপজেলার পঞ্চানন মৌজার প্রায় ৩৯ একর খাস জমি নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্বোধনযোগ্য এক হাজার ৪৯টি ঘরসহ মোট ৬ হাজার ৫১৯টি ঘরের জন্য চার কোটি টাকা মূল্যের রংপুর জেলায় প্রায় দেড়শ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

ডিমলায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় আলোচিত (৮) শিশু ধর্ষন মামলার আসামি ২৩ দিন পর রোববার সকালে জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বিমানবন্দর এলাকা হতে র‌্যাব-১৩ এর একটি চৌকস টিম আসামি মমিনুর রহমান (২৮) কে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তিতে আইনি পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ডিমলা থানার (ওসি) দেবাশিষ রায় এর নিকট আসামীকে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনার বিবরনে জানাযায়, গত (১৭ই মে) ২০২৪ইং উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিন খড়িবাড়ী (মাষ্টারপাড়া) গ্রামের সোহেল রানা ওরফে মিলনের (৮) বছরের নাবালিকা শিশুকন্যা ও পন্ডিতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেনীর ছাত্রীকে একই এলাকার আতোয়ার রহমানের বিবাহিত ছেলে এক সন্তানের জনক মোঃ মমিনুর রহমান (২৮) জোর পূর্বক ধর্ষন করে। পরবর্তিতে উপস্থিত লোকজন ধর্ষিতা শিশু কন্যাটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ডিমলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে। গুরুত্বর জখমী অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নীলফামারী আধুনিক সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এ ব্যাপারে ধর্ষিতার চিকিৎসা কাজে ব্যস্ত থাকায় দুইদিন পর শিশুকন্যাটির পিতা সোহেল রানা ওরফে মিলন মোঃ মমিনুর রহমানকে আসামি করে ডিমলা থানার মামলা নং-২০, তারিখঃ১৯/০৫/২০২৪ইং দায়ের করেন। পরবর্তিতে আসামি মমিনুর গ্রেপ্তার এড়াতে গা ঢাকা দেয়। ডিমলা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দেবাশীষ রায় বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে এজাহারের নামীয় আসামি মমিনুর রহমানকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে র‌্যাব ১৩ এর একটি চৌকস টিম জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বিমানবন্দর এলাকা হতে তাকে গ্রেপ্তার করে।

রংপুরে নতুন ঘরে ঈদ করবে আরও এক হাজার ৪৯ জন পরিবার

রংপুর প্রতিনিধ : রংপুরে নতুন ঘরে ঈদ করবে আরও এক হাজার ৪৯ জন ভূমিহীন গৃহহীন পরিবার। ঈদের আগে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পঞ্চম ধাপে রংপুরের পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও সদর উপজেলার ৬৬০টি ঘর ও ৩৮৯টি পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যারাকের স্থলে নির্মিত ঘর ভূমিহীন-গৃহহীনদের হস্তান্তর করা হবে। ১১ জুন ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার (৯ জুন) দুপুরে রংপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আগামীকাল মঙ্গলবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন ঘর হস্তান্তরসহ জেলার পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করবেন। পূর্বে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত চারটি উপজেলায় নতুন তালিকাভূক্ত ২১১টি পরিবারের মধ্যে ২০১ টি পরিবারের মাঝে ঘরসহ জমি হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া অবশিষ্ট ১০টি ঘর রংপুর সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন রয়েছে। রংপুর পীরগাছা উপজেলার তালিকাভূক্ত ৩২০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে উপজেলার পঞ্চানন মৌজার প্রায় ৩৯ একর খাস জমি নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্বোধনযোগ্য এক হাজার ৪৯টি ঘরসহ মোট ৬ হাজার ৫১৯টি ঘরের জন্য চার কোটি টাকা মূল্যের রংপুর জেলায় প্রায় দেড়শ একর খাস জমি উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাবিবুল হাসান রুমি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রবিউল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম, গঙ্গাচড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদ তামান্না, রংপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোনাব্বের হোসেন মনাসহ অন্যরা।

কোরবানি সামনে রেখে দা, বঁটি, চাপাতি, ছুরি বানিয়ে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কামারপল্লি, চকবাজার, কুমিল্লা।

প্রীতি ম্যাচে জয় পেল বেলজিয়াম-স্পেন, পর্তুগালের হার

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে নামার আগে শেষবারের মতো প্রীতি ম্যাচে মাঠে নেমেছিল ইউরোপিয়ান জায়ান্টগুলো। সেখানে বেশ ভালোভাবেই জয় পেয়েছে বেলজিয়াম ও স্পেন। তবে ঘরের মাঠে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে হেরে গেছে ২০১৬ ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে বেলজিয়ামের প্রথম গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৪৩ মিনিট পর্যন্ত। পেনাল্টি থেকে রেড ডেভিলদের এগিয়ে দেন লুকাকু। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে আরও এক গোল করে বেলজিয়ামকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি। ৮০ মিনিটে ট্রসার্ড ৩-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন তার দলের। ঘরের মাঠে এদিন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামে স্পেন। তাদের ৫-১ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় স্প্যানিশরা। প্রথমার্ধেই পেড্রির জোড়া গোল, মোরাতা ও রুইজের গোলে স্পেন ৪-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোলটি করেন মিকেল ওয়ারাজাবাল। অন্যদিকে ঘরের মাঠে শক্তিশালী ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হয় পর্তুগাল। এদিনও পর্তুগালের হয়ে মাঠে নামেননি রোনালদো। ম্যাচের ৮ মিনিটেই ক্রোয়েটদের পেনাল্টি থেকে এগিয়ে দেন লুকা মদ্রিচ। প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ক্রোয়েশিয়া। তবে বিরতি থেকে ফিরে ৪৮ মিনিটেই পর্তুগিজদের সমতায় ফেরান জোতা। তবে শেষ রক্ষা আর হয়নি। ৫৬ মিনিটে বুদিমির গোল করে ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপদের ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। শেষদিকে অনেক গোলের সুযোগ তৈরি করলেও পর্তুগাল আর গোলের দেখা পায়নি।

ব্যাটে-বলে দাপুটে পারফরম্যান্স অস্ট্রেলিয়ার

স্পোর্টস ডেস্ক : খুনে ব্যাটিংয়ে সুর বেঁধে দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার ও ট্রাভিস হেড। পরের ব্যাটসম্যানরাও রাখলেন দারুণ অবদান। তাতে ইনিংসে কোনো ফিফটি ছাড়াই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম দল হিসেবে দুইশ রানের পুঁজি গড়ল অস্ট্রেলিয়া। পরে অ্যাডাম জ্যাম্পা, প্যাট কামিন্সদের চমৎকার বোলিংয়ে লক্ষ্যের ধারেকাছেও যেতে পারল না ইংল্যান্ড। বারবাডোসে শনিবার 'বি' গ্রুপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৩৬ রানে। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০১ রানের পুঁজি গড়ে ইংলিশদের ১৬৫ রানে থামিয়ে দেয় তারা। টি-টোয়েন্টিতে পাঁচ ম্যাচ পর চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল অস্ট্রেলিয়া; সবশেষ দুই ম্যাচ অবশ্য হয়েছিল পরিত্যক্ত। আসরে প্রথম দুই ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল ২০২১ আসরের চ্যাম্পিয়নরা। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংলিশরা দুই ম্যাচেই রইল জয়শূন্য, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের লড়াইটি ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন জ্যাম্পা। রান তাড়ায় দারুণ শুরু করা ইংলিশ দুই ওপেনার জস বাটলার ও ফিল সল্টকে ফিরিয়ে এই লেগ স্পিনারই ঘুরিয়ে দেন ম্যাচের মোড়। দুটি শিকার ধরেন দলে ফেরা কামিন্সও। দুই দলের ইনিংসেই নেই কোনো ফিফটি। ম্যাচটিতে মোট রান হয়েছে ৩৬৬, কোনো ব্যক্তিগত ফিফটি ছাড়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক ম্যাচে যা সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড। আগেরটি ছিল ২০১০ আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ জিল্যান্ডের ৩২৭। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়াকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন হেড ও ওয়ার্নার। দ্বিতীয় ওভারে উইল জ্যাকসকে টানা দুই ছক্কা মারেন হেড, ওয়ার্নার মারেন একটি। মার্ক উডের ওভারে তিন ছক্কার সঙ্গে একটি চার মারেন ওয়ার্নার। ৩০ বলে ৭০ রানের উদ্বোধনী জুটির পর পরপর দুই ওভারে বিদায় নেন তারা। মইন আলির বলে বোল্ড হন ১৬ বলে ৩৯ রান করা ওয়ার্নার। জফ্রা আর্চার ভেঙে দেন ১৮ বলে ৩৪ রান করা হেডের স্টাম্প। পাওয়ার প্লেতে ২ উইকেটে ৭৪ রান করে দলটি। মিচেল মার্শ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটে আরেকটি পঞ্চাশ ছাড়ানো জুটি পায় অস্ট্রেলিয়া। ২৫ বলে ৩৫ রান করা মার্শের বিদায়ে ভাঙে ৬৫ রানের যুগল। পরের ওভারেই বিদায় নেন ম্যাক্সওয়েল।

ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী ২০ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পর্দা উঠছে এবারের কোপা আমেরিকার আসরের। উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচকে সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচে আগামীকাল ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে আলবিসেলেস্তারা। প্রীতি ম্যাচ বিধায় মেসির খেলা নিয়েও কিছুটা শঙ্কা ছিল। তবে সব শঙ্কা কাটিয়ে মেসির মাঠের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন কোচ স্কালোনি। ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলতে দেখা যাবে লা পুলগাকে। ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন,ওমানুষ মেসিকে এই ম্যাচে দেখতে পারবে। সে অবশ্যই কিছু মিনিটের জন্য হলেও খেলবে। আমাদেরকে সতর্কতার সাথে এটি বিবেচনায় নিতে হবে যাতে করে সবাই খেলার সুযোগ পায়। তবে মেসি কতক্ষণের জন্য খেলবেন সেটার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেননি স্কালোনি। শিকাগোতে নামার আগে এই বিশ্বকাপ জয়ী কোচ বলেন,ওআমি বিশ্বাস করি মেসি খেলবে তবে ৩০ মিনিট নাকি ৬০ মিনিটের জন্য খেলবে সেটি নিশ্চিত না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে এই ম্যাচে মাঠে নামবে। আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরের ১২ তারিখ শেষবারের মত মাঠে নেমেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়েছল তারা।

বাংলাদেশ খেলবে বিশ্বকাপ ভেন্যুতে

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ আগামী ১১ জুন। লেবাননের বিপক্ষে মুখোমখি হবে লাল-সবুজের জার্সিধারীরা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু কাতারে। এই ম্যাচটি প্রথমে আল সাদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এক সপ্তাহ আগে কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করে খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্থানান্তর করেছে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম ভেন্যু ছিল খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। গ্রুপ পর্বের ছয়টি, দ্বিতীয় রাউন্ডের একটি ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচসহ মোট আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামে মাস দুয়েক আগে যুব এশিয়া কাপেরও ভেন্যু ছিল। ভেন্যুর কম্পিটিশন অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন বাফুফের কম্পিটিশন ম্যানেজার জাবের বিন তাহের আনসারী। বিশ্বকাপ না খেলেও বিশ্বকাপের ভেন্যুতে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে।

ইউরোতে খেলতে মুখিয়ে আছেন পেদ্রি

স্পোর্টস ডেস্ক : একের পর এক চোট হানা দিলেও হাল ছাড়েননি পেদ্রি। কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন মৌসুম জুড়ে। সেটার ফলও অবশ্য ধরা দিয়েছে তার হাতে। প্রথমবারের মতো স্পেনের হয়ে গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি! বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার এখন মুখিয়ে আছেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেকে মেলে ধরার জন্য। ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের আগে শনিবার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে স্পেন। দাপুটে পারফরম্যান্সে প্রতিপক্ষকে ৫-১ গোলে হারায় তারা। দলের এই গোল উৎসবের ম্যাচে দুইবার জালের দেখা পান পেদ্রি। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে যাওয়া স্প্যানিশদের সমতায় ফেরান তিনি। দ্বাদশ মিনিটে ডি-বক্সের অনেক বাইরে তার আচমকা শট খুঁজে নেয় জাল। স্পেনের হয়ে ২০তম ম্যাচে এসে প্রথম গোলের স্বাদ পেলেন ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার। দলের তৃতীয় গোলটিও করেন তিনি। এবারের মৌসুমে দুই দফায় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন পেদ্রি। মাঝে পেশির সমস্যায়ও ভুগতে হয় তাকে। চোটের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে বার্সেলোনার হয়ে মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচ ৪ গোল করেন তিনি, অ্যাসিস্ট পাঁচটি। কঠিন সময় পেছনে ফেলে এখন জাতীয় দলের হয়ে গোল করার উচ্ছ্বাসে ভাসছেন পেদ্রি। ম্যাচ শেষে বললেন, চোখ এখন তার ইউরোতে। "সব কিছুর আগে, আমি এই ম্যাচ নিয়ে খুব খুশি এবং দলের প্রতিক্রিয়া দেখেও। তবে জাতীয় দলের গোলের খাতা খুলতে পেরেও ভীষণ আনন্দিত আমি। এখানে (ঘরের মাঠে) গোল করতে মুখিয়ে ছিলাম।"

"এই মৌসুমে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার বেশ কয়েক বার চোট পড়তে হয়েছে। তবে সেরে ওঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। গোল পাওয়ায় মনে হচ্ছে চোট পেছনে ফেলে এসেছি। শারীরিকভাবে আমি খুবই ভালো অনুভব করছি। ইউরোর জন্য মুখিয়ে আছি এবং এখানে খেলতে পেরে খুব খুশি।" জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় এবারের ইউরো শুরু হবে আগামী ১৪ জুন। কঠিন গ্রুপে পড়েছে স্পেন। আগামী শনিবার ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যাত্রা শুরু হবে তাদের। 'বি' গ্রুপে তাদের সঙ্গী গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও আলবেনিয়াও।

টাইগারদের নতুন লক্ষ্য

স্পোর্টস ডেস্ক : শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ উইকেটে পাওয়া জয়ের পর বিশ্রামের সুযোগ নেই বাংলাদেশ দলের। এবার নতুন লক্ষ্য সাকিব আল হাসান, লিটন দাসদের। বিশ্বকাপের পরবর্তী ম্যাচ খেলতে ডালাস থেকে এবারের গন্তব্য নিউ ইয়ার্ক। সেখানে ১০ জুন বাংলাদেশ সময় রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গতকাল ডালাস থেকে নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরেন নাজমুল হোসেনরা। ৫ ঘণ্টার যাত্রা-ধকল কাটাতে এদিন অনুশীলনের কোনো সূচি রাখেনি বাংলাদেশ দল। নিউ ইয়ার্ক যাওয়ার আগে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ দলের ওপেনার তানজিদ হাসান জানান, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের কাছে। তানজিদ বলেন,ওজয়টা খুব দরকার ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সিরিজ হারের পর অনেক সমালোচনা হয়েছে।

এন্দ্রিকের শেষের গোলে ব্রাজিলের জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে মেক্সিকো সমতা ফেরালে মনে হচ্ছিল ড্র-ই হচ্ছে ম্যাচ। কিন্তু তখনও নাটকীয়তার বাকি। চার মিনিট পর ডি বক্সে দারুণ এক ক্রস বাড়ালেন ভিনিসিউস জুনিয়র। লাফিয়ে নিখুঁত হেডে জাল খুঁজে নিলেন অরক্ষিত এন্দ্রিক! জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লব্রাজিল। টেক্সাসে বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে জমজমাট প্রীতি ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আন্দ্রেয়াস পেরেইরা শুরুতেই ব্রাজিলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। হুলিয়ান কিনোনেসব্যবধান কমানোর পর মেক্সিকোকে সমতায় ফেরান মার্তিনেস আয়ালা।এরপর এন্দ্রিকের ওই গোল গড়ে দেয় ব্যবধান। পাঁচ ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে ১৭ বছর বয়সী এই সেনসেশনের এটি তৃতীয় গোল। ভিনিসিউস, রদ্রিগো, রাফিনিয়ার মতো প্রথম পছন্দের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন না শুরুর একাদশে। তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হয়নি ব্রাজিলের। সাভিনিয়োর কাছ থেকে বল পঞ্চম মিনিটে গোল করেন ফুলহ্যাম মিডফিল্ডার পেরেইরা। প্রথমার্ধে এই একটি শটই লক্ষ্যে রাখতে পারে ব্রাজিল। ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্তিনেল্লি। আর্সেনাল ফরোয়ার্ডকে স্রেফ টোকা দিতে হয়েছে। মূল কাজটা করেছেন ইয়ান কুতো। মাঝমাঠ থেকে আসা বল ডি বক্স পান জিরোনার এই ডিফেন্ডার। বাইলাইনের কাছাকাছি গিয়ে কাট ব্যাক করেন গোলমুখে। সেখানে বাকিটা অনায়াসে সারেন মার্তিনেল্লি। ৬২তম মিনিটে মাঠে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সুযোগ তৈরি করেছিলেন এন্দ্রিক। তবে শেষ মুহূর্তে মেক্সিকোর এক খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জে শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। ৭৩তম মিনিটে আলেক্সিস ভেগার দুর্দান্ত ক্রসে ব্যবধান কমান কিনোনেস।

লাইফস্টাইল

গ্রীষ্মকালীন ফল-ফলাদির নানাবিধ পুষ্টিগুণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরমের সময় অনেক রসালো ফল পাওয়া যায়। এ ফল আমাদের দেহে পানির অভাব পূরণের পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন কাজে লাগে। এ সময় পাওয়া যায় আম, কাঁঠাল, জাম, তালের শাঁস, লিচু, বাঙ্গি, তরমুজ, জামরুল ইত্যাদি। আম: স্বাদ ও গুণের জন্য আমকে ফলের রাজা বলা হয়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এ ফল ত্বকের মসৃণতা, চুলের উজ্জ্বলতা ও চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এতে আছে ভিটামিন এ, সি, শর্করা, পটাশিয়াম। আম পাকার সঙ্গে সঙ্গে এটি শর্করা দিতে পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও সুক্রোজ বেশি পরিমাণে থাকে। আমের আকারের ওপর এর ক্যালরি নির্ভর করে। একটি মাঝারি মাপের আমে প্রায় ৫০-১০০ ক্যালরি থাকে। এই ফল শরীরকে ঠান্ডা রাখে। প্রচুর আঁশ থাকে বলে এটা পরিপাকতন্ত্রের ওপর ভালো কাজ করে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। যাদের রক্তে পটাশিয়াম বেশি আছে, তাদের এর পরিমাণ বুঝে আম খাওয়া উচিত। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে দিনে মাঝারি মাপের দুটি আম খেতে পারেন। তবে সেটাও একসঙ্গে নয়। হৃদরোগীরা আম খেলে কোনো ক্ষতি নেই। এই ফল দ্রুত হজম ও শোষণ হয়। এজন্য ছোট শিশুদের আম দিলে ভালো হয়। আম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কাঁচা আমে শর্করা ও পেকটিনের পরিমাণ বেশি। গ্যালিক অ্যাসিডের জন্য কাঁচা আম টক স্বাদযুক্ত হয়। কাঁঠাল: কাঁঠাল বেশ শক্তিদায়ক ফল। এতে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে। যাদের ওজন কম ও দুর্বল স্বাস্থ্যের তারা কাঁঠাল খেলে উপকার পাবেন। এটি রসালো, রুচিকর ও আঁশযুক্ত। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের জন্য এটি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এতে ক্যালসিয়ামও প্রচুর আছে। কাঁচা-পাকা কাঁঠাল এবং কাঁঠালের বিচি পুষ্টিকর ও স্বাদযুক্ত। এতে ক্যারোটিন আছে ৪৭০০ মাইক্রোগ্রাম। সকাল ও বিকালের নাশতায় কাঁঠাল-মুড়ি বেশ উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর নাশতা। জাম: জামের রসে কিছুটা কষভাব রয়েছে। অম্লধর্মী এ ফলের রসে আছে এক ধরনের বিশেষ এনজাইম। যা ত্বকের দাগ ওঠাতে অব্যর্থ। লৌহ বেশি আছে বলে জাম রক্তস্বল্পতায় উপকারী। অন্যান্য খনিজ পদার্থের পাশাপাশি এতে অক্সালিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকে বলে কিডনিতে পাথর হলে না খাওয়াই ভালো। আবার জাম বায়ুবর্ধক বলে উচ্চরক্তচাপের রোগীদের সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। পাকা জামের রস পাকস্থলী ও যকৃতকে সুস্থ রাখে। এদিকে জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি বলে পেটে গ্যাস সৃষ্টি হয় ও পেট ভার বোধ হয়। জামের ফুল, ফল, পাতা, ছাল, শেকড় সব কিছুই বনৌষধিতে ব্যবহৃত হয়। জামের বিচির গুঁড়া ডায়াবেটিক রোগীর চিনির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। তালের শাঁস: এটি রসালো, সুস্বাদু ও ঠান্ডা। এটি দেহে শীতল আমেজ আনে ও শরীরে পানির অভাব পূরণ করে। শর্করা ও ক্যালরি কম থাকে বলে ডায়াবেটিসে খেতে বাধা নেই। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। তাল শাঁস কোষের ক্ষয়রোধ করে তারুণ্য ধরে রাখে। দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও হাড় ক্ষয় রোধ করে। রোদে পোড়া ত্বকে যে একটা লালচে ভাব পড়ে সেটা দূর করতে পারে তালের শাঁস। এ ছাড়া চিকেনপক্স হলে ত্বকে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা নিরাময় করে ও পক্সের দাগ দূর করে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

লিচু: এটি তৃষ্ণা নিবারক। শরীরকে শীতল ও সতেজ রাখে। লিভার ও ব্রেনকে সুরক্ষা দেয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তে চর্বির পরিমাণ কমায়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ লিচুতে ভালো পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে।

বাঙ্গি: হলুদ রঙের ক্যারোটিনযুক্ত এ ফলটি বেশ মিষ্টি হয়ে থাকে। বাঙ্গির জুস ওজন কমায়। কারণ এতে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। অল্প খেলেও পেট ভরে যায়। বাঙ্গি মূত্র ও মূত্রথলির প্রদাহ রোধ করে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অ্যাসিডিটি ও পেপটিক আলসারে বাঙ্গি কার্যকর। এটি আঁশযুক্ত এবং ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এতে ভিটামিন এ, ফোলেট, পটাশিয়াম ও সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও ভিটামিন সি আছে। বাঙ্গির অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, শরীরের তাপমাত্রা কমায়, ক্লান্তি দূর করে, রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় ও হাড় ক্ষয় রোধ করে। তরমুজ: তরমুজে আছে দুটি এমাইনো অ্যাসিড। একটি এল-আর্জিনাইন অন্যটি এল-সাইট্রুলিন। এগুলো রক্তের চাপ বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিকে নিয়ে আসে। তরমুজে ক্যালরি কম, তবে পুষ্টিগুণ বেশি।

এতে আছে লৌহ, লাইকোপেন, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, পটাশিয়াম। তরমুজ রক্তস্বল্পতা ও রাতকানা রোগে ভালো ফল দেয়। প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া, অর্থাৎ প্রস্রাবের সংক্রমণ কমায়। কিডনি সবল রাখতেও তরমুজের রস সাহায্য করে। টাইফয়েডের রোগীকে বারবার তরমুজের রস দিলে জ্বরের মাত্রা কমে আসে। লাইকোপেনের জন্য ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখে, ক্লান্তি দূর করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালো রাখে। এ ছাড়া পেশির ব্যথা ও প্রদাহ কমায়, শরীরকে হাইড্রেট রাখে ও ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে। ক্রমাগত ঘামের ফলে শরীর থেকে যে পানি বেরিয়ে যায়, সেটা পূরণ করতে পারে তরমুজের রস। তরমুজের ভেতরের তাপমাত্রা জীবাণু বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বলে তরমুজ কেটে বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

হাত ও পায়ের নখ সুন্দর আর সাদা করার টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হাত-পায়ের সৌন্দর্যের অনেকটাই নির্ভর করে সুন্দর নখের ওপর। অনেকের নখ পাতলা হওয়ার কারণে দ্রুত ভেঙে যায় এবং সহজে বড় হয় না। ত্বকের যত্নে অনেক কিছুই তো করা হয়। কিন্তু হাত-পায়ের নখের যত্ন নেয়া হয় না তেমন। কিন্তু ত্বকের যত্নের পাশাপাশি হাত-পায়ের নখের যত্নের জন্য কিছুটা সময় রাখা জরুরি। নখ যেহেতু হাত-পায়ের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়; সেহেতু চলুন জেনে নিই নখ দ্রুত বড় ও শক্ত করার কিছু উপায়। উল্লেখ্য, সপ্তাহে অন্তত একদিন হাত-পায়ের নখের যত্ন নিন নিম্নোক্ত উপায়ে। লেবুর রস: ১ চামচ লেবুর রস, ৩ চামচ অলিভ অয়েল কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে নখ ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। প্রতিদিন এই ভাবে করতে হবে। নারিকেল তেল: নারিকেল তেল গরম করে নখ ম্যাসাজ করুন। এতে ভিটামিন ই থাকে। এই তেলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ঘুমানোর আগে নারকেল তেল দিয়ে নখ ম্যাসাজ করুন। কিছুদিন পর আপনি নিজেই পার্থক্য দেখবেন।

প্রেমিকাকে ভুলেও যেসব কথা বলা যাবে না

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রশংসা শুনতে সবাই পছন্দ করেন; সেটা সৌন্দর্য, দক্ষতা কিংবা যেকোনো সাফল্যের জন্য হোক। শব্দের সৌন্দর্য আরো বেশি বেরিয়ে আসে যখন সেগুলো আপনার সঙ্গীর মুখ থেকে শোনা যায়। তবে অনেক সময় প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত একই শব্দগুলো ঠিকমতো না বললে সম্পর্ক ভালোবাসা ও শক্তি বাড়ানোর বদলে তিক্ততায় ভরে যায়। প্রেমিকাকে দেওয়া সেই চারটি প্রশংসা কী, যা সম্পর্কের মধ্যে প্রেম বাড়ানোর পরিবর্তে আপনার ব্রেকআপ করাতে পারে। চলুন জেনে নেয়া যাক- অনেক সময় ছেলেরা তাদের প্রেমিকাকে দেখা মাত্রই না ভেবে প্রশংসা করতে শুরু করেন। এই ধরনের অনুষ্ঠানে, বেশিরভাগ ছেলেরা অবশ্যই তাদের সঙ্গীকে এই বলে প্রশংসা করেন - 'আজ তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' তবে বিশ্বাস করুন, আপনার প্রেমিকা আপনার দেওয়া এই প্রশংসা মোটেও পছন্দ করবেন না। আপনি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন -'গতকাল কি আমি সুন্দর ছিলাম না?' তাই প্রশংসা করু এভাবে- 'তোমাকে বরাবরের মতো এখনও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' আপনার প্রাক্তনের সঙ্গে আপনার প্রেমিকাকে তুলনা করবেন না। এতে, আপনার সঙ্গী অনুভব করবেন যে আপনি এখনো আপনার প্রাক্তনের চিন্তায় নিমগ্ন। নিজেকে ঝামেলা থেকে বাঁচাতে বলতে পারেন- 'ভগবানকে ধন্যবাদ...এমন একজন কেয়ারিং প্রেমিকা পেয়েছি।' মেয়েরা কেনাকাটা করতে অনেক সময় নেন। খুব ভেবেচিন্তে পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতা এবং জিনিসপত্র কেনেন। এমন পরিস্থিতিতে যখন আপনার প্রেমিকা স্টাইলিশ পোশাক পরে আপনার সামনে আসবেন, তখন তাকে ভুলেও স্টাইলিশ বলবেন না। তখন তার মনে হতে পারে যে হয়ত বাকি পোশাক খারাপ। এই সমস্যা এড়াতে ছেলেদের সবসময় বলা উচিত- 'সবসময়ের মতো এই পোশাকেও তোমাকে খুব স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।' যদিও মেয়েরা প্রশংসিত হতে পছন্দ করেন, তবুও তারা আপনার প্রশংসা করার এই উপায় পছন্দ করবেন না। কোনো মেয়েই তার বান্ধবীর সামনে অন্য মেয়ের মতো হওয়া সহ্য করতে পারেন না, যদিও তারা বন্ধু হন। মেয়েটি অনুভব করতে পারে যে আপনি তার বন্ধুর প্রতি গভীর নজর রাখছেন। এই সমস্যা এড়াতে সব সময় আপনার প্রেমিকাকে বলুন যে 'তুমি খুবই সুন্দর।'

দীর্ঘদিন লিচু তাজা রাখার ঘরোয়া পদ্ধতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রসালো লাল টুকটুকে লিচু খেতে কে না পছন্দ করে! ছোট-বড় সবাই এর স্বাদে মুগ্ধ। এখন লিচুর মৌসুম। তবে এই সুস্বাদু ফলটি বাজারে উঠতে না উঠতেই যেন শেষ হয়ে যায়। এরপর আবার পাওয়ার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করতে হয়। অনেকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় আরো কিছুদিন যদি বাজারে ফলটি থাকত! এই মৌসুমে তো ভালো করে খেতেই পারলাম না! এ ক্ষেত্রে আপনি চাইলে বেশি করে লিচু কিনে সংরক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি লিচু বেশিদিন ভালো থাকে না। এটি দ্রুতই নষ্ট হয়ে যায়। তবে এমন কিছু উপায় আছে যেগুলো মেনে চললে খুব সহজেই দীর্ঘদিন লিচু ভালো রাখা সম্ভব। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক লিচু সংরক্ষণের উপায়- লিচু সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই তার ডাল ও পাতা ছাড়িয়ে নিয়ে কাগজে মুড়িয়ে নিন। এরপর এভাবে নরমাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। এভাবে রাখলে লিচুগুলো চুপসে যাবে না। যখনই বের করে খাবেন, লিচু টাটকা ও রসালো থাকবে। সাধারণত লিচু ফ্রিজে রাখলে একদিনেই তা চুপসে যায় এবং লিচুর রসালো ভাব নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সেটি হওয়ার ভয় থাকবে না। লিচুর বোটা প্রথমেই ছাড়িয়ে নেবেন না।

বরং লিচুর সঙ্গে এক ইঞ্চির মতো রেখে তারপর বোঁটাগুলো কেটে নিন। এরপর সেগুলো ১০ মিনিটের মতো পানিতে ভিজিয়ের রাখুন। তারপর লিচুগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এবার পরিষ্কার ও শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন লিচুগুলো খোসায় যেন পানি না থাকে। এবার লিচুগুলো খবরের কাগজ দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিতে হবে। তারপর মোটা একটি পলিথিনে সেগুলো রেখে মুখ শক্ত করে আটকে দিতে হবে। এরপরে একটি কাপড়ের ব্যাগ নিন। এবার সেটার ভেতরে কাগজে মোড়ানো লিচুগুলো রেখে দিন। সবশেষে ব্যাগটির মুখ বেঁধে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। কাপড়ের ব্যাগ পাওয়া না গেলে একটি প্লাস্টিকের বক্সে করেও একইভাবে লিচু সংরক্ষণ করতে পারবেন।